উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮৫,২৬৫.৩২ (+১৫৮.৫১)
নিফটি : ২৬,০৩৩.৭৫ (+৪৭.৭৫)

**বিএলও'র মৃত্যু, সুপ্রিম নিশানায় রাজ্য**
এসআইআর-এর কাজের চাপে দেশজুড়ে বিএলও-দের মৃত্যুমিছিল কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করল শীর্ষ আদালত। ›› ১০

**ডুপ্লিকেট ভোটার ধরতে ফাঁদ**
রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে ডুপ্লিকেট ভোটার ছেঁটে ফেলতে বিশেষ প্রযুক্তি কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিল কমিশন। এরাজ্যেই প্রথম এমন উদ্যোগ। ›› ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| | শিলিগুড়ি | জলপাইগুড়ি | কোচবিহার | আলিপুরদুয়ার |
|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ | ২৮° | ২৮° | ২৮° | ২৫° |
| সর্বনিম্ন | ১৩° | ১৪° | ১৪° | ১৩° |

**গম্ভীর, কোহলির প্রতি কৃতজ্ঞ রুতুরাজ** ›› ১১



১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 5 December 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 196

# অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির সিদ্ধান্ত খারিজ

## উচ্চপ্রাথমিকে নিয়োগ

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর :** প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বহাল থাকায় স্বস্তির ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে মুখ পুড়ল রাজ্য সরকারের। উচ্চপ্রাথমিকের নিয়োগে রাজ্যের অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির সিদ্ধান্ত খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট।



### আদালতের মত

- মৃত প্যানেলকে ইনজেকশন দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়েছে
- মেয়াদ উত্তীর্ণ একটি প্যানেলের ওয়েটিং লিস্টে থাকা প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা যায় না
- মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে নিয়োগও করা যায় না
- রাজ্য সরকার ২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইনের যুক্তি খাড়া করে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করলেও এই সিদ্ধান্ত একতরফা ও বিধিবদ্ধ নিয়ম লঙ্ঘনকারী

শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষা বিষয়ে ওয়েটিং লিস্ট থেকে নিয়োগ করতে চেয়ে ১৬০০ সুপার নিউমেরারি পদ তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু রায় ওই সিদ্ধান্ত বাতিলের নির্দেশ দিয়েছেন। এই মামলারই বাকি বিষয়ের শুনানি আগামী জানুয়ারি মাসে হবে। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, '২০১৯ সালে প্যানেলের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর ২০২২ সালে এই অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা হয়েছিল, যা বৈধ নয়। বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনায় রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত অসাংবিধানিক ও নিয়ম লঙ্ঘনকারী।'

বিচারপতির মন্তব্য, 'মৃত প্যানেলকে ইনজেকশন দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়েছে।' যদিও একক বেঞ্চের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উচ্চ আদালতে যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস।

তৃণমূল নেতা অরূপ চক্রবর্তী বলছেন, 'এদের ধর্না মঞ্চে গিয়ে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যরা আশ্বাস দিয়েছিলেন। এখন বিরোধিতা করছেন। বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীনও অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা হত।' বিজেপি নেতা রাহুল সিনহার খোঁচা, 'আমরা জানতাম, আদালত এটা বাতিল করবে। অতিরিক্ত শূন্যপদ সৃষ্টি করে দলের কর্মীদের নিয়োগের চক্রান্ত আদালত বাতিল করায় আমরা খুশি।'

২০১৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর সরকার স্বীকৃত, সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষা বিষয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। সেইসঙ্গে ২০২২ সালের ১৯ মে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে অসফল চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। তাদের অভিযোগ, এই নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা হোক। এদিকে, স্কুল শিক্ষা দপ্তরের তরফে ওই বছরেরই ১৪ অক্টোবর কাউন্সেলিংয়ের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। দুটি বিজ্ঞপ্তিই এদিন খারিজ করেছেন বিচারপতি।

*এরপর আটের পাতায়*

ওয়েলকাম মাই ফ্রেন্ড

*বিমানবন্দর থেকে নিজের গাড়িতে চাপিয়ে রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট পুতিনকে নিজের বাসভবনে নিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নয়াদিল্লিতে।*

এডিশন স্পেশাল

**শয়ে-শয়ে বিমান বাতিলে নাভিশ্বাস যাত্রীদের**
›› *দশের পাতায়*

**ডব্লিউপিএলের প্রস্তুতি শুরু রিচার**
›› *বারোর পাতায়*




# পুরোনোরাই 'নতুন' চেয়ারে

## হলদিবাড়ি পুরসভায় বিদ্রোহ

**অমিতকুমার রায়**

**হলদিবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর :** দলের নির্দেশ অমান্য করে হলদিবাড়ি পুরসভার নতুন বোর্ডে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে ফের শপথ নিলেন বিদায়ি চেয়ারম্যান শংকরকুমার দাস ও ভাইস চেয়ারম্যান অমিতাভ বিশ্বাস। নজিরবিহীন এই ঘটনায় কোচবিহার জেলা তৃণমূলে হইচই পড়ে গিয়েছে। মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী জানিয়ে দিয়েছেন, হলদিবাড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান দলের নির্দেশ অমান্য করেছেন। দলবিরোধী কাজের জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজ্যের অন্য পুরসভার মতো হলদিবাড়িতেও নতুন পুর বোর্ড গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল তৃণমূল। দলের জেলা সভাপতি পদত্যাগ করার নির্দেশ দেন হলদিবাড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানকে। বহু টালবাহানার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তাঁরা পদত্যাগ করেন। গত মাসের ২০ তারিখ বোর্ডের সভায় সকলের উপস্থিতিতে



*এক ফ্রেমে পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান।*

পুরসভার এগজিকিউটিভ রঞ্জিত দাসের হাতে ইস্তফাপত্র তুলে দেন তাঁরা। সেই অনুযায়ী ১৪ দিনের মাথায়, বৃহস্পতিবার নতুন বোর্ড গঠন করা হয়। কিন্তু দলীয় নির্দেশ উপেক্ষা করে আগের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানই আবার ওই দুটি পদে শপথ নেওয়ায় হইচই পড়ে যায় হলদিবাড়িতে। তৃণমূলের অন্দরেও ব্যাপক কানাঘুষো শুরু হয়।

২০২২ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত পুর নির্বাচনে পুরসভার ১১টি ওয়ার্ডের প্রতিটিতে জয়লাভ করে তৃণমূল। মার্চ মাসের ২২ তারিখ নতুন পুর বোর্ড গঠন করা হয়। পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শংকরকুমার দাস চেয়ারম্যান ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অমিতাভ বিশ্বাস সর্বসম্মতিক্রমে ভাইস চেয়ারম্যান মনোনীত হন। কিন্তু লোকসভা ভোটে পুর এলাকায় দলের ভরাডুবি হয়। আগামী বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের কাছ থেকে নতুন বোর্ড গঠনের নির্দেশ আসে। সেখানে ৫ নম্বর ওয়ার্ডের

*এরপর আটের পাতায়*

# সাসপেন্ড হুমায়ুন, কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীকে

**পরাগ মজুমদার ও নয়নিকা নিয়োগী**

**ভরতপুর ও কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর :** দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহরমপুরের জনসভায় এসে ভরতপুরের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক হুমায়ুন কবীর জানতে পারলেন, দল তাঁকে সাসপেন্ড করেছে। বৃহস্পতিবার সকালে 'দলবিরোধী কাজ ও ধর্ম নিয়ে রাজনীতি'-র অভিযোগে মেয়র ফিরহাদ হাকিম হুমায়ুনকে সাসপেন্ড করার কথা ঘোষণা করলেন। রাগে গড়গড় করতে করতে সভা থেকে বেরিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'মুসলিম বিরোধী' বলে দেগে দিয়ে হুমায়ুনের কটাক্ষ, 'এরকম আরএসএস মার্কা মুখ্যমন্ত্রীর পরিবর্তে সরাসরি বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী



*মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন হুমায়ুন কবীর।*

হলে আমি তাঁকে স্বাগত জানাব। দুর্গাপুজোয় অনুদান দেওয়ার সঙ্গে জগন্নাথধাম তৈরি করে মুসলমানদের ইমান নষ্ট করার জন্য বাড়ি বাড়ি প্রসাদ বিতরণের মতো ঘটনা কতদিন মুখ্যমন্ত্রী চালান আমিও দেখব।' ৬ ডিসেম্বর সংহতি দিবসে বেলডাঙ্গায় বাবরি মসজিদের শিলান্যাসে কোনওরকমভাবে বাধা দিয়েও কোনও লাভ নেই বলে হুমায়ুন স্পষ্ট করেছেন। তাঁর ঘোষণা, শুক্রবার বা সোমবারই দল থেকে ইস্তফা দিয়ে চলতি মাসের ২২ তারিখ তিনি নিজের দলের সূচনা করবেন।

এর আগে বহরমপুরের সভায় হুমায়ুনের উদ্দেশ্যে রীতিমতো তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,

*এরপর আটের পাতায়*

উত্তরের খোঁজে

# নারী লাঞ্ছনায় পরিবার একাকার

**রূপায়ণ ভট্টাচার্য**

শিলিগুড়ির অর্চনা ঝা বা লক্ষ্মী শর্মারা আজকের ভারতে কোথাও যেন এক হয়ে যাচ্ছেন বীরভূমের গ্রামের অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুনের সঙ্গে। সোনালিকে প্রবল লাঞ্ছনা করেছে দেশের সরকার। আর অর্চনা-লক্ষ্মীদের সঙ্গে ব্যাপক প্রবঞ্চনা করেছে তাঁদের পরিবার।

দুটো খবরই ভারতের পক্ষে তীব্র লজ্জার এবং অস্বস্তির।

জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ায় সোনালি নামটা এখন দেশে অনেকেই জেনে গিয়েছেন। তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে তিরস্কৃত। কিন্তু লক্ষ্মী-অর্চনাদের অপমানের জন্য তাদের পরিবারকে তিরস্কৃত করবে কোন আদালত? কোন সমাজ?

উত্তরবঙ্গ সংবাদেই পড়লাম শিলিগুড়ির এই দুই তরুণীর চরম বঞ্চনার কথা। আরও খোঁজ নিয়ে যা জানা গেল, তা রীতিমতো ভয়ংকর। এক, শহরে নেপাল ও বিহার থেকে আসা তরুণীর সংখ্যা প্রচুর। দুই এবং সবচেয়ে ভয়াবহ, এঁদের সরকারি কাগজপত্র পরিবার থেকেই করে দেওয়া হয়নি, পুরুষতান্ত্রিক নিয়ম চলে বলে।

ভোটার কার্ড, আধার কার্ড করে দেওয়া হয়নি কেন? ধরে নেওয়া হয়েছে, মেয়েরা ঘরের কাজ করবে, ঘরের বাইরে যাবে না! এটাই যে চিরকালের নিয়ম! মেয়েদের এত কাগজপত্রের কী দরকার? কী দরকার আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড তৈরির?

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য এসব দরকার? দরকার নেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের! নারী তুমি পুরুষের পদদলিতই থাকো। তোমার টাকার দরকার হলে বাড়ির পুরুষই তো রয়েছে। বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

*এরপর আটের পাতায়*

# স্কুলে ঢুকে ছাত্রকে পেটাল বহিরাগতরা

**প্রসেনজিৎ সাহা**

**দিনহাটা, ৪ ডিসেম্বর :** বান্ধবীদের উদ্দেশ্যে কটূক্তি করার প্রতিবাদ জানানো এবং তার জেরে দুই ছাত্রের বিরোধে উত্তেজনা ছড়াল ওকরাবাড়ি আলাবকস হাইস্কুলে। শুধু তাই নয়, নবম ও দশম শ্রেণির দুই ছাত্রের কথা কাটাকাটি এবং হাতাহাতির ঘটনায় বহিরাগতরা স্কুলে ঢুকে এক ছাত্রকে বেধড়ক মারধর করে। স্কুলে মাধ্যমিকের ফর্ম ফিলআপের সময় শিক্ষকদের সামনে এমন ঘটনা ঘটলেও তাঁরা কোনও ব্যবস্থা নেননি বলে অভিযোগ। এমনকি, স্কুলের তরফে পরবর্তীতে ঘটনাটি 'ভুল বোঝাবুঝি' বলে জানানো হয়েছে।

ওই ঘটনায় বহিরাগতদের মারে জখম দশম শ্রেণির ছাত্র দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রশ্ন উঠেছে, স্কুলে মাধ্যমিকের ফর্ম ফিলআপের সময় সেখানে শিক্ষকদের উপস্থিত থাকার কথা। তাঁদের সামনে এমন ঘটনার সময় তাঁদের ভূমিকা কী ছিল? শুধু তাই নয়, স্কুলে এভাবে বহিরাগতরা ঢোকায় ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তাই বা কোথায়?

ছাত্রছাত্রীদের থেকেই জানা গিয়েছে, এদিন বিদ্যালয়ে ফর্ম ফিলআপ চলছিল। সেইমতো বিদ্যালয়ে এসেছিল নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা। অভিযোগ, ওই সময় দশম শ্রেণির কয়েকজন ছাত্রীকে লক্ষ্য করে কটূক্তি করে নবম শ্রেণির কয়েকজন ছাত্র। দশম শ্রেণির কয়েকজন ছাত্র তার তীব্র প্রতিবাদ করলে নবম শ্রেণির এক ছাত্রের সঙ্গে তাদের কথা কাটাকাটি হয়। একসময় তা হাতাহাতিতে পৌঁছে যায়। গোলমাল চলাকালীনই নবম শ্রেণির এক ছাত্র বাইরে থেকে কয়েকজনকে ডেকে আনে। তারা এসে দশম শ্রেণির ছাত্রদের উপর চড়াও হয়। তাদের মারেই জখম হয় দশম শ্রেণির ছাত্রটি।

এদিন স্কুলে নবম ও দশম শ্রেণির ফর্ম ফিলআপ ও অন্য ক্লাসের পরীক্ষা চলছিল। সেখানে শিক্ষকরা গার্ড দিচ্ছিলেন। তবে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক স্কুলে সেই সময় ছিলেন না। প্রধান শিক্ষক পরে দেড়টা নাগাদ স্কুলে আসেন। প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ দেবের কথায়, 'সেরকম বড় কিছু ঘটেনি। শুনেছি দুজন ছাত্রের মধ্যে মারপিট হয়েছে। যদিও এনিয়ে কেউই আমার কাছে লিখিত অভিযোগ করেনি। করলে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ছাত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' স্কুলে থাকা শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষককে কেন ঘটনার কথা জানাননি, এনিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

এদিকে, হাসপাতালে ভর্তি ওই ছাত্র জানায়, এদিন নবম শ্রেণির এক ছাত্রের সঙ্গে কথা কাটাকাটি, পরে হাতাহাতি হয়েছিল। ওই ছাত্র বাইরে থেকে কয়েকজন বহিরাগত নিয়ে এসে আমাকে মারধর করে। ওদের হাতে ব্লেডও ছিল। তবে নবম শ্রেণির ওই ছাত্রের নাম আমার জানা নেই।' ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী দশম শ্রেণির এক ছাত্র জানায়, কথা কাটাকাটির মাঝেই বহিরাগতরা স্কুলের মধ্যে ঢুকে তাদের মারধর করে। শিক্ষকরা সামনে থেকে সব দেখলেও কোনও পদক্ষেপ করেননি।

আহত ছাত্রের কাকা নারায়ণ বর্মন বলেন, 'আমরা প্রধান শিক্ষককে বললেও তিনি গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি দেখেননি। আমার ভাইপো এক ছাত্রীকে কটূক্তি করার প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তার জন্য বহিরাগতরা স্কুলে ঢুকে তাকে মারধর করবে?

এটা মানা যায় না। যদিও থানায় অভিযোগ জানানোর কথা ভাবছি আমরা।'

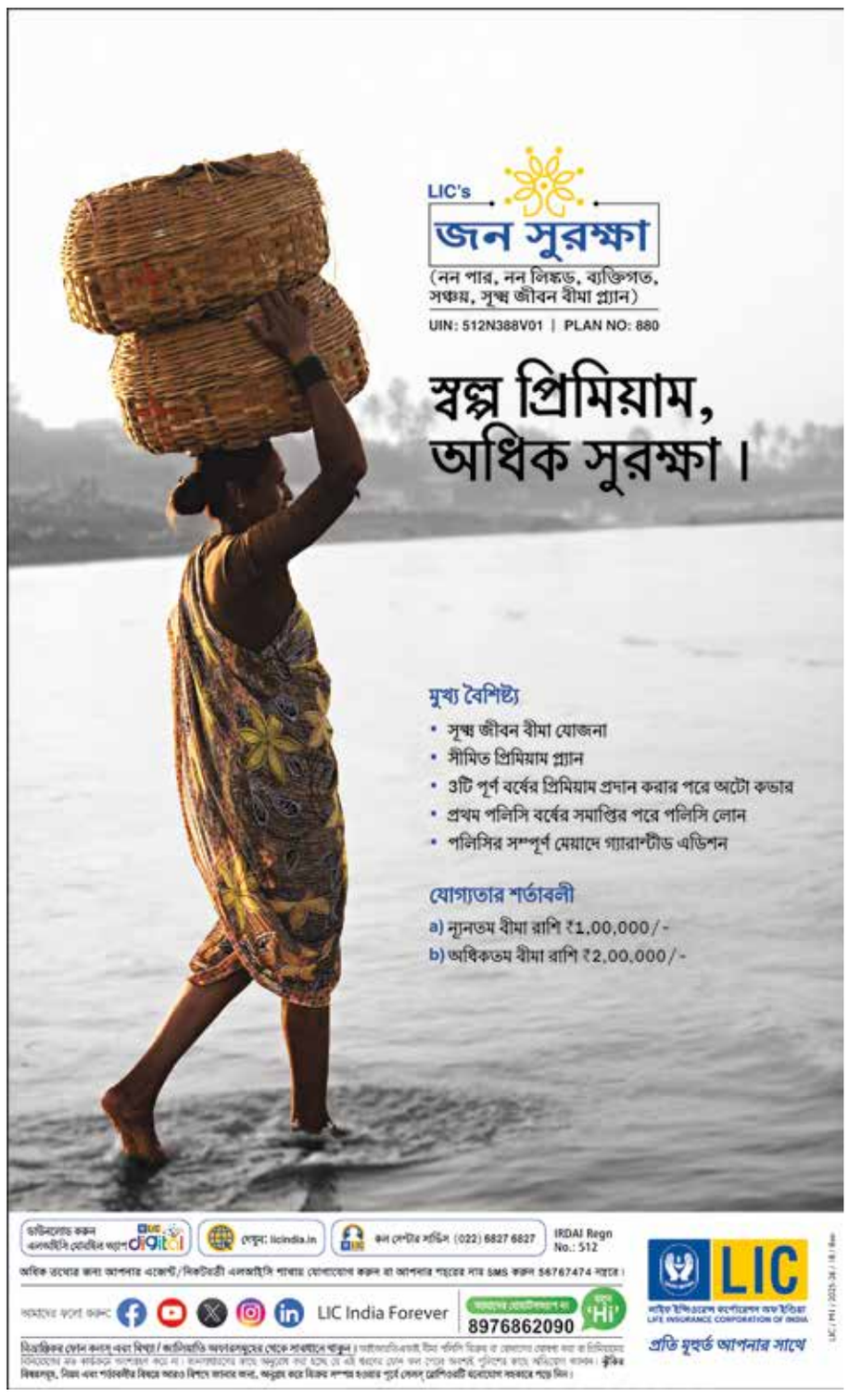

## গ্রেপ্তার ১

**জয়গাঁ, ৪ ডিসেম্বর :** চুরি যাওয়া বাইক সহ মণীশ এক্কা নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল জয়গাঁ পুলিশ। বুধবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের কাছ থেকে চারটি চোরাই বাইক মিলেছে। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার আদালতের বিচারক তাকে সাত দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

## ডিসান-এর ক্যাম্প

**নিউজ ব্যুরো**

**৪ ডিসেম্বর :** গ্যাংটকে অবস্থিত সিকিম আর্মড পুলিশ হেড কোয়ার্টারস-এ সম্প্রতি স্পেশাল মেডিকেল ক্যাম্প করল ডিসান হসপিটাল। স্বাস্থ্য নিয়ে একটি আলোচনাচক্রও হয়। ডাঃ কৈলাসকুমার গোয়েল (কার্ডিওলজি), ডাঃ সংকল্প কুমার (অর্থোপেডিক্স) সেখানে অংশ নেন। এই কর্মসূচি সিকিম পুলিশকে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অ্যাডভান্স কেয়ার, প্রতিরোধমূলক সচেতনতা এবং সর্বোপরি উন্নত পরিষেবা নিয়ে ডিসান-এর দায়বদ্ধতাকে প্রকাশ করে। ডিসান-কে সিকিম সরকার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখে, সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি এরই প্রমাণ। কর্মসূচিতে অন্যদের মধ্যে ছিলেন পুলিশ কমান্ডান্ট নোরবু শেরিং শেরপা, ডিসান-এর অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর অরিন্দম সামন্ত।

## কুয়াশায় দুর্ঘটনা এড়াতে প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছে রেল

**প্রণব সূত্রধর**

**আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর :** প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও শীতের এই মরশুমে কুয়াশাজনিত সমস্যা এড়াতে একাধিক পদক্ষেপ করছে রেলমন্ত্রক। যার মধ্যে 'ফগ সেফ ডিভাইস' সহ নানা প্রযুক্তির ব্যবহার রয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার (সিপিআরও) কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'কুয়াশার সময় নিরাপদে ট্রেন চালানোর জন্য একাধিক আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও পেট্রলিং সহ অন্যান্য পদক্ষেপ করা হয়েছে।'

রেলমন্ত্রক সূত্রে খবর, জিপিএস সিস্টেমযুক্ত ফগ সেফ ডিভাইস প্রায় ৩০০ মিটার দূরের সিগন্যাল সম্পর্কে জানান দেয় লোকোপাইলটদের। এছাড়াও ডেটোনেটর স্থাপন করার কাজ চলছে। ডেটোনেটরের বিভিন্ন প্রয়োগ রয়েছে। সেটি রেল ট্র্যাকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তা ফেটে তীব্র শব্দ তৈরি করে। সেই শব্দের ধরন শুনেই কি নির্দেশ রয়েছে, তা লোকোপাইলট ও সহকারী লোকোপাইলট বুঝতে পারেন এবং সেইমতো কাজ করেন। অন্যদিকে, স্টেশনমাস্টাররা কুয়াশার মাত্রা বুঝতে স্টেশনে ভিজিবিলিটি টেস্ট অবজেক্ট (ভিটিও) যাচাই করেন। ভিটিও স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় নির্দিষ্ট দূরত্বে ব্যবহার করা হয়। স্টেশন থেকে তা দেখা না গেলেই স্টেশনমাস্টার কুয়াশার মাত্রা কতটা তা বুঝতে পারেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেন।

মূল ট্র্যাকের অবস্থান বুঝতে চুন দ্বারা চিহ্নিতকরণ হচ্ছে। এছাড়াও সিগন্যাল সাইটিং বোর্ড এবং লেভেল ক্রসিং গেটগুলিকে আলোকিত করতে স্ট্রিপ ব্যবহার করা হচ্ছে। ট্রেনের পিছনের কোচগুলিতে এলইডি ফ্ল্যাশার টেল ল্যাম্প ব্যবহার করলে সহজেই ট্রেনের অবস্থান জানা যায়। কুয়াশাপ্রবণ এলাকায় রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ স্টপ বোর্ড বসানো হচ্ছে। এছাড়াও কুয়াশার সময় রেল ট্র্যাকে হেঁটে পেট্রলিং হয়। কুয়াশার সময় কোন কোন নিয়ম নির্দেশিকা মেনে ট্রেন চালাতে হবে, তা অবগত করতে লোকোপাইলট ও সহকারী লোকোপাইলটদের কর্মশালার মাধ্যমে বিশেষ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।


### পূর্ব রেলওয়ে

**টেন্ডার নং. : এম-পিডিওটি-১১ অফ ২০২৫-২৬, তারিখ ২৬.১১.২০২৫।** সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের জন্য রেলওয়ে/সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস বা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সহ অনুরূপ ধরনের কাজ সম্পাদনে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা, দৃঢ় সঙ্গতি এবং যথেষ্ট আর্থিক সক্ষমতা আছে এরূপ এজেন্সিসমূহ থেকে নির্ধারিত ওয়েবসাইটে ১৯.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা পর্যন্ত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **কাজের নাম ও অবস্থান :** নিউ ফারাক্কা ও সুলতানগঞ্জ স্টেশনে ৪০ কেএলডি ক্ষমতাসম্পন্ন প্রিফ্যাব্রিকেটেড ওয়েস্ট ওয়াটার রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট গড়ে তোলার জন্য চুক্তি। **কাজের টেন্ডার মূল্য :** ১৮% হারে জিএসটি সমেত ৬৫,৩৭,৭৯০ টাকা। **বায়না মূল্য জমা :** ১,৩০,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য :** শূন্য। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা :** এলওএ ইস্যু থেকে ০৯ মাস। **অনলাইন টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময় :** ১৯.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ :** www.ireps.gov.in **নোটিস বোর্ড :** ১. সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অফিস; ২. এএমই/সিঅ্যান্ডডব্লু/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউনের অফিস। ৩. এসএসই/সিঅ্যান্ডডব্লু/আইসি/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউনের অফিস। **দ্রষ্টব্য :** (১) ওয়েবসাইটে বিশদ বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথি পড়ে নেওয়ার জন্য টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। এই টেন্ডারের জন্য কোনো ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত হবে না। (২) বিদ্যমান কাজের জন্য টেন্ডারটি সিঙ্গল প্যাকেট ব্যবস্থায়। (৩) এই কাজের জন্য পিভিসি প্রযোজ্য নয়। (৪) বিদ্যমান বিধি অনুযায়ী ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড প্রোমোশন দপ্তর দ্বারা স্বীকৃত স্টার্টআপদের সুবিধা দেওয়া হবে। এইসব সংস্থাদের বিধিতে উল্লিখিত সকল নিয়ম মেনে চলতে হবে। (৫) জিসিসি এপ্রিল ২০২২ অনুযায়ী সকল টেন্ডারদাতাদের বিনামূল্যে ই-টেন্ডার বয়ান ইস্যু করা হবে। (৬) জিসিসি এপ্রিল ২০২২ অনুযায়ী টেন্ডার মূল্যের ২ শতাংশ হারে বায়না জমা রাশি প্রযোজ্য হবে। (৭) টেন্ডার নথির অ্যানেক্সার-IX অনুযায়ী টেন্ডারদাতাদের দ্বারা জমা/আপলোড করা নথির সত্যতা/সঠিকতার অঙ্গীকারের বয়ান হবে। বিডার দ্বারা এই বয়ান জমা না হলে তাঁর বিডটি তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। (MLD-251/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter



### ওয়াক-ইন ইন্টারভিউ
### ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদা ও রেলওয়ে হেল্থ ইউনিট, সাহেবগঞ্জে চুক্তিভিত্তিক চিকিৎসক নিয়োগ

**নোটিফিকেশন নং. ই/সিএমপি/এমএলডিটি/পিটি-III তারিখ : ০৪.১২.২০২৫**

পূর্ব রেলওয়ের ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদা এবং রেলওয়ে হেল্থ ইউনিট, সাহেবগঞ্জের জন্য মালদা ডিভিসন কর্তৃপক্ষ চুক্তির ভিত্তিতে পূর্ণ সময়ের জেনারেল ডিউটি চিকিৎসক (সিএমপি) নিয়োগ করবেন। এই নিয়োগের মেয়াদ নিয়োগের তারিখ থেকে এক বছর অথবা নিয়মিত চিকিৎসক (আইআরএইচএস) নিযুক্ত হওয়া - যেটি পূর্বে ঘটবে সেই পর্যন্ত হবে। যে সকল চিকিৎসক, প্রয়োজনীয় বয়স, ডিগ্রি ও যোগ্যতার শর্তাবলি পূরণ করবেন এবং এই নিযুক্তিতে ইচ্ছুক তাঁদের নিম্নলিখিত স্থানে ও সময়ে সকল মার্ক শীট, শংসাপত্র ও নথিপত্রাদি সহ রিপোর্ট করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **স্থান :** চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট-এর কার্যালয়, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, ঝলঝলিয়া, পিন-৭৩২১০২। **ইন্টারভিউ-এর তারিখ :** ২২.১২.২০২৫ (সোমবার)। **রিপোর্ট করার সময় :** সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে। ● ইন্টারভিউ-তে যোগদানের সময়, প্রার্থীদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, মেডিকেল রেজিস্ট্রেশন নম্বর, অভিজ্ঞতার ইত্যাদির প্রমাণ হিসাবে শিক্ষাগত শংসাপত্রসমূহ, এমবিবিএস, এমএস/এমডি/পিজি ডিপ্লোমার সকল মার্কশীট, সকল অন্যান্য শংসাপত্র, জাতিগত শংসাপত্র, প্যান কার্ড, আধার প্রভৃতির মূল সহ সেগুলির স্বপ্রত্যয়িত কপি তৎসহ ২টি পাসপোর্ট সাইজের ফটো আনতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এমবিবিএস/বিডিএস পরীক্ষায় প্রাপ্ত শতকরা নম্বর, অতিরিক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাসমূহ যথা পিজি ডিগ্রি, পিজি ডিপ্লোমা, কাজের অভিজ্ঞতা এবং মৌখিক পরীক্ষা (পেশাগত জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি)-র ভিত্তিতে যোগ্যতামান বিচার করা হবে। কেন্দ্রীয়/রাজ্য সরকারের গেজেটেড অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত একটি চারিত্রিক এবং পূর্ববর্তী কাজের শংসাপত্র দাখিল করতে হবে। ● শূন্য পদের সংখ্যা, বয়সসীমা, পারিশ্রমিক এবং যোগ্যতার শর্তাবলি নিম্নরূপ :- **শ্রেণী :** চিকিৎসক (সিএমপি)। **শূন্য পদের সংখ্যা :** মালদা - ১, সাহেবগঞ্জ-১। **বয়স :** ০১.০১.২০২৫ তারিখে অনূর্ধ ৫৩ বছর। **বেতন /ভাতা :** প্রতি মাসে ৯৫,০০০ টাকা (স্থায়ী)। **প্রয়োজনীয় যোগ্যতা :** এমবিবিএস, যে কোনো রাজ্যের মেডিকেল কাউন্সিল-এর বৈধ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট থাকতে হবে। মোট শূন্যপদের সংখ্যা দুইটি এবং মালদা ডিভিসনের যেকোনো হেল্থ ইউনিটে তাঁদের নিযুক্ত করা হতে পারে। প্রকাশিত তালিকা নিয়োগের অধিকার প্রদান করবে না। ● **নিয়ম ও শর্তাবলি :- নিয়োগের প্রকৃতি :** সম্পূর্ণরূপে চুক্তি ভিত্তিক। **পারিশ্রমিক :** (১) 'নো ওয়ার্ক নো পে' ভিত্তিতে যথাযথভাবে পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে। (২) এনইএফটি-র মাধ্যমে অর্থ প্রদানের জন্য, ব্যাঙ্কের আইএফএসসি কোড সহ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর প্রয়োজন হবে। **দ্রষ্টব্য :** ইন্টারভিউয়ের দিন অফিস থেকে আবেদনের বয়ান পাওয়া যাবে। এই বিজ্ঞপ্তিটি এবং আবেদনের বয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইট থেকেও পাওয়া যাবে : **www.er.indianrailways.gov.in (Eastern Railway>> Division >> Malda Division>>Recruitment Page** দেখুন)।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter



**Siliguri Jalpaiguri Development Authority**
A Statutory Authority Under Department of UDMA
Himanchal Vihar, Near Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010

**NOTICE**

Siliguri Jalpaiguri Development Authority invites applications from the EWS (Economically Weaker Section) applicants for allotment of 47 (Forty-seven) nos of Dwelling Units at Kawakhali, within Utsodhara Teesta Township, JL. No. 2, Mouza Dabgram, Each Dwelling units measuring about 440 sq. ft. built up area.

A. SALIENT FEATURES:
i. Total No of dwelling Units-47 (Forty-seven)
ii. Built up area of each Dwelling unit-440 sq ft

B. ELIGIBILITY CRITERIA:
i. The applicants should be EWS(Economically weaker Section) category.
ii. Monthly family income should be within Rs.18,000/- (Rupees Eighteen thousand) per month.
iii. The applicant/his/her family/ households should not own pucca house in any parts of the country either in his name/ her name or any of his /her family members' name.
iv. The property should be primarily owned/co-owned by a female member of the family. In case of absence of female member in the family it may be owned by male member.
v. Here family means Husband, wife, unmarried sons and/or unmarried daughters.

C. INCOME CERTIFICATE:
Income certificate shall be Issued by Sub-Divisional Officer for Municipality areas and Block Development Officer for Rural areas. Certificate issued after the date of Notification shall ONLY be considered to be valid.

D. MODE OF SUBMISSION OF APPLICATION:
i. Application to be submitted on plain paper mentioning name, residence, category (if any) etc.(sample application form has been provided hereunder).
ii. The application shall be only on off line mode i.e. the applicant has to submit the application by hand at the office of Siliguri Jalpaiguri Development Authority within the time schedule as mentioned In this notice. Late submission of the applications after last date shall not be entertained.
iii. Filled up application forms shall be received at SJDA office, at Himanchal Vihar (near Passport Laghu Sewa Kendra) & at Jalpaiguri Office of SJDA (near Jalpaiguri Sadar Hospital) from 11:00 a.m. to 05:30 p.m.
iv. Receipt of the application shall be issued with time stamp.
v. Last date of submission of application is 15.01.2026

SAMPLE APPLICATION FORM
*Application for allotment of EWS Flats at Kawakhali by SJDA*

i. Name :
ii. Name of Spouse :
iii. Fathers' Name :
iv. Date of Birth :
v. Occupation :
vi. Category (please specify) : General/ SC/ ST/ OBC /Differently-abled person/ Woman / Minority
vii. Monthly Family Income :
viii. Permanent Address :
ix. Village / Town :
x. Block Name/ Municipality :
xi. District Name (Darjeeling/ Jalpaiguri) :

Signature of applicant

E. LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH THE APPLICATION:
i. income certificate (in original)
ii. Voter card (copy)
iii. Ration card (copy)
iv. Aadhar card (copy)
v. Residential Certificate
vi. Caste Certificate SC/ST/OBC etc.(if applicable).
vii. Certificate of Person with Disability (if applicable)

F. However, in case the number of short listed applicants is more than the total number of EWS units in the project, the undersigned shall carry out a draw through a lottery system in a transparent manner to select the potential list of beneficiaries including an additional 15% to 20% for back up list (Reserve list)

CATEGORY WISE LIST OF AVAILABLE DWELLING UNITS ARE AS FOLLOWS:

| Category | Area: SMC (a) | Matigara Block (b) | Rajganj Block (c) | Kranti Block (d) | Mal Block (e) | Jalpaiguri Sadar Block (f) | Naxalbari Block (g) | Phansidewa Block (h) | Khoribari Block (i) | Jalpaiguri Municipality (j) | Mal Municipality (k) | Maynaguri Municipality (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 13 | 02 | ... | ... | ... | 01 | 04 | ... | 02 | 02 | ... | 01 |
| SC | 01 | ... | ... | ... | ... | ... | 01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| ST | 02 | ... | ... | 01 | 02 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Women | 03 | ... | 03 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Minority | 03 | 01 | 02 | 01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Transgender | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| OBC | ... | ... | ... | 01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| PH | 01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Senior Citizen | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total | 23 | 03 | 05 | 03 | 02 | 01 | 05 | 00 | 02 | 02 | 00 | 01 |

Total no. of Dwelling units- 47

H. MODE OF PAYMENT BY THE BENEFICIARIES AND POSSESSION :
a. The lease value of each dwelling Unit is fixed at Rs 3,00,000/- (Three Lakhs).
b. Possession shall be handed over only after receipt of entire lease value.

I. LOCKIN PERIOD
The beneficiary will NOT be able to sell/ rent/ lease the unit for a period of 10 (ten) years from the date of signing the sale/ assignment agreement.

Sd/-
Chief Executive Officer,
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
&
Member Convenor



**TENDER**

Executive Engineer, WBSRDA, Uttar Dinajpur Division on behalf of WBSRDA invites percentage rate electronic bids for Post DLP Maintenance Works through eMarg Module vide eNIT No. WBSRDA/PDLP/14 OF 2025-26 (1st Call). Details can be viewed in **http://www.wbtenders.gov.in.** on & from 05.12.2025 at 10:00 hours. Last date for e-submission stands 03.01.2026 up to 16.55 Hrs for the aforesaid NIT.

**Sd/-**
**Executive Engineer & HPIU**
**WBSRDA, Uttar Dinajpur Division**



### আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ১০৩/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখ: ০২-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: ৪৪-এপি-I-২০২৫। কাজের নাম: "আলিপুরদুয়ার ডিভিশন - ৫ বছর সময়ের জন্য গ্রীস সরবরাহের সাথে ট্র্যাক ভিত্তিক গেজ ফেস লুব্রিকেটর (ইলেকট্রনিক টাইপ)-৮২ সেট (৩ ডিগ্রির উপরে) সরবরাহ এবং কমিশনিং।" টেন্ডার মূল্য: ৮,৮৪,৮৯,২১৯.৬০ টাকা; বায়নার ধন: ৫,৯২,৫০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৩-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ২৩-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়



### এসি না থাকা একটি বাহন ভাড়া করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. জিইএম/২০২৫/বি/৬৯৫৭১৪১ তারিখ: ০২-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নাম: একটি এসি না থাকা বাহন ভাড়া করা: এডিএমই/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ জলপাইগুড়ির সরকারি ব্যবহারের জন্যে ০২ (দুই) বৎসরের এক সময়সীমার হেতু ইন্ধন, লুব্রিক্যান্ট ধরণের সমগ্র শুল্ক শামিল করে চালক সহিত এসইউভি অথবা সিডান। টেন্ডার রাশি: ১২,৩২,৭৮৪/- টাকা। বায়না রাশি: ২৪,৬৬০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৩-১২-২০২৫ তারিখে ১৮.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৮.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য http://www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জোন্ট ডিএমই/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"



### কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: কেআইআর/ইএনজিজি./৬৮ অব ২০২৫, তারিখ: ২৮-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (ক) কাটিহারে: সিনি. ডিইএন/IV/কাটিহারের অধীনে রেলওয়ে স্টেডিয়ামের গ্রাউন্ডের লেভেলিং সহ ১০০ মিটার কভারড গ্যালারির ব্যবস্থা। (খ) সিনি. ডিইএন/IV/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে আরপিএফ ব্যারাক, ৩.টি. পাড়া, কাটিহারে সমস্ত স্টাফদের জন্য কভার শেড সহ ব্যাডমিন্টন কোর্ট-এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ৩,৪৮,৭৫,৫২৩.৭২ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৩,২৪,৪০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: কানকি ইয়ার্ডে কার্ভে-এর রিয়ালাইনমেন্ট এবং শিফটিং। টেন্ডার মূল্য: ১,২০,৬১,৯৭১.১০ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ২,১০,৩০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: কাটিহার ডিভিশনে- সিঙ্গেল পিস স্প্রিং ইনসার্টেড রিইউজেবল সেলফ লকিং স্টিল নাট (এম-২৭) প্রদান এবং ঠিক করা। টেন্ডার মূল্য: ১,৫৪,৭২,১৬০.০০ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ২,২৭,৪০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়



**NOTICE**

E-Tender are invited for providing 01 (One) Vehicle on monthly hired basis Vide NIeT No. DH&FWS/14 of 2025-26. For more details visit to **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbhealth.gov.in** or office of the undersigned.

**Sd/-**
**Chief Medical Officer of Health, Darjeeling**



**NOTICE INVITING-TENDER**

N.I.T. NO.- KMG/BDO/18/25-26, KMG/BDO/19/2025-26, KMG/BDO/20/2025-26 (APAS), DATED : 04/12/2025
Last date of application 12/12/2025 at 2.00 pm
For details information please visit to the office of the undersigned

**Sd/-**
**Block Development Officer**
**Kumargram Development Block**
**Kumargram :: Alipurduar**



### এসবিসি প্যানেলে ইঁদুরের প্রবেশে প্রতিরোধ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. টিএসকে/ইলেক্ট/২১৪ তারিখ: ০৩-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. এলডি/টি-১৪/টিএসকে/টিএলএচি/২৫। কাজের নাম: তিনসুকিয়া মণ্ডলে: এলএইচবি এসি কোচ, প্যান্ট্রি কার এবং পাওয়ার কারসমূহে ইঁদুরের প্রবেশ বাধা দেওয়ার অর্থে সুইচ বোর্ড ক্যাবিনেটের ক্যাবল এন্ট্রি পয়েন্ট এবং অন্যান্য খোলা স্থানসমূহ বন্ধের দ্বারা ডিব্রুগড় এবং তিনসুকিয়া কোচিং ডিপোর কোচসমূহের এসবিসি প্যানেলে ইঁদুরের প্রবেশে প্রতিরোধ। টেন্ডার রাশি: ২৩,৬৩,৯৪৪.৬৮/- টাকা। বায়না রাশি: ৪৭,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৫-১২-২০২৫ তারিখে ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৩.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২৫-১২-২০২৫ তারিখে ১৩.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ইলেক্ট), তিনসুকিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"



## অ্যাফিডেভিট

আমি অঞ্জন দাস, গ্রাম-ডোডেয়ারহাট, পো-খরিজা কাকড়িবাড়ী, থানা-পুণ্ডিবাড়ী, জেলা-কোচবিহার। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং-WB-63 2001 0868108, ভুলক্রমে পিতার নাম Surendra Chandra Das এর স্থলে S.C. Das নথিভুক্ত আছে। 20/11/2025 কোচবিহার সদর S.D.E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিটে জানাচ্ছি Surendra Chandra Das ও S.C. Das এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (D/S)



**e-Tender Notice**
**Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri**

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-006/2025-26 (2nd Call)** Last date of online bid submission 01/01/2026 Hrs 01:00 PM. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**

**Sd/-**
**BDO&EO, Banarhat Block**



**e-Tender Notice**
**Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri**

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-005/2025-26 (3rd Call)** Last date of online bid submission 01/01/2026 Hrs 11:00 AM. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**

**Sd/-**
**BDO&EO, Banarhat Block**



**TENDER NOTICE**

Block Development Officer, Alipurduar – I Dev. Block invites tender from the bonafide contractor for development works vide – N.I.e.T. No. WB/APD-I/BDO-ET/12/2025-2026. Dt. 28.11.2025. Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.

**Sd/-**
**Block Development Officer**
**Alipurduar – I Dev. Block**



**W.B.C.A.D.C**
**SILIGURI–NAXALBARI PROJECT**
**P.O. MATIGARA, DIST–DARJEELING**
**E-Tender Notice No. 01/2025-26 dt. 04.12.2025**

WBCADC, Siliguri-Naxalbari Project invites e-Tender for the following works: Construction of Care Taker Room cum Staff Quarter for WBCADC Guest House at Matigara. Tender ID : 2025_PRD_965900_1. The intending tenderers are requested to inspect the website **www.wb.tenders.gov.in** before quoting their rates from 06/12/2025.

**Sd/- Officer-In-Charge**
**WBCADC S-N Project**


### সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১২৮০০০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১২৮৬৫০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১২২৩০০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ১৭৬৫০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ১৭৬৬০০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর


### স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

**ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস/২৯/২০২৫-২৬, তারিখ: ০১-১২-২০২৫।** নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম. নং.:১; টেন্ডার নং. : এমএল২৫৫১৪৫/৩টি/১৮৯/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১২-০১-২০২৬।

**সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/২০২৩/ইএল/এফআরএস/০০৩৪ (রেভ.১) অথবা সর্বশেষ এবং আরডিএসও এমএস-০৫০৭ রেভ. অনুসারে বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভে জলবিহীন ইউরিনালের সরবরাহ, স্থাপন এবং পরীক্ষা। লোকোতে জলবিহীন ইউরিনালের স্থাপনের সময় এবং পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ ফার্মকেই বহন করতে হবে ইনস্টলেশনের সময় প্রয়োজনীয় যেকোনো তার, সরঞ্জাম এবং অন্য যেকোনো জিনিসপত্র ফার্মকেই বহন করতে হবে। পরিমাণ - ডেপুটি সিএমএম/মালদা টাউন-এর জন্য ৪৪টি।

**দ্রষ্টব্য:-** টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন সম্ভাব্য দরদাতা যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চান তাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং তাদের অফারটি ইলেকট্রনিকভাবে জমা দিতে হবে, যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস-এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন। যদি তারা আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০ এর অধীনে সার্টিফিকেশন সংস্থাগুলি থেকে শ্রেণী-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়



## অ্যাফিডেভিট

আমি Md Abdul Haque, পিতা Nasiruddin, ঠিকানা - চোপড়া, উত্তর দিনাজপুর, ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট, ইসলামপুর মহকুমা আদালতের Affidavit দ্বারা Abdul Haque নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No - 11AC 213061 Dated 26.11.25. Md Abdul Haque ও Abdul Haque একই ব্যক্তি। (C/119473)

●

আমি, Nur Islam Ali আমার জন্ম প্রমাণ পত্রে আমার ও বাবার নাম ভুল থাকায় গত 01/12/25 তারিখে তুফানগঞ্জ কোচবিহার কোর্টে 1st ক্লাস J.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (আমি) Nurul Seikh থেকে Nur Islam Ali ও (বাবা) Samar Ali Sekh থেকে Chamir Ali নামে পরিচিত হলাম। (C/119180)

●

I, Labana Singh Parvin, W/o Md Afjal Hossain, D/o Bijoy Singh on 4/12/25 by affidavit at Alipurduar court it is declared that Labana Singh & Labana Singh Pravin is same & one identical person. (C119483)

●

আমি, Faridul Hoque Patowary, ঠিকানা - Vill. Chhartondu, P.O.- Sulkapara, P.S.- Nagrakata, Dist. Jalpaiguri নিবাসী ঘোষণা করছি যে আমি, আমার স্ত্রী এবং আমার সন্তানরা আমাদের পূর্বের Haque Patowari উপাধি ব্যবহার ত্যাগ করছি। তার পরিবর্তে Hoque Patowary উপাধি গ্রহণ করছি। এখন থেকে আমার পদবি Haque Patowari নয়। Hoque Patowary উপাধি দ্বারাই পরিচিত হই। 17.11.2025 তারিখ EM, Mal কোর্টের আদেশাবলে এখন থেকে সকল রেকর্ডে, ঘোষণাপত্রে, লেখালেখিতে এবং সকল কাজে ব্যক্তিগতভাবে এবং সরকারিভাবে আমার পূর্বতন Faridul Haque Patowari পরিবর্তে Faridul Hoque Patowary ব্যবহৃত হবে। (C/119181)

## হারানো/প্রাপ্তি

আমি বিপুল কেশরী, পিতা : রাধাগোবিন্দ কেশরী, গ্রাম : দক্ষিণ জিৎপুর, পো : ভোলারডাবড়ি, জেলা : আলিপুরদুয়ার। তৎকালীন জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিম জিৎপুর মৌজার অন্তর্গত আমার পিতা : রাধাগোবিন্দ কেশরী, পিতা : ˚ রাইমোহন কেশরীর নামে জোত জমির একটি দলিল হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন - 9153731588. (C/118757)

## কর্মখালি

সুবর্ণ সুযোগ! বাড়ি থেকে 2/3 ঘণ্টা কাজে উচ্চ আয়ের সুযোগ। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি বাসিদের জন্য। 9163272406. (K)

●

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/- থাকা খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/118378)

●

Application are invited from the willing Graduate/12 class Passed along with degree/diploma in Special Education for recruitment & making panel of Special Teacher for Uttaran Special School within 10.12.2025 by E-mail nbhrsslg@gmail.com

## ভাড়া

Rent for 1200 sq.ft & 900 sq.ft at Bidhan Road, Siliguri. (M) 9593449707. (C/119167)

## অ্যাফিডেভিট

আমি, Nur Hossain Ali আমার জন্ম প্রমাণ পত্রে আমার ও বাবার নাম ভুল থাকায় গত 01/12/25 তারিখে তুফানগঞ্জ কোচবিহার কোর্টে 1st ক্লাস J.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে (আমি) Nur Hossain Sekh থেকে Nur Hossain Ali ও (বাবা) Samar Ali Sekh থেকে Chamir Ali নামে পরিচিত হলাম। (C/119180)


## সিনেমা


Now showing at
**BISWADEEP**
**DHURANDHAR**
*ing : Ranveer Singh, Sara Arjun, Sanjay Dutt & Others
Time : 1.00, 4.45 P.M.
(2 Shows daily)

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
**DHURANDHAR (H)**
*ing : Ranveer Singh, Sanjay Dutt, Akshay Khanna, R Madhavan, Arjun Rampal, Sara Arjun
Time : 11:30A.M., 3:15 & 7:00 P.M.
A.C/ Dolby Digital

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881
| | |
|---|---|
| যত কাণ্ড কলকাতাতেই | SHOW TIME 11.00 AM, 1.30 PM BENGALI (U/A) |
| TERE ISHK MEIN | SHOW TIME 4.15 PM HINDI (U/A) |
| দি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস | SHOW TIME 7.00 PM BENGALI (A) |


## আজ টিভিতে



বিজিতের মুখোমুখি তটিনী ও পরশুরাম। প্রকাশ হতে চলেছে কোন শক্তি? **পরশুরাম-আজকের নায়ক** রাত ৮.০০ **স্টার জলসা**

### সিনেমা

**জলসা মুভিজ :** সকাল ১০.১৫ অমানুষ, দুপুর ১.১৫ রংবাজ, বিকেল ৪.১৫ আনন্দ আশ্রম, সন্ধে ৭.১৫ মিস কল, রাত ১০.১৫ কি করে তোকে বলব
**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ৯.৪৫ অপরাধী, দুপুর ১২.৩০ জোশ, বিকেল ৩.৩০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, সন্ধে ৭.০০ তুলকালাম, রাত ১০.০০ মন মানে না
**জি বাংলা সোনার :** সকাল ৯.৩০ বরকনে, দুপুর ১২.০০ পুত্রবধূ, ২.৩০ রক্ত নদীর ধারা, বিকেল ৫.০০ বৌমার বনবাস, রাত ১০.৩০ মঙ্গলদীপ
**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ তুফান
**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে
**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ গঙ্গা
**জি ক্লাসিক :** সকাল ৯.২৮ কল আজ অওর কল, দুপুর ১২.৪৮ খানদান, বিকেল ৪.১৫ নফরত কি আঁধি, সন্ধে ৭.০০ কুলি, রাত ১০.৩৯ কবিলা
**জি বলিউড :** বেলা ১১.১০ খলনায়ক, দুপুর ২.২৩ রাজা কি আয়েগি বরাত, বিকেল ৫.০২ কোহরাম, রাত ৮.০০ নসীব, ১১.৩২ ইজ্জত
**এমএনএক্স :** দুপুর ২.০৮ দ্য ম্যাট্রিক্স রেজারেকশনস, বিকেল ৪.৩৩ দ্য হাঙ্গার গেমস : ক্যাচিং ফায়ার, রাত ৮.০২ হট টাব টাইম মেশিন, ১১.৫৩ থ্রি ডেজ টু কিল
**রমেডি নাউ :** বিকেল ৫.৪৫ ফ্লাই মি টু দ্য মুন, সন্ধে ৭.৩২ ল' অফ অ্যাট্রাকশন, রাত ৯.০০ হোয়াট হ্যাপেন্স ইন ভেগাস, ১০.৩৮ ব্রেকিং আপ



আদিশক্তি আদ্যাপীঠ
সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট



কুলি সন্ধে ৭.০০
জি ক্লাসিক



সেভেন ওয়ান্ডার্স, ওয়ান প্ল্যানেট সন্ধে ৭.১৮ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

## আজকের দিনটি

**শ্রীদেবাচার্য্য**
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে ফের যোগাযোগ হবে। বাড়ি সংস্কারে ব্যয় বাড়বে। প্রণয়ে জটিলতা। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে নানারকম সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তা। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তি। সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ। অতি ভোজনে সমস্যা। মিথুন : বন্ধুর সঙ্গে মতান্তরে মন খারাপ। ব্যবসার কাজে দূরে যেতে হতে পারে। অর্থাগমে খুশি। কর্কট : পাওনা আদায়ে জোর করতে যাবেন না। বিদেশে পাঠরত সন্তানের সুসংবাদে স্বস্তি। সিংহ : পুরোনো সমস্যা ফিরে আসায় দুশ্চিন্তা। দাম্পত্যের অশান্তি বাইরের কাউকে বলে সমস্যায়। কন্যা : হঠাৎ কাজে বাধা পড়তে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পাবেন। তুলা : কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের সাফল্যে ফল পাবেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ। বৃশ্চিক : মায়ের সঙ্গে মতান্তর ও মানসিক যন্ত্রণা। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। নতুন মানুষের বাড়িতে আগমন। ধনু : জীবাণু সংক্রমণে দুশ্চিন্তা। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ করা যেতে পারে। একাধিক উপায়ে আয়ের পথ খুলবে। মকর : হৃদরোগীরা সামান্য সমস্যাকেও গুরুত্ব দিন। ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ। কুম্ভ : কাজ করার ক্ষেত্রে আজ অনীহা আসতে পারে। রাজনীতির ব্যক্তিগণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভেবে নিন। মীন : নতুন জমি, বাড়ি কেনার সুযোগ আসবে। দূরের কোনও প্রিয়জনের সুসংবাদ আনন্দ দেবে।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ১৪ অগ্রহায়ণ, ৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৮ অঘোন, সংবৎ ১ পৌষ বদি, ১৩ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৮, অঃ ৪।৪৮। শুক্রবার, প্রতিপদ রাত্রি ২।৫৮। রোহিণীনক্ষত্র দিবা ১।৩১। সিদ্ধযোগ দিবা ১০।১০। বালবকরণ অপরাহ্ণ ৪।৭ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ২।৫৮ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ১।৩১ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ১২।৪৩ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ২।৫৮ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ২।৫৮ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ৮।৪৮ গতে ১১।২৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৮ গতে ৯।৪৮ মধ্যে। যাত্রা-মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১।৩১ গতে যাত্রা শুভ, রাত্রি ১১।২২ গতে পূর্বে উত্তরেও নিষেধ, রাত্রি ২।৫৮ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১।৩১ মধ্যে নববস্ত্রপরিধান ধান্যবৃদ্ধিদান, দিবা ১।৩১ গতে ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন ভূমিক্রয়বিক্রয়। বিবাহ- রাত্রি ৭।৪৪ গতে ৮।৮ মধ্যে পুনঃ রাত্রি ৯।৪৮ গতে ১২।১১ মধ্যে কর্কট ও সিংহলগ্নে পুনঃ রাত্রি ২।২১ গতে শেষরাত্রি ৬।৯ মধ্যে তুলা ও বৃশ্চিকলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪ মধ্যে ও ৭।৪৬ গতে ৯।৫৩ মধ্যে ও ১২।০ গতে ২।৪৯ মধ্যে ও ৩।৩২ গতে ৪।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫০ গতে ৯।২৫ মধ্যে ও ১২।৬ গতে ৩।৪০ মধ্যে ও ৪।৩৪ গতে ৬।৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

*"Her gentle presence was our quiet strength, and her love will remain our guiding light."*

With profound sorrow, we announce the demise of

**Smt. Krishna Neotia**

wife of **Late Shri Vinod Neotia** and

beloved mother of **Shri Harshavardhan Neotia**

Her kindness, warmth, and gentle presence shaped our lives with quiet grace, and her absence leaves a void that words cannot fill

*The values she lived with, and the love she shared, will continue to guide us forever*

**In loving remembrance:**

Gayatri Neotia
Harshavardhan & Madhu Neotia
Smriti & Gautam Morarka
Shraddha Neotia
Parthiv & Mallika, Paroma
Priyanka, Pranay, Ishani & Kartikeya
and the extended Ambuja Neotia Parivaar

**Prayer Meet**

7th December | 4:00–5:30 PM

Residence: 7/2 Queens Park, Ballygunge, Kolkata –700 019



*In Loving Memory*

SMT. KRISHNA NEOTIA

(24th January 1941 – 2nd December 2025)

**AmbujaNeotia**

চলতি বছরের ৫ জুন হঠাৎ কোতোয়ালি থানায় হাজির হয় ১১ জন বাংলাদেশি। তাঁদের গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়। বৃহস্পতিবার কোচবিহার আদালত ৮ জন বাংলাদেশিকে দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করে। এদের মধ্যে তিন শিশু কারাগারে মায়ের সঙ্গে থাকবে। অন্যদিকে, বুধবার চেনাকাটায় কাঁটাতারের বেড়া টপকে পাচারের চেষ্টা করে বাংলাদেশিরা। আত্মরক্ষায় বিএসএফ গুলি চালালে এক পাচারকারীর মৃত্যু হয়।

# সীমান্তে মৃত্যু পাচারকারীর

**বুল নমদাস**

**নয়ারহাট, ৪ ডিসেম্বর :** শীতের রাতে কাঁটাতারের বেড়া টপকে পাচারের চেষ্টা। বিএসএফের বাধায় পাচারকারীরা পালটা আক্রমণ করে। আত্মরক্ষায় বিএসএফ গুলি চালালে এক বাংলাদেশি পাচারকারীর মৃত্যু হয়। বুধবার গভীর রাতে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের চেনাকাটায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম মহম্মদ সবুজ হাসান (৩০)। মৃতের বাড়ি বাংলাদেশের পাটগ্রামের পঞ্চবান্ধা গ্রামে। যদিও বিএসএফের তরফে এব্যাপারে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তন্ময় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বিএসএফের তরফে একটি লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ফি বছর শীতের শুরুতে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পাচারকারীরা সক্রিয় হয়ে ওঠে বলে অভিযোগ। ঘনকুয়াশার সুযোগে চোরাচালান কারবারিদের দৌরাত্ম্য বাড়ে। বুধবার রাতে সেই অভিযোগের প্রতিফলন ঘটল। স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার রাত আড়াইটা নাগাদ চেনাকাটায় বিএসএফের সীমান্ত চৌকি সংলগ্ন এলাকায় পাচারের উদ্দেশ্যে একদল বাংলাদেশি দুষ্কৃতী কাঁটাতারের বেড়া টপকানোর চেষ্টা করে। বিষয়টি নজরে এলে সীমান্তে প্রহরারত বিএসএফ বাধা দেয়। তখন দুষ্কৃতীরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে বিএসএফের ওপর পালটা হামলা চালানোর চেষ্টা করে। বিএসএফ প্রথমে গ্রেনেড ছোড়ে। শূন্যে গুলি চালায়। কিন্তু তাতেও দুষ্কৃতীরা রণে ভঙ্গ না দেওয়ায় বিএসএফ দু'রাউন্ড গুলি ছোড়ে। তাতেই গুরুতর জখম হয় মহম্মদ সবুজ হাসান। বিপদ বুঝে বাকিরা পালিয়ে যায়। সবুজকে উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছায়। বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি পাচারকারীর মৃত্যুর খবর জানাজানি হওয়ায় এলাকায় শোরগোল পড়েছে। বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের মর্গে দেহের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে।

এর আগেও বৈরাগীরহাটের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে পাচারকারীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ফের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর গুলিতে পাচারকারীর মৃত্যুতে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে দুষ্কৃতীরা কী পাচারের ছক কষেছিল তা অবশ্য স্পষ্ট নয়।

মাথাভাঙ্গা থানা জানিয়েছে, বিএসএফ অভিযোগপত্রে পরিষ্কার করে কিছু জানায়নি। তবে পাচারকারীরা সংখ্যায় ১২-১৩ জন ছিল। ময়নাতদন্তের পর দেহ বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়। দুই দেশের রক্ষীবাহিনীর ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের মাধ্যমে পাচারকারীর দেহ পরিবারের সদস্যদের দেওয়া হবে।

*মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে বিএসএফ ও পুলিশ।*

**যা ঘটেছে**

- বুধবার চেনাকাটায় পাচারের উদ্দেশ্যে একদল বাংলাদেশি দুষ্কৃতী কাঁটাতারের বেড়া টপকানোর চেষ্টা করে
- দুষ্কৃতীরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে বিএসএফের ওপর পালটা হামলা চালানোর চেষ্টা করে
- আত্মরক্ষায় বিএসএফ গুলি চালালে এক বাংলাদেশি পাচারকারীর মৃত্যু হয়

# 'দেশ' নয়, ঠাঁই হল হাজতে

**শিবশংকর সূত্রধর**

**কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর :** বাংলাদেশে ফেরত যেতে চেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হওয়া ১১ জন বাংলাদেশির ঠাঁই হল সংশোধনাগারে। বৃহস্পতিবার কোচবিহার আদালত ৮ জন বাংলাদেশিকে দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করেছে। এই ১১ জনের মধ্যে তিনজন শিশুও ছিল। তারা সংশোধনাগারে তাদের মায়ের সঙ্গেই থাকবে।

'আমাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠান' এমন আজব দাবি তুলে চলতি বছরের ৫ জুন হঠাৎ কোতোয়ালি থানায় হাজির হয়েছিল ১১ জন বাংলাদেশি। থানায় আত্মসমর্পণের পর তারা জানায়, অবৈধভাবে তারা ভারতে প্রবেশ করেছে। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে তারা শ্রমিকের কাজ করত বলেও আত্মসমর্পণের পর তারা জানিয়েছিল।

দেশজুড়ে বাংলাদেশিদের ধরপাকড় শুরু হতেই তারা নিজের দেশে ফিরতে চেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়। তবে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করার অপরাধে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। বৃহস্পতিবার আদালত তাদের সাজা ঘোষণা করে। এই মামলার সরকারি কৌঁসুলি শিবেন রায় বলেছেন, 'ওই বাংলাদেশি নাগরিকরা মেখলিগঞ্জ ও সাহেবগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিল। কোতোয়ালি থানার পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেছিল। বিদেশি আইনের অধীনে ধৃতদের সাজা দেওয়া হয়েছে।'

আদালত এবং পুলিশ সূত্রের খবর, সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা বাংলাদেশের কুড়িগ্রামের বাসিন্দা। দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে কাঁটাতার ডিঙিয়ে তারা এদেশে প্রবেশ করেছিল। মাসকয়েক আগে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশিদের 'পুশব্যাক'-এর খবর ছড়িয়ে পড়তেই হরিয়ানা থেকে ওই বাংলাদেশিরা কোচবিহারে হাজির হয়। তারা হরিয়ানার একটি ইটভাটায় কাজ করত বলে জানা গিয়েছে। নিউ কোচবিহার রেলস্টেশনে নামার পর তারা প্রথমে দিনহাটা থানা ও পরে কোতোয়ালি থানায় পৌঁছায়। কোতোয়ালি থানায় আত্মসমর্পণের পর তারা পুলিশকে তাদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়ার আর্জি জানায়।

বৃহস্পতিবার ধৃতদের কোচবিহার আদালতের ভারপ্রাপ্ত

> ওই বাংলাদেশি নাগরিকরা মেখলিগঞ্জ ও সাহেবগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিল। কোতোয়ালি থানার পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেছিল। বিদেশি আইনের অধীনে ধৃতদের সাজা দেওয়া হয়েছে।
>
> **শিবেন রায়**
> *মামলার সরকারি কৌঁসুলি*

অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক (তৃতীয় কোর্ট) রুদ্রপ্রসাদ রায়ের এজলাসে পেশ করা হয়। বিচারক মজিদুল ইসলাম, মৌসম রানা, জাহিদুল ইসলাম, নয়ন ইসলাম, মহম্মদ কপিল হক, রেখা বিবি, কোহিনুর বেগম এবং জিনা বেগমকে দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। ধৃতদের পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ধৃতদের সঙ্গে তিনজন শিশু ছিল। তারা সংশোধনাগারে মায়ের সঙ্গেই থাকবে। তাদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করবে জেল কর্তৃপক্ষ।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

*দল বেঁধে।। নকশালবাড়িতে মেচির পাড়ে অচিন্ত্য গুপ্তের ক্যামেরায়।*

**ছোট্ট তারা**

রিমি সাহা তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ধলডাবরি হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। নাচে পারদর্শী এই পড়ুয়ার বেশ সুনাম রয়েছে এলাকায়।

# রাস্তার দশা নিয়ে ক্ষোভ হাজরাহাটে

**গোপালপুর, ৪ ডিসেম্বর :** চলতে চলতে চোখ দিয়ে যেন জল বেরোনোর উপক্রম। সৌজন্যে হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে থেকে দইভাঙ্গি বন দপ্তরের অফিস পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তা। যা দ্রুত সারাইয়ের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। বিধানসভা ভোটের আগে রাস্তা সারাই করা না হলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি পর্যন্ত দিয়েছেন তাঁরা। এনিয়ে পঞ্চায়েত প্রধান রূপা সরকার বলেন, 'স্থানীয়দের দাবি মেনে রাস্তা সংস্কারের বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে।'

হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েত মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের অন্তর্গত। সংশ্লিষ্ট ওই রাস্তা দিয়ে দইভাঙ্গি, বালাসি, কলাগাঁও এই তিনটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। ছয় বছর আগে রাস্তাটি পাকা করা হয়েছিল। তার দুই বছরের মধ্যে রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়ে। স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি, শুধু আশ্বাস মিলেছে। এমনটাই অভিযোগ এলাকাবাসীর। হরিকান্ত বর্মন নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'খুবই কষ্ট করে আমাদের যাতায়াত করতে হয়। বাইক, সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করা যায় না। রাস্তায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। বর্ষাকালে সেই গর্তে জল জমে থাকে। শুখা মরশুমে ধুলোর দাপট সহ্য করছি আমরা। এই সমস্যা থেকে দ্রুত পরিত্রাণ চাই।' আরেক গ্রামবাসী পরেশচন্দ্র বর্মনের মন্তব্য, 'ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের কারণে দুর্ঘটনাও ঘটছে। তারপরও হুঁশ নেই প্রশাসনের।' ভোটের আগে যদি রাস্তা সারাইয়ের কোনও উদ্যোগ না নেওয়া হয় তাহলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন হরিকান্ত, পরেশের মতো অনেকেই।

সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় টোটোচালকরাও। তাঁদের বক্তব্য, রাস্তা খারাপ থাকায় যাত্রী মিলছে না। টোটোচালক ছোটন মিয়াঁ বলেন, 'এই রাস্তা দিয়ে যাত্রী নিয়ে চলাচল করা খুবই কষ্টকর। প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নিক।' মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রূপন শীলশর্মা জানান, বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তাঁর আশা, দ্রুত রাস্তা সংস্কার করা হবে।

# বাবা-মা মিলেই খুন সদ্যোজাতকে

**শুভদীপ শর্মা**

**ক্রান্তি, ৪ ডিসেম্বর :** একা মা নয়, মা-বাবা মিলেই সদ্যোজাতের গলা টিপে খুন করেছিলেন। ওই ঘটনার পর পরিকল্পনামাফিক ব্যবসার কাজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান বাবা জিয়ারুল হক। স্ত্রী রেজিনাকে তিনি বলে যান, সন্তানের দেহটি মাটিতে গর্ত করে পুঁতে দিতে। সেই কাজ করার সময়ই প্রতিবেশীদের চোখে পড়ে যান রেজিনা। মঙ্গলবার ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের খালধুরা এলাকায় এই ঘটনার পর আটক জিয়ারুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এমন তথ্য পাওয়ায় স্তম্ভিত ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশও। ঘটনার দু'দিন পর সন্তান খুনে অভিযুক্ত মা রেজিনা বেগমের খোঁজ পায়নি পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ, শুধু এবার নয়, বছর দেড়েক আগেও এই দম্পতির এক কন্যাসন্তান হয়েছিল। তাকেও পরিকল্পনামাফিক খুন করা হয়েছিল। কিন্তু সেই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসেনি। তবে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় গ্রামবাসীরা মৌখিকভাবে সেই বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছেন। কিন্তু ওই দম্পতি তাঁদের আগের কোনও সন্তানকে খুন করেছেন কি না সেই বিষয়ে নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই বলে জানিয়েছেন ক্রান্তি ফাঁড়ির ওসি কেটি লেপচা। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

জেরায় পুলিশ জানতে পেরেছে, পেশায় সবজি বিক্রেতা জিয়ারুল ও স্ত্রী রেজিনা তাঁদের তিন মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে সংসার টানতে হিমসিম খাচ্ছিলেন। এরই মধ্যে ফের এক সন্তানের জন্মের কথা জানতে পেরে মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে তাঁদের। স্বামী-স্ত্রী মিলে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাকে মেরে ফেলবেন তাঁরা। মঙ্গলবার ভোররাতেই সন্তান প্রসব করেন রেজিনা। বাড়িতে থাকা অন্য সন্তানদের নজর এড়াতে বাড়ির বারান্দায় সন্তানের জন্ম দেন তিনি। প্রসবের সময় স্বামী সাহায্য করেন। তারপর দুজনে মিলে গলা টিপে সন্তানকে মেরে ফেলেন বলে স্বীকার করেছেন জিয়ারুল। গোটা বিষয়টিতে প্রায় ভোর হয়ে যায়। পাড়াপ্রতিবেশীর কাছ থেকে বিষয়টি লুকোতে অন্যদিনের মতোই কাজে বেরিয়ে যান জিয়ারুল। স্ত্রীকে তিনি বলে যান, বাড়ির পাশেই গর্ত খুঁড়ে বাচ্চাটিকে পুঁতে দিতে। স্বামীর নির্দেশমতোই বাড়ির পাশে গর্ত করেছিলেন রেজিনা। তবে শিশুটিকে মাটি চাপা দিতে গিয়ে বিষয়টি প্রতিবেশীদের নজরে চলে আসে। গোলমাল শুরু হওয়ায় গা-ঢাকা দেন রেজিনা। নিজেদের পরিকল্পনামতোই রাতে বাড়ি ফেরেন জিয়ারুল। তখনই তাঁকে আটক করে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ। জিয়ারুল পুলিশের কাছে জানিয়েছেন, অভাবের জন্য এমন কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। তবে স্ত্রী যে পালিয়ে কোথায় গিয়েছেন তা তাঁর জানা নেই।

ক্রান্তি ফাঁড়ির আধিকারিক জানান, পলাতক রেজিনার খোঁজ চলছে। পাশাপাশি এই দম্পতি আগে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিন ধৃত জিয়ারুলকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

**মর্মান্তিক**

**জিয়ারুল ও স্ত্রী রেজিনা তাঁদের তিন মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে সংসার টানতে হিমসিম খাচ্ছিলেন**

**ফের এক সন্তানের জন্মের কথা জানতে পেরে মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে তাঁদের**

**স্বামী-স্ত্রী মিলে আগেই সিদ্ধান্ত নেন সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাকে মেরে ফেলবেন**

*চুরি যাওয়া বাইক বাজেয়াপ্ত। বক্সিরহাট থানায়।*

# আন্তঃরাজ্য বাইক পাচারচক্রের হদিস

**বক্সিরহাট, ৪ ডিসেম্বর :** পরপর বাইক চুরির ঘটনায় গত কয়েক মাস ধরে আতঙ্কে ছিলেন তুফানগঞ্জবাসী। বাজার, বাড়ির সামনে যেখানেই বাইক রাখা হোক না কেন, মালিকরা থাকতেন উদ্বেগে। থানায় অভিযোগ জানানো হলেও দীর্ঘদিন কোনও সুরাহা না মেলায় ক্ষোভ ছড়িয়েছিল বাসিন্দাদের মধ্যে। তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার আন্তঃরাজ্য বাইক পাচার চক্রের হদিস পেল বক্সিরহাট থানার পুলিশ। অসম থেকে চুরি যাওয়া আটটি বাইক উদ্ধারের পাশাপাশি ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

১ ডিসেম্বর প্রথম সাফল্য আসে। সেদিন বক্সিরহাট বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে অসমের ধুবড়ি জেলার বাসিন্দা গণেশ দাসকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই সামনে আসে আন্তঃরাজ্য পাচারচক্রের খবর। এরপর আরও দুই ব্যক্তি—খোফিজুল হক ও ইমাদুল শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনজনই ধুবড়ির বাসিন্দা।

বৃহস্পতিবার বক্সিরহাট থানায় সাংবাদিক বৈঠকে তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) কান্নেধারা মনোজ কুমার বিস্তারিত তুলে ধরেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সার্কেল ইনস্পেকটর সঞ্জয়কুমার দাস এবং বক্সিরহাট থানার ওসি নকুল রায়। এসডিপিও জানান, গণেশ বাইক চুরি করে তা খোফিজুল হক ও ইমাদুল শেখের কাছে বিক্রি করেছিলেন। ধৃতদের জেরা করে অসমের কাইমমাটি এলাকায় পাচারের উদ্দেশ্যে মজুদ রাখা মোট ৮টি চোরাই বাইক উদ্ধার করা হয়েছে। মালিকদের চিহ্নিত করে বাইকগুলি ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ চলছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, এই চক্রটি দীর্ঘদিন ধরেই তুফানগঞ্জ ও বক্সিরহাট এলাকায় সক্রিয় ছিল। বাইক চুরি করে তা সীমান্ত লাগোয়া অসমের বিভিন্ন গ্রামে পাচার করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। পুলিশের দাবি, চক্রটির সঙ্গে যুক্ত আরও কয়েকজনের সন্ধান মিলতে পারে। আরও চোরাই বাইক উদ্ধারের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ।

# থমকে আইটিআই নির্মাণের কাজ

**মনোজ বর্মন**

**শীতলকুচি, ৪ ডিসেম্বর :** আইটিআই নির্মাণের জন্য ২০১৮ সালে শীতলকুচি ব্লক প্রশাসন ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্বেশ্বর জয়দুয়ার গ্রামের একটি জমি শিক্ষা দপ্তরকে হস্তান্তরিত করেছিল। ২০১৮ সালেই আইটিআই নির্মাণের কাজও শুরু হয়। এই কাজের বরাত পেয়েছিল কলকাতার একটি ঠিকাদারি সংস্থা। ঠিকাদারি সংস্থার তরফে নির্মাণকর্মীদের থাকার জন্য অস্থায়ী ঘরও নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু কোনও এক অজানা কারণে ছ'মাস পরে আইটিআই নির্মাণের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ওই ঠিকাদারি সংস্থাও পাততাড়ি গোটায়।

কী কারণে কাজ বন্ধ হল এখনও জানেন না স্থানীয়রা। ব্লক প্রশাসনের কাছেও এই বিষয়ে স্পষ্ট কোনও তথ্য নেই।

প্রশ্ন করায় শীতলকুচির বিডিও অনিন্দিতা ব্রহ্ম সিনহা বলেন, 'আমি খুব সম্প্রতি এই ব্লকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি। এই বিষয়টি আমার জানা নেই।'

একই সুরে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা এবং শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদন বর্মন বলেন, 'এ বিষয়ে আমার কাছে সে রকম কোনও তথ্য নেই। খোঁজ নিয়ে দেখে এই বিষয়টি রাজ্য সরকারের নজরে আনার চেষ্টা করব।'

আইটিআই নির্মাণের জন্য ২০১৮ সালে ব্লক প্রশাসনের তরফে ১৮ বিঘা জমি শিক্ষা দপ্তরকে হস্তান্তরিত করা হয়। নির্মাণকাজ শুরু হওয়ায় স্থানীয়রা খুশি হয়েছিলেন। তাঁদের আশা ছিল এর ফলে স্থানীয় তরুণ-তরুণীরা পড়াশোনার সুযোগ পাবেন। পড়া শেষ হলে মিলবে কাজের সুযোগ। আইটিআই নির্মাণের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা হতাশ।

ক্ষোভ প্রকাশ করে স্থানীয় বাসিন্দা সজল বর্মন বলেন, 'শুরু হওয়ার কয়েক মাস পরেই আইটিআই নির্মাণের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ঠিকাদারি সংস্থাও পাততাড়ি গোটায়। আমরা জানি না কেন কাজ বন্ধ হল।' তিনি যোগ করেন, 'প্রশাসনের কাছে আমাদের আবেদন এলাকার উন্নয়নের জন্য ফের আইটিআই নির্মাণের কাজ শুরু করা হোক।'

প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক হিতেন বর্মন বলেন, 'বিধায়ক হিসেবে আমার কার্যকালে আন্দোলন করে আইটিআই-এর জন্য অর্থবরাদ্দ করিয়েছিলাম। কিন্তু কীভাবে টেন্ডার করা হয়েছে, কেন কাজ বন্ধ হয়েছে তা আমার জানা নেই।'

এই ইস্যুতে শাসকদলকে বিঁধতে পদ্ম শিবির কসুর করেনি। শীতলকুচির বিজেপি বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মন বলেন, 'ভোট এলেই এই সরকার উন্নয়নের অনেক কাজ শুরু করে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ফলাও করে তার প্রচার করা হয়। কিন্তু ভোট মিটলেই সব কাজ থেমে যায়।'

তিনি যোগ করেন, 'এই সরকার উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন চায় না। আমি এই বিষয়টি বিধানসভার আলোচনায় তুলে ধরব।'

*সর্বেশ্বর জয়দুয়ার গ্রামে আইটিআই-এর জন্য প্রস্তাবিত মাঠ।*

# সাজা ঘোষণা

**কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর :** বধূহত্যার ঘটনায় শ্বশুর-শাশুড়ির ১০ বছরের সশ্রম কারাবাসের সাজা ঘোষণা করল কোচবিহার আদালত। সঙ্গে মাথাপিছু ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অনাদায়ে আরও ছ'মাসের হাজতবাসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক (ফাস্ট ট্র্যাক) রুদ্রপ্রসাদ রায়ের এজলাসে মামলা উঠলে তিনি সাজা ঘোষণা করেন। কোচবিহার-২ ব্লকের ঢাংটিংগুড়ির বাসিন্দা রেজিনা পারভিনকে ২০১৫ সালের ২৬ অক্টোবর তাঁর শ্বশুর ও শাশুড়ি মিলে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেন। ৫ নভেম্বর এমজেএন মেডিকেলে তিনি মারা যান। পুণ্ডিবাড়ি থানায় এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ করা হলে অভিযুক্ত জমিরুদ্দিন মিয়াঁ ও ছালেয়া বিবিকে গ্রেপ্তার করা হয়। সরকারি আইনজীবী দিলীপ দাস বলেছেন, 'পণের দাবিতে বধূর ওপর নির্যাতন চালানো হত।'

# ধৃত ২

**সিতাই, ৪ ডিসেম্বর :** অভিযান চালিয়ে চুরি যাওয়া বৈদ্যুতিক এবি কেবল উদ্ধার করেছে সিতাই থানার পুলিশ। চুরির সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে পুলিশ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে। বৃহস্পতিবার ধৃতদের দিনহাটা মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক দুইদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

সিতাই ব্লক বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেশন ম্যানেজার ভাস্করজ্যোতি দাস বলেন, এই বছর এখনও পর্যন্ত আটবার বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে কেবল চুরি গিয়েছে। রাতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে খুঁটির তার কেটে নিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দপ্তরের তরফ থেকে সিতাই থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।

থানা সূত্রে খবর, বুধবার সিতাইয়ের আদাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের শিলদুয়ার গ্রামে মুস্তাফিজর রহমানের বাড়িতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪০০ মিটার এবি কেবল উদ্ধার করে। ঘটনাস্থল থেকে ফিরোজশাহা রব্বানি এবং এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে মূল অভিযুক্ত বলে মনে করা মুস্তাফিজর রহমান বাড়িতে না থাকায় তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। অভিযানের সময় কিছু মহিলা উত্তেজনা সৃষ্টি হলেও পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সিতাই থানার আইসি দীপাঞ্জন দাস বলেন, ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত চলছে। এই ঘটনায় যুক্ত সকলকে আইনের আওতায় আনা হবে।

# রাজ আমলের গড়ে চা বাগান করার প্রস্তাব

**প্রসেনজিৎ সাহা**

**সিতাই, ৪ ডিসেম্বর :** দিনহাটা, সিতাই পাট ও তামাক চাষের জন্য বিশেষ পরিচিত। তবে কৃষিজ ফসলের মানচিত্রে দিনহাটার নবীনতম সংযোজন চা। বর্তমানে ক্ষুদ্র পরিসরে চা বাগান গড়ে তোলায় দিনহাটার চাষিরা দিশা দেখাচ্ছে। এবার সেই উদ্যোগকে আরও একধাপ এগিয়ে দিলেন সিতাই বিধানসভার বিধায়ক সংগীতা রায়। গত ১ ডিসেম্বর কোচবিহারে শিল্প সম্মেলনে তিনি সিতাইয়ের প্রাচীন গড়গুলিতে চা বাগান ও কোচবিহারে আরও কারখানা গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন। এতেই খুশি দিনহাটার ক্ষুদ্র চা চাষিরা।

সংগীতা বলেন, 'কোচবিহারের শিল্প সম্মেলনে আমার বিধানসভার প্রাচীন গড়গুলিতে চা বাগান তৈরির প্রস্তাব দিয়েছি। এর ফলে অনেক তরুণের কর্মসংস্থান হবে। চা বাগানকে কেন্দ্র করে সীমান্তবর্তী সিতাই বিধানসভা পর্যটনেও দিশা পাবে। এছাড়া চা কারখানা খোলার জন্য জেলা প্রশাসন ও উদ্যোগপতিদের জানিয়েছি। কারণ, চা বাগান তৈরিতে উৎসাহ দিতে হলে চা কারখানা আগে প্রয়োজন।'

*দিনহাটার চা বাগানে চলছে পাতা তোলার কাজ।*

> কোচবিহারের শিল্প সম্মেলনে প্রাচীন গড়গুলিতে চা বাগান তৈরির প্রস্তাব দিয়েছি। এর ফলে অনেক তরুণের কর্মসংস্থান হবে। চা বাগানকে কেন্দ্র করে সীমান্তবর্তী সিতাই বিধানসভা পর্যটনেও দিশা পাবে। এছাড়া চা কারখানা খোলার জন্য জেলা প্রশাসন ও উদ্যোগপতিদের জানিয়েছি।
>
> **সংগীতা রায়**
> বিধায়ক

কোচবিহারের মেখলিগঞ্জে ক্ষুদ্র চা চাষের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে ফলপ্রসূ হয়েছে। দিনহাটায় ক্ষুদ্র পরিসরে চা চাষে কৃষকরা সাফল্য পেয়েছে। দিনহাটা-১ ব্লকের ব্রহ্মোত্তর চাউলেরকুঠি, সিতাই বিধানসভার চামটা, সিতাই-২ ও শীতলকুচির লালবাজারের মতো গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ক্ষুদ্র পরিসরে চা বাগান গড়ে তোলা হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ১০০ বিঘা জমিতে চা চাষ হচ্ছে। ধীরে ধীরে তামাকচাষিরা তাঁদের খেতে চা চাষে উদ্যোগী হয়েছেন। এখন তাঁরা সরকারি উদ্যোগ চাইছেন।

এমনই একজন উদ্যোক্তা দিনহাটা শহরের পার্থপ্রতিম সরকার। একসময় তিনি টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া ও টি বোর্ড প্রযুক্তির সহযোগিতায় ৩০ বিঘা জমিতে চা বাগান তৈরি করেন। বর্তমানে পার্থপ্রতিমের উৎসাহে ওই অঞ্চলে তিন-চারজন চাষি চা বাগান তৈরি করেছেন। পার্থর কথায়, 'চা চাষ নিঃসন্দেহে লাভজনক। একবার চা গাছ লাগালে ৬০-৭০ বছর নিশ্চিত ফলন দেবে। তবে দিনহাটায় কিছুটা প্রতিবন্ধকতা থাকায় চাষিরা ততটা লাভের মুখ দেখতে পারছেন না। এর মধ্যে অন্যতম একটি সমস্যা হল দিনহাটায় চা কারখানা নেই। ফলে মেখলিগঞ্জ, আলিপুরদুয়ারের চা কারখানার ওপর ভরসা করতে হচ্ছে। চা পাতা কারখানায় নিয়ে যেতে সমস্যা হচ্ছে। এতদূর চা পাতা বয়ে নিয়ে যাওয়ায় পাতার গুণগত মান খারাপ হচ্ছে। সেক্ষেত্রে বিধায়ক চা কারখানার যে প্রস্তাব রেখেছেন তা প্রশংসনীয়। কার্যকরী হলে অনেক ক্ষুদ্র চা চাষি চাষের পরিধি বাড়াবেন।'

কুয়াশামোড়া শৈশব।। *মাথাভাঙ্গার ছাট খাটেরবাড়িতে বৃহস্পতিবার বিশ্বজিৎ সাহার তোলা ছবি।*

### যথেচ্ছ নির্মাণ ও বৃক্ষচ্ছেদনে ভূমিকম্পের বিপদ, শঙ্কা বিশেষজ্ঞদের

# সর্বোচ্চ ঝুঁকি ডুয়ার্স-পাহাড়ে

**রাহুল মজুমদার**

**শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর :** প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর উত্তরবঙ্গ। যেন ঢেলে সাজানো হয়েছে ডুয়ার্স, পাহাড়কে। সেই জনপদের শিয়রে এবার নতুন শঙ্কা।

ভারতীয় মান নির্ণায়ক সূচক (বিআইএস)-এর সাম্প্রতিক ঘোষিত 'সিসমিক জোন' (ভূমিকম্পপ্রবণ)-এর ম্যাপে 'সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ' (জোন ৬) হিসেবে চিহ্নিত হল তরাই, ডুয়ার্স, দার্জিলিং ও কালিম্পংকে। একই তালিকায় নাম লিখিয়েছে সিকিমও। এই জায়গাগুলো আগে সিসমিক জোনের ম্যাপে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে ছিল। নয়া ম্যাপ প্রকাশ হতেই উদ্বেগের সুর শোনা যাচ্ছে পরিবেশবিদ, ভূবিজ্ঞানীদের গলায়। বিষয়টিকে রেড অ্যালার্ট হিসেবেই দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। ম্যাপের যে জোনে ওই এলাকা অন্তর্ভুক্ত, রিখটার স্কেলে আট থেকে নয় মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে।

ভূবিজ্ঞানীদের মতে, এখন থেকেই সতর্ক হতে হবে প্রশাসনকে। নির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক পদক্ষেপ না করলে ভবিষ্যতে ভূমিকম্প হলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই বেশি হতে পারে। অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে এ রাজ্যের কালিম্পং ও পড়শি সিকিমের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো। পাহাড়ে উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে আরও সাবধানী হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। বলছেন, নির্মাণের জন্য আরও কঠোরভাবে গাইডলাইন তৈরি করে দেওয়া উচিত এখনই।

পদ্মশ্রীপ্রাপক পরিবেশবিদ শিলিগুড়ির একলব্য শর্মার বক্তব্য, 'আমি বিআইএসের রিপোর্টটি দেখেছি। অবিলম্বে স্থানীয় প্রশাসনকে নিয়ে গাইডলাইন তৈরি করে দেওয়া প্রয়োজন। পাহাড় ও তরাইয়ে চারতলার বেশি উঁচু ভবন নির্মাণ করা যাবে না। উন্নয়নমূলক কাজ যেন নিয়ম মেনে প্রযুক্তির সাহায্যে হয়। আমাদের পাহাড়ে এখনও প্রচুর গাছ রয়েছে, কিছুটা হলেও সেটা ভূমিধস রোধে সহযোগিতা করবে। তবে, বৃক্ষচ্ছেদন রুখতে হবে অবিলম্বে।'

ছয়টি ক্যাটিগোরিতে ভাগ করে ২৪ নভেম্বর বিআইএস সিকিম, দার্জিলিং, কালিম্পং, তরাই ও ডুয়ার্সকে 'সিসমিক জোন ৬' হিসেবে ঘোষণা করে। নতুন রিপোর্ট অনুযায়ী, সেটা বদলে হয়েছে সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ। যে ছয়টি মানদণ্ডের ওপর নির্ভর করে তালিকাটি তৈরি হয়েছে, তারমধ্যে অন্যতম পাহাড়ে মাথা তোলা উঁচু বিল্ডিং, পাহাড় কেটে একের পর এক নির্মাণ, ঝোরা ও পাহাড়ি নদীর গতিপথ পরিবর্তন। পরিবেশবিদরা মনে করছেন, সিকিম-রংপো রেলপ্রকল্প যদি ভূমিকম্পরোধক প্রযুক্তি মেনে তৈরি না হয়ে থাকে, তবে সেটিও বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওলজির অধ্যাপক কৌশিক সাহা বলছিলেন, 'আগের তুলনায় ভূমিকম্পের সম্ভাবনা কিন্তু বেড়ে গেল। শিলিগুড়িতে ব্যাংয়ের ছাতার মতো বহুতল তৈরি হচ্ছে মূল রাস্তা থেকে অলিগলি, মর্জিমতো কাজ চলছে। জলাভূমির ওপর বিল্ডিং হচ্ছে। অথচ বহু জায়গার মাটি কিন্তু খুব বেশি শক্তিশালী নয়। পাহাড়ের ঢালে বাড়িঘর, হোমস্টে, রেস্তোরাঁ তৈরির আগে ভাবতে হবে। ধস নামার সম্ভাবনা কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষত বর্ষাকালে এখানে ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক বেশি।'

পাহাড় মূলত ডালিং ও দামুদা সিরিজের হয়। ডালিং অর্থাৎ নবীন, ভঙ্গুর ও ক্ষয়িষ্ণু পাথর দিয়ে তৈরি পাহাড়। এগুলো প্রতিনিয়ত নিজের উচ্চতা পরিবর্তন করছে। হিমালয় পাহাড় এর অধীনেই পড়ছে, যা ইন্ডিয়ান টেকটনিক প্লেটের ওপর দাঁড়িয়ে। এই প্লেট প্রতিবছর ইউরেশিয়ান প্লেটকে ধাক্কা মারছে। ফলে ইউরেশিয়ান পাঁচ সেন্টিমিটার করে পিছিয়ে ও ইন্ডিয়ান উত্তরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দুটো প্লেটের ঘর্ষণে মাটির নীচে প্রচুর পরিমাণে শক্তি সঞ্চয় হয়ে ছোট ছোট আকারে ভূমিকম্প হচ্ছে।

সিসমিক গ্যাপ তৈরি হয়েছে হিমালয় পর্বতমালায়। ওই সঞ্চিত শক্তি যে কোনও সময় সিসমিক গ্যাপ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। যার ফলে রিখটার স্কেলে আট থেকে নয় মাত্রায় ভূমিকম্প হতে পারে বলে আশঙ্কা বিজ্ঞানীদের। মূলত, এই কারণেই সংশ্লিষ্ট এলাকাকে 'সিসমিক জোন ৬'-এ নথিভুক্ত করা হল।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক রঞ্জন রায়ের কথায়, 'আতঙ্কিত না হয়ে আমাদের এখন থেকে সতর্ক হতে হবে। সরকার, মানুষ- উভয়েরই আগাম প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন। জাপান, মালয়েশিয়ার মতো দেশও 'রিং অফ ফায়ার'-এর মধ্যে রয়েছে। যখন-তখন সেখানে ভূমিকম্প হচ্ছে। তবুও কিন্তু জীবনযাপন থমকে নেই। উন্নয়নের কাজে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করছে ওরা। এখানেও প্রযুক্তির ব্যবহার প্রয়োজন।'

## বিপদসীমার সর্বোচ্চ ধাপ

এই এলাকা বর্তমানে ভূমিকম্পে ঝুঁকির নিরিখে দেশের সর্বোচ্চ বিপজ্জনক তালিকার অন্তর্ভুক্ত। এর আগে এই অঞ্চল জোন ৫ (অত্যন্ত উচ্চ ঝুঁকি) ও জোন ৪ (উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ) ছিল। জোন ৬ -এর মানে হল সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে রিখটার স্কেলে ৮ বা তার বেশি মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

## প্লেটের তীব্র সংঘর্ষ

ভারতীয় প্লেট প্রতি বছর প্রায় ৪৭ মিলিমিটার গতিতে উত্তর দিকে ইউরেশিয়ান প্লেটের নীচে ঢুকছে। এই সংঘর্ষের চাপ ভূমিকম্পের শক্তির মূল উৎস। হিমালয়ের পাদদেশের সক্রিয় চ্যুতিরেখা, যেমন- মেইন ফ্রন্টাল থ্রাস্ট উত্তরবঙ্গের খুব কাছে অবস্থান ও শক্তি সঞ্চয় করছে।

## 'সিসমিক গ্যাপ'

'সিসমিক গ্যাপ' হল প্লেট বা ফল্ট লাইনের একটি অংশ। যেখানে দীর্ঘদিন বড় ভূমিকম্প হয়নি, সেখানে বিপুল পরিমাণ চাপ সঞ্চিত হয়। এই অঞ্চলেও 'সিসমিক গ্যাপ' রয়েছে। সঞ্চিত শক্তি যে কোনও সময় গ্যাপ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে।

## ভূমিধস ও তরলীভবন

এখানে ভূমিকম্প হলে পাহাড়ি অঞ্চলে যেমন ব্যাপক ভূমিধসের আশঙ্কা রয়েছে, তেমন সমতল বা তরাই অঞ্চলের নরম মাটিতে তীব্র কম্পনের ফলে তরলীভবন ঘটতে পারে। অর্থাৎ, মাটি তরলের মতো আচরণ করে। ফলে মজবুত কাঠামো ভেঙে পড়বে।

## নিয়মের লঙ্ঘন

পাহাড়জুড়ে অনিয়ন্ত্রিত ও অবৈজ্ঞানিকভাবে নির্মাণ, নদীমুখ ও বক্ষ আটকে দেওয়া, পাহাড় কেটে সড়ক ও টানেল তৈরি, নদীবাঁধ নির্মাণ ভূমিকম্পের প্রবণতাকে বাড়ায়।

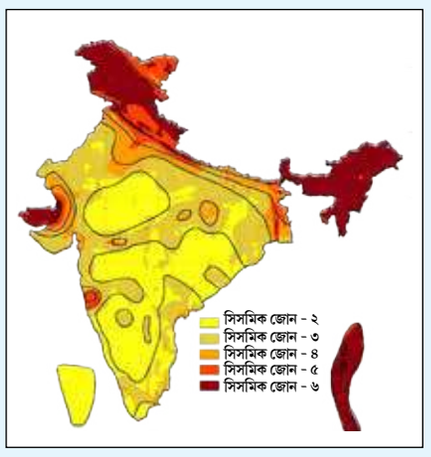


## জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বিপদ

উত্তরের শহর- বিশেষত শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও পাহাড়ের ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেকটাই বেশি। বড় মাপের ভূমিকম্প হলে উদ্ধারকার্য ও হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধির শঙ্কা।

## বিশেষজ্ঞদের মত

যে কোনও পরিস্থিতির জন্য যেন প্রস্তুত থাকে প্রশাসন। যোগাযোগের বিকল্প পথ তৈরি রাখা দরকার। নির্মাণে আরও কড়া গাইডলাইন তৈরি ও সেটা বাস্তবায়ন করতে হবে। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে সবুজায়নের ওপর জোর দেওয়া দরকার। উন্নয়নমূলক কাজে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁরা।

### জেলা শাসকের কাছে অভিযোগ

# চৌধুরীহাটের বাসিন্দার জঙ্গি-যোগ!

**অমৃতা দে**

**দিনহাটা, ৪ ডিসেম্বর :** খাতাকলমে দিনহাটা-২ ব্লকের বাসিন্দা অথচ গায়ে বাংলাদেশের একটি জঙ্গি সংগঠনের পোশাক। চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর নাগরেরবাড়ি এলাকার বাসিন্দা ওমর ফারুক ব্যাপারীকে ঘিরে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে। প্রায় ১০-১২ বছর আগে তিনি এখানে এসে বসবাস শুরু করেন। সম্প্রতি বাংলাদেশের ওই জঙ্গি সংগঠনের পোশাক পরিহিত বন্দুক হাতে ছবি এসে পৌঁছেছে বাসিন্দাদের হাতে। তারপরই গ্রামবাসীদের সন্দেহ গাঢ় হয়েছে। তাঁর প্রকৃত পরিচয় নিয়ে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন।

স্থানীয়দের দাবি, বহুদিন ধরে এই ব্যক্তি নানান অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। সাহেবগঞ্জ ও ঘুঘুমারি এলাকায় আগেও আগ্নেয়াস্ত্র সহ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ অস্ত্র পাচারচক্রের সঙ্গে এই ব্যক্তির যোগসূত্র থাকতে পারেন। এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত হয়ে বৃহস্পতিবার ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে জেলা শাসকের অফিসে অভিযোগ দায়ের করেন চৌধুরীহাট-৩ নম্বর নাগরেরবাড়ির পঞ্চায়েত সদস্য সাহেবা বিবির স্বামী দুলাল শেখ সহ গ্রামের বাসিন্দারা।

পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামী বলেন, এলাকায় সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করেছেন ওমর ফারুক। ভাইরাল হওয়া ছবিটি দেখে সন্দেহ করছি, তিনি বাংলাদেশের আনসার বাহিনীর লোক। তাই প্রশাসনের দ্বারস্থ হলাম।

গ্রামবাসীরা বলছেন, প্রায় ১০ বছর আগে পাসপোর্ট বা ভিসা ছাড়াই বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করে বসবাস শুরু করেন ওই ব্যক্তি। এরপর পিতা হিসেবে খয়বার ব্যাপারীর নাম দেখিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন বলেও অভিযোগ। গ্রামবাসীর দাবি ওমর ফারুকের দুটি বিয়ে। মাঝেমধ্যেই তাঁকে অসমে যাতায়াত করতে দেখা যায়। স্থানীয় বাসিন্দা সাইদুল রহমান এদিন বলেন, তিনি যখন গ্রামে এসেছিলেন সেই সময় কোনও বৈধ কাগজ তাঁর কাছে ছিল না। অথচ তিনি স্থায়ী বাসিন্দা!

গ্রামবাসীরা ৮ দফা দাবি জানিয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন। যেখানে দাবি করা হয়েছে ওমর ফারুক আনসার বাহিনীর একজন প্রশিক্ষিত সদস্য।

এদিকে এহেন ছবি প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিজেপির জেলা সহ সভাপতি বিরাজ বসু অভিযোগ করেন, দিনহাটায় তৃণমূলের মদতে এমন অনেক ওমর ফারুক ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে তৃণমূলই। তাঁকে বহুবার তৃণমূলের বিভিন্ন মিটিং, মিছিল এবং নেতৃত্বদের সঙ্গে একই মঞ্চে দেখা গিয়েছে।

ওমর বিতর্কে পড়তেই অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের দিনহাটা-২ ব্লক সভাপতি দীপককুমার ভট্টাচার্য বলেন, তৃণমূল বড় দল। অনেকে ছবি তুলতে বা মঞ্চে উঠতে চান। সবাই যে দলের লোক তা নয়। যদি অভিযোগ থাকে আমরা তদন্তের পক্ষেই আছি। সত্য সামনে আসুক।

এখন গ্রামবাসীদের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসন তদন্তে নামবে কি না, সে দিকেই তাকিয়ে

*ওমর ফারুক ব্যাপারীর ছবি হাতে জেলা শাসকের অফিসে গ্রামবাসী।*

**বাংলাদেশি সন্দেহে**

- ওমর ফারুক ব্যাপারী এক দশক আগে চৌধুরীহাটে এসে বসবাস শুরু করেন
- সম্প্রতি বন্দুক হাতে ছবি ভাইরাল হয়েছে
- আগেও অস্ত্র সহ গ্রেপ্তার হয়েছেন এই ব্যাক্তি
- বাংলাদেশি সন্দেহে প্রশাসনে অভিযোগ

# চ্যাংরাবান্ধায় ধুন্ধুমার

### চেয়ারম্যান বদল ঘিরে ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কোন্দল

**চ্যাংরাবান্ধা, ৪ ডিসেম্বর :** নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান বদল ঘিরে ধুন্ধুমার চ্যাংরাবান্ধায়। তাদের নেতৃত্বে নির্বাচনের দিনক্ষণও ঘোষণা হয়ে যায়। চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে বৃহস্পতিবার এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দু'পক্ষের মধ্য দফায় দফায় ঝামেলা বাধে। এতেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করলেও দিনভর পরিবেশ ছিল থমথমে।

বুধবার সন্ধ্যায় নির্বাচন কমিটির সদস্যরা বৈঠক করে কমিটির চেয়ারম্যানের পদ থেকে অমরজিৎ রায়কে অপসারণ করে নতুনভাবে দুজনকে যুগ্ম চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। মজিদ ইসলাম এবং চিত্তগোপাল মণ্ডল এই দায়িত্ব পান। সদস্যরা সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছিলেন, অমরজিৎ রায় চেয়ারম্যান হিসেবে ভোট করাতে ব্যর্থ হয়েছেন। একনায়কতান্ত্রিকভাবে

*উত্তেজনা সামলাতে পুলিশ।*

কমিটি চালিয়েছেন। নতুন যুগ্ম চেয়ারম্যানদের নেতৃত্বে ১২ ডিসেম্বর নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়। এই খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয়ে অমরজিৎ রায় দলবল নিয়ে চলে আসেন। পালটা চিত্তগোপাল মণ্ডল-মজিদ ইসলামের গোষ্ঠীও হাজির হয়ে যায়। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় শুরু হয়। যা ক্রমে হাতাহাতিতে পৌঁছে যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেখলিগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। দুই গোষ্ঠীকে থামিয়ে গোলমাল নিয়ন্ত্রণ করে।

> আমাদের ফোর্স এলাকায় আছে। সবদিক শান্তিপূর্ণ রাখতে টহলদারি চলছে। এখনও কারও নামে অভিযোগ দায়ের হয়নি। অভিযোগ দায়ের হলে পদক্ষেপ করা হবে।
>
> **আশিস পি সুব্বা**
> *মেখলিগঞ্জের এসডিপিও*

নির্বাচনে প্রার্থী কালা ঘোষ ওরফে বিকাশ ঘোষের মন্তব্য, 'আমরা জানি ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান অমরজিৎ রায়। কে বা কারা বৈঠক করে নির্বাচনের চেয়ারম্যান ও বিভিন্ন পদ বণ্টন করে নেবে, এসব মানব না। এসব চলতেও দেব না।'

অমরজিৎ রায় বলেন, 'আমিই নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান পদে আছি। যাঁরা নির্বাচন কমিটির অন্য চেয়ারম্যান ঘোষণা করেছেন তাঁরা অবৈধ কাজ করছেন। আমি থানায় জানিয়েছি।'

এদিকে নতুন যুগ্ম চেয়ারম্যান মজিদ ইসলামের বক্তব্য, এতদিন নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান হয়ে ভোট করাতে পারেননি অমরজিৎ রায়। তাই তাঁকে সরানো হয়েছে। এদিন অফিসে এসে হিসেব চেয়ে ও নিজে পদ আঁকড়ে থাকতে চেয়ে আমাদের মধ্যে কোন্দল তৈরি করে গোলমাল বাধাতে চান তিনি। এটা হবে না। বিষয়টি নিয়ে মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বলেন, আমাদের ফোর্স এলাকায় আছে। সবদিক শান্তিপূর্ণ রাখতে টহলদারি চলছে। এখনও কারও নামে অভিযোগ দায়ের হয়নি। অভিযোগ দায়ের হলে পদক্ষেপ করা হবে।

এদিকে পুলিশি প্রহরা ঘিরে এলাকার পরিস্থিতি যথেষ্ট থমথমে। বিভিন্ন মহলে চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছে।

## প্রস্তুতি সভা

**মাথাভাঙ্গা, ৪ ডিসেম্বর :** ৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার কোচবিহারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা সফল করতে সোমবার পঞ্চানন মোড়ে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতি শংকর রায় বিশ্বাস, যুব নেতা কামাখ্যা বর্মন। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, হাজরাহাট-১, হাজরাহাট-২ ও পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে প্রায় দু'হাজার সমর্থক জনসভায় যোগ দেবেন। সভা সফল করতে হাটে-বাজারে, বুথে বুথে মিছিল, পথসভা ও প্রচার চালানো হবে।

## কাজ শুরু

**চৌধুরীহাট, ৪ ডিসেম্বর :** বামনহাটের কাশিয়াবাড়ি এলাকায় 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচির আওতায় সিসি রোড নির্মাণ শুরু হল। বৃহস্পতিবার দিনহাটা-২ বিডিও নীতীশ তামাং ১৫০ মিটার সিসি রোডের কাজের সূচনা করেন। রাস্তা তৈরি করতে ১ কোটি ৬৯ লক্ষ ১৩ হাজার ৪৩৮ টাকা খরচ হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিন বিডিও ছাড়াও ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান নমিতা বর্মন।

# গ্রামবাসীর টাকায় আলোর ব্যবস্থা

**আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর :** রাত নামলেই অন্ধকার গ্রাস করত বঞ্চুকামারি অরবিন্দনগর প্রেসপাড়াকে। রাস্তাজুড়ে নেশাখোরদের উপদ্রব ও নিরাপত্তাহীনতায় আতঙ্কে দিন কাটাতেন বাসিন্দারা। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে সংলগ্ন পুরসভায় বহুবার আবেদন ও নালিশেও পথবাতির ব্যবস্থা করা হয়নি। বছরের পর বছর এই অবস্থাতেই কাটিয়েছেন সেখানকার মানুষ। অবশেষে সরকারি সহায়তার অপেক্ষা না করে নিজেদের টাকাতেই আলোর ব্যবস্থা করলেন স্থানীয়রা। বৃহস্পতিবার এলাকাজুড়ে ৮টি স্ট্রিট লাইটের উদ্বোধন করা হয়। দুর্গাপুজোর ফান্ড থেকে অর্থ সঞ্চয় করে ও এলাকার মন্দিরের বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে আলো চালু

**ঘুচল আঁধার**

করা হয়েছে। মাসিক বিদ্যুৎ বিলও গ্রামবাসীরাই দেবেন। স্থানীয় বাসিন্দা রূপা ধর বলেন, 'অন্ধকারে অপরাধ বাড়ছিল। তাই নিজেদের উদ্যোগেই আলোর ব্যবস্থা করতে হল। এই আলো এখন আমাদের সুরক্ষার ভরসা।'

## বৌদির শ্লীলতাহানি, প্রাণহানির চেষ্টা

**ময়নাগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর :** দেওরের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি ও শ্বাসরোধ করে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টার অভিযোগ তুলেছেন এক মহিলা। প্রতিবাদ করতে গেলে ওই বধূর স্বামীকেও বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁকে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ির বাগজান এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। বিষয়টি নিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই বধূ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে অভিযুক্ত তরুণ।

## গচিবুনা ভাওয়াইয়া

**জামালদহ, ৪ ডিসেম্বর :** ভাওয়াইয়া গান এবং রাজবংশী ঐতিহ্যের ধারক হিসাবে বিগত কয়েক বছর ধরে জামালদহে অনুষ্ঠিত হচ্ছে গচিবুনা ভাওয়াইয়া উৎসব। বৃহস্পতিবার জামালদহ জুনিয়ার বেসিক স্কুল ময়দানে ১০০ জনের কমিটি গঠন করে উৎসবের দিনক্ষণ ঠিক করা হয়। নবনিযুক্ত সভাপতি কমল রায় জানান, অষ্টম বর্ষের গচিবুনা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৩ এবং ৪ জানুয়ারি।

## রজত জয়ন্তী

**দিনহাটা, ৪ ডিসেম্বর :** ভেটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্রহ্মাণীরচৌকি দুই নম্বর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন হল। বৃহস্পতিবার সিতাই বিধানসভার বিধায়ক সংগীতা রায় অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ ও শিক্ষকদের উপস্থিতিতে জমে ওঠে অনুষ্ঠান।

# জলঢাকার চরে এখন আলু চাষ

### প্লাবনে বদলেছে জমির ধরন

**শ্রীবাস মণ্ডল**

**ফুলবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর :** তরমুজ চাষের 'আদর্শ জায়গা' হিসেবে বরাবরই পরিচিত জলঢাকা নদীর চর। অথচ, সেই চরে এখন পোখরাজ আলু চাষ করছেন মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তপসিতলার কৃষকরা। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে তরমুজ ফলিয়ে লাভের মুখ দেখেছেন, সংসার প্রতিপালন করেছেন, চরের জমির 'ধরন' বদলে যাওয়ায় তাঁদেরও তরমুজ থেকে আলু চাষে শিফট হতে হয়েছে।

কৃষকরা জানান, এই বছর বর্ষায় নদী প্রায় দুই কিমি দক্ষিণে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের গিলাডাঙ্গার দিকে বাঁক নিয়েছে। তাই এবছর জলঢাকা নদীর মূল প্রবাহ গিলাডাঙ্গা এলাকা দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছে। আবার ৫ অক্টোবরের বন্যা পরিস্থিতির ফলে বালি ও পলি জমায় তপসিতলা সংলগ্ন জলঢাকা নদীর চর এখন অনেকটাই উঁচু। তাই এবছর পুরোপুরি তরমুজ চাষ বন্ধ। চরের বিস্তীর্ণ অংশে শুধুই পোখরাজ আলুর চাষ। সেটাই যেন শাপে বর হয়েছে, বলছেন কৃষকরা।

প্রতিবছর তপসিতলার অনেক কৃষক জলঢাকার চরে তরমুজ চাষ করতেন। তাঁদের অনেকে এবছর পোখরাজ আলু চাষে নেমে পড়েছেন। জলঢাকার পুরোনো চরের পাশাপাশি নতুন চরেও আলু চাষ চলছে। চরে এমন কিছু জায়গা রয়েছে, যেখানে গত বছরও তরমুজের ভালো চাষ হয়েছিল। তপসিতলার শুকদেব পোদ্দারের মন্তব্য, একটা সময় তপসিতলা এলাকা তরমুজ চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। নদীর চরে শয়ে-শয়ে বিঘা জমিতে তরমুজের চাষ হত। আমরাও সেই সময় তরমুজ চাষ করেছি। এবছর আপাতত পোখরাজ আলু চাষ নিয়ে ব্যস্ত। এলাকায় নদীর গতি অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এবছর ৫ অক্টোবরের প্লাবনে বালি জমে এলাকার চর অনেক উঁচু হয়ে গিয়েছে। সেই কারণেই নদীর চর তরমুজ চাষের উপযুক্ত নয়। অপর কৃষক মধুসূদন সরকারও এই ব্যাপারে একমত।

দীনবন্ধু মজুমদার নামে এক কৃষকের মন্তব্য, এবছর জলঢাকা নদীর মূল প্রবাহ গিলাডাঙ্গা এলাকা দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ওই এলাকার নতুন চরে কিছু জায়গায় তরমুজ চাষ করা যাবে। এর জন্য অনেকে জমি চিহ্নিত করে রেখেছেন। কৃষকরা বলছেন, নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে বর্ষায় হালকা পলি জমে বালির চর আবাদি কৃষিজমিতে পরিণত হয়েছে। চরের বিস্তীর্ণ এলাকা এখন দুই ফসলি জমির রূপ নিয়েছে। তাই জলঢাকা নদী এলাকার চাষিদের কাছে যেন লক্ষ্মী।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়িনী হলেন
কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 40E 57701 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "এই পুরস্কারের টাকা পাওয়ার ফলে আমি আর্থিক নিরাপত্তার একটি শক্তিশালী ভিত্তি পেয়েছি। আমি কখনও কল্পনা করিনি যে ভাগ্য এত অসাধারণভাবে আমার প্রতি অনুগ্রহ করবে। এই ব্যতিক্রমী সুযোগ দেওয়ার জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।"

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা সাবিত্রী ছেত্রি - কে 06.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজ্ঞাপীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৯৬ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

## ছাব্বিশের কথা

২০২৬-এর মার্চ-এপ্রিলে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন ধরে নিয়ে পুরোদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল জমানার সাড়ে ১৪ বছরের কাজের 'রিপোর্ট কার্ড' পেশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, বছরের পর বছর কেন্দ্রীয় বঞ্চনা সত্ত্বেও কৃষি, শিল্প, পরিকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান- সবেতেই দারুণ রকমের উন্নতি হয়েছে রাজ্যের।

নির্বাচন এলেই মমতার অন্য রূপ। কার্যত একাই দলকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন তিনি। ২০১১-য় বাংলায় ক্ষমতায় আসার পর একমাত্র '১৯-এর লোকসভা ভোটে তৃণমূল কিছুটা চাপে পড়েছিল। বিজেপি অবশ্য '২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে মুখ থুবড়ে পড়ে। বঙ্গ বিজেপিকে ২০০ আসন জয়ের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন শা। শেষে ৭৭টি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় শুভেন্দু অধিকারীদের। সেই ৭৭-ও কমতে কমতে ৬৫-তে ঠেকেছে। '২৪-এর লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল পায় ২৯ আসন, আর বিজেপি ১২।

এখন প্রশ্ন, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে কী হবে? পনেরো বছরের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া নিশ্চয়ই বড় ফ্যাক্টর। তাছাড়া পরপর নারী নির্যাতনের ঘটনা। সেই পার্ক স্ট্রিট থেকে শুরু করে কামদুনি, কালিয়াগঞ্জ, হাঁসখালি, আরজি কর, কসবা, দুর্গাপুর... তালিকাটি দীর্ঘ। ঘটেছে বগটুইয়ের মতো গণহত্যাও।

আইনশৃঙ্খলার এই হালের পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে চরম দুর্নীতি। দুর্নীতি মামলায় দীর্ঘদিন জেলবন্দি থেকেছেন দুজন মন্ত্রী, কয়েকজন বিধায়ক-নেতা। রাজ্যে নতুন কোনও শিল্প, কলকারখানা, কর্মসংস্থান নেই। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, দু'কোটি মানুষকে তাঁর সরকার চাকরি দিয়েছে। উন্নয়ন-রথ নাকি ছুটছে দ্রুত। যেমন, দারিদ্র্যসীমা থেকে বের করা গিয়েছে ১ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষকে, ছয়-ছয়টি অর্থনৈতিক করিডর নির্মাণ চলছে, রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গড় উৎপাদন ৪.৪১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, দেউচা-পাঁচামিতে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লাখনিতে ১ লক্ষ কর্মসংস্থানের আশা তৈরি হয়েছে, বাংলার সিলিকন ভ্যালিতে রয়েছে ২৮০০ তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা, অশোকনগর ওএনজিসি জোন ও কর্মদিগন্তে ৩৫০০০ কোটি লগ্নি।

মুখ্যমন্ত্রীর এইসব দাবির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কিন্তু একটা বিষয় খুব পরিষ্কার, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, বেকার ভাতা, ইমাম ভাতা, পুরোহিত ভাতা প্রভৃতি সামাজিক প্রকল্পের দৌলতে শহর থেকে গ্রাম, সর্বত্র তৃণমূলের আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা। এইসব প্রকল্পে দুর্নীতি যে নেই, তা নয়। উপযুক্ত নজরদারির অভাবে সরকারি অর্থ নানাভাবে নয়ছয় হচ্ছে। কিন্তু গরিব মানুষ মাসে মাসে সামান্য টাকা হাতে পেয়েও খুব খুশি হন।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ২ কোটি ২১ লক্ষ উপভোক্তাকে মোট ৭৪ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে আছে প্রতি বছর রাজ্যের হাজার হাজার ক্লাবকে পুজো অনুদান। '২৪ সালে ৪৫০০০-এরও বেশি পুজো কমিটিকে দেওয়া হয়েছে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করে। এনিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। অভিযোগ, রাজ্যে কারখানা নেই, শিল্প নেই, আর জনগণের করের টাকা উলটোপালটাভাবে নয়ছয় করা হচ্ছে।

কিন্তু বিভিন্ন নির্বাচনে দেখা গিয়েছে, এইসব সামাজিক প্রকল্পের সুফল ভোগ করছে রাজ্যের শাসকদল। পরিশেষে বলতেই হয় এসআইআর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা। জাতীয় স্তরের নেতাদের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম এসআইআর নিয়ে মুখ খোলেন। কমিশনকে দু'বার চিঠি পাঠানো, কমিশনে প্রতিনিধিদল পাঠানো, এসআইআর-এর জন্য মাত্র দু'মাস সময় অপর্যাপ্ত- সেকথা সকলকে বোঝানো, এসআইআর আতঙ্কে মৃত ও আত্মঘাতীদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো-- এইসব পদক্ষেপ তৃণমূলকে অনেকটাই এগিয়ে রেখেছে।

যদিও ভোটের ক্ষেত্রে কিছুই আগাম বলা যায় না। তবুও এরাজ্যে প্রধান বিরোধী দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা, নেতাদের মধ্যে অনৈক্য, নিষ্ঠার অভাব, বিভিন্ন ইস্যুতে দলের আত্মঘাতী নীতি মমতার পক্ষে ছাব্বিশের ভোটে কিছুটা স্বস্তির কারণ তো বটেই।

## অমৃতধারা

একাগ্রতা সাধনে প্রথম করণীয় কাজ হল চঞ্চল মনকে সর্বদা শিক্ষা দেওয়া যেন সে কোনও একটিমাত্র প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মননের একটি মাত্র ধারা স্থির ও অচঞ্চলভাবে অনুসরণ করায় অভ্যস্ত হয়, আর এ তার করা চাইই এমনভাবে, যাতে তার মনোযোগ বিচ্যুত করার সকল প্রলোভন ও প্রতিকূল আহ্বান অগ্রাহ্য করে অবিক্ষিপ্ত থাকে। আমাদের সাধারণ জীবনে এরকম একাগ্রতা প্রায়ই আসে, কিন্তু মনকে নিযুক্ত রাখার জন্য যখন কোনও বাহ্য বস্তু বা ক্রিয়া থাকে না তখন আন্তরভাবে এই একাগ্রতা সাধন আরও দুরূহ হয়ে ওঠে, অথচ এই আন্তর একাগ্রতাই জ্ঞানসাধকের অবশ্য সাধ্য। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল অবধারণ করা ও প্রত্যয়গুলোকে বুদ্ধিগতভাবে যুক্ত করা।

- শ্রীঅরবিন্দ

# সহিষ্ণুতার অনুপস্থিতি আর আমরা

আজ অসহিষ্ণুতা শুধু ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই— এটি সমাজের প্রতিটি কোষে ছড়িয়ে পড়ছে।

রুদ্র সান্যাল





এআই।

অসহিষ্ণুতা নিয়ে আলোচনা শুরু হলেই আমরা সচরাচর ধর্মীয় বিভাজনের কথাই আগে মনে করি। সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম, রাজনৈতিক ভাষ্য এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্ক— সবই যেন ইঙ্গিত করে যে অসহিষ্ণুতার একমাত্র ক্ষেত্র ধর্ম। কিন্তু বাস্তবতা অনেক বেশি জটিল। অসহিষ্ণুতা আজ সমাজজীবনের প্রায় প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে— পরিবার থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা থেকে রাজনীতি, এমনকি ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে রাষ্ট্রীয় স্তরের নীতি পর্যন্ত। নতুন বৈষম্য, নতুন বিরোধ, নতুন ক্ষোভ— সবই মিলেমিশে এক বিস্তৃত সামাজিক সমস্যার রূপ নিচ্ছে।

ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা নিঃসন্দেহে একটি বাস্তব ও আলোচিত সমস্যা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধর্মের নামে সংঘাত বেড়েছে। পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক জরিপে দেখা গিয়েছে, বিশ্বে প্রায় ৫৭ শতাংশ দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর নানামুখী চাপ রয়েছে। ভারতেও বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার খবর শিরোনামে এসেছে। কিন্তু ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার এই চিত্র সমাজের বৃহত্তর অসহিষ্ণুতার কেবল একটি অংশ। আরও গভীর ও নীরব অসহিষ্ণুতা প্রতিদিন আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ছড়িয়ে পড়ছে— যা অনেকসময় আলোচনায় আসে না, কিন্তু প্রভাব ফেলে আরও বিস্তৃতভাবে।

সমাজে মতের ভিন্নতা গ্রহণ করার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যালগরিদম আমাদের এমন বুদবুদে আটকে রাখে যেখানে আমরা কেবল নিজের মতের প্রতিধ্বনি শুনি। ফলে অন্য মতের প্রতি সহনশীলতা কমে যায়। একই ঘটনা দেখা যায় রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রেও। গণতান্ত্রিক দেশে বিরোধী মতের প্রতি গ্রহণযোগ্যতা থাকা জরুরি। অথচ আজ রাজনৈতিক মেরুকরণ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যেখানে ভিন্নমতকে অনেকেই শত্রুতার চোখে দেখেন। যুক্তির বদলে ব্যক্তিগত আক্রমণ, আলোচনার বদলে বিদ্বেষ তৈরি হয়। ফলে সমাজ আরও বিভক্ত হয়ে পড়ে।

শিক্ষাঙ্গনেও অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ, ক্যাম্পাসে মত প্রকাশের সীমাবদ্ধতা বা প্রতীকী স্বাধীনতার সংকট— এসবই নির্দেশ করে যে সহিষ্ণুতার জায়গা সংকুচিত হচ্ছে। অথচ শিক্ষাঙ্গনই হওয়া উচিত মতের চর্চা, বিতর্ক এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার প্রশিক্ষণের জায়গা। সেখানে যদি অসহিষ্ণুতা দানা বাঁধে, তাহলে ভবিষ্যৎ নাগরিকরা কীভাবে সহনশীলতার চর্চা করবে?

অসহিষ্ণুতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল অর্থনৈতিক জীবন— বিশেষ করে বেকার এবং চাকরিজীবীদের মধ্যেকার টানাপোড়েন। দীর্ঘদিন ধরে বেকারত্ব ভারতের অন্যতম গুরুতর সমস্যা। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি (সিএমআইই)-র তথ্য অনুযায়ী, দেশে যুবসমাজের বেকারত্বের হার প্রায় ২০ শতাংশ ছুঁইছুঁই। এই পরিস্থিতিতে চাকরি পাওয়া মানুষের প্রতি কিছু বেকারের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়। তাঁরা মনে করেন, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সুযোগ পাচ্ছেন না, অথচ অন্যরা হয়তো ভাগ্য বা পরিচিতির কারণে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে চাকরিজীবীরাও নানা অসুরক্ষা ও সংকটের মধ্যে দিন কাটান— চাকরি হারানোর ভয়, কাজের চাপ, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনে দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা, অপ্রতুল বেতন বৃদ্ধি সব মিলিয়ে মনস্তাত্ত্বিকভাবে তাঁরা চাপে থাকেন। ফলে তাঁরা অনেক সময় বেকারদের ক্ষোভকে ব্যক্তিগত আক্রমণ হিসেবে নেন, কিংবা নিজেদের অবস্থান রক্ষার চেষ্টায় আরও কঠোর হন।

এই দুই শ্রেণির মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সমাজে অদৃশ্য এক অসহিষ্ণুতার জন্ম দিচ্ছে। পরিবার বা বন্ধুদের মধ্যেও দেখা যায়— একজন চাকরি পেলেই অন্যজনের মধ্যে হীনম্মন্যতা, বিরক্তি বা ঈর্ষা জন্ম নেয়। আবার চাকরিজীবীরা কখনো-কখনো বেকার বন্ধুদের 'অক্ষম' বা 'অপরিশ্রমী' ভাবতে শুরু করেন— যা সম্পূর্ণ অবিচার। এই পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ভুল বোঝাবুঝি সমাজে আর্থিক-মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব বাড়ায়। অথচ, দুই পক্ষের বাস্তব সমস্যাই সত্য— একদিকে কর্মসংস্থানের সংকট, অন্যদিকে কর্মস্থলের চাপ। সমাধানও তাই একপাক্ষিক নয়; দরকার নীতিগত পরিবর্তন, দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ, এবং সবচেয়ে বড় কথা— পারস্পরিক সহানুভূতি।

এই বৃহত্তর অসহিষ্ণুতার প্রেক্ষাপটে আজ সবচেয়ে আলোচিত বিষয়গুলোর একটি হল এসআইআর-(স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন)-এর কাজের সঙ্গে যুক্ত বিএলও (বুথ লেভেল অফিসার)-দের প্রতি সমাজের মনোভাব। মাঠ পর্যায়ে প্রতিদিন অসংখ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে কাজ করতে হচ্ছে এই কর্মীদের— অপর্যাপ্ত সময়, জনবল সংকট, প্রযুক্তিগত সমস্যা, অবিরাম আপডেট, আর প্রশাসনিক চাপ। অথচ সামাজিক মাধ্যমে বহু মানুষ ঠাট্টা করে লিখছেন, 'এতদিন ফাঁকি মেরে শরীরে জং ধরে গিয়েছে, তাই কাজ করতে পারছে না।' কেউ ভাবছেন না যে, নথি যাচাই থেকে শুরু করে বাড়ি বাড়ি ঘোরা— এই প্রতিটি দায়িত্বই কী কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁদের পালন করতে হচ্ছে। বরং তাঁদের প্রতি অবজ্ঞা, কটাক্ষ এবং অপমানসূচক মন্তব্যই বেশি চোখে পড়ছে। এতে স্পষ্ট যে, সমাজে সহানুভূতির জায়গা ক্রমশ ছোট হচ্ছে, এবং অসহিষ্ণুতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে অন্যের পরিশ্রম, সমস্যা বা সংগ্রাম— কিছুই বোঝার প্রয়োজন মনে করা হচ্ছে না।

পরিবারেও অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। প্রজন্মগত ব্যবধান, আর্থিক চাপ এবং সময়ের অভাব— সব মিলিয়ে পরিবারে কথা বলার জায়গা কমে যাচ্ছে। ছোটখাটো বিষয়েও বিরক্তি, উত্তেজনা ও তর্ক তৈরি হচ্ছে। আগের যুগে পরিবার ছিল মানসিক নিরাপত্তার জায়গা; আজ অনেকের জন্য সেটিও চাপের জায়গা হয়ে উঠছে। একইসঙ্গে সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনও এই অসহিষ্ণুতার জন্ম দিচ্ছে। আমরা দ্রুতগতির জীবনে ধৈর্য হারাচ্ছি, দ্রুত বিচার করতে চাই, দ্রুত রাগ করি, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিই। ফলে সমাজে সহনশীলতার জায়গা সংকুচিত হচ্ছে।

**অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, সামাজিক বিভাজন, প্রযুক্তিগত চাপ— সবই মিলেমিশে নতুন ধরনের অসহিষ্ণুতার জন্ম দিচ্ছে। আমরা অনেক সময় বুঝতেই পারি না কতখানি রেগে যাচ্ছি, কতখানি বিরক্ত হচ্ছি, বা কতখানি অন্যের ওপর ঈর্ষা তৈরি করছি। অথচ সহিষ্ণুতা গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে— ক্ষমা করার চর্চা, বোঝার চেষ্টা, সময় দেওয়া, অন্যের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া— এসবের মধ্য দিয়ে। সমাজে অসহিষ্ণুতা কমানোর সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে কথোপকথন। মতের ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই ভিন্নতাকে সম্মান করার চর্চা আমাদের শিখতে হবে।**

অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, সামাজিক বিভাজন, প্রযুক্তিগত চাপ— সবই মিলেমিশে নতুন ধরনের অসহিষ্ণুতার জন্ম দিচ্ছে। আমরা অনেক সময় বুঝতেই পারি না কতখানি রেগে যাচ্ছি, কতখানি বিরক্ত হচ্ছি, বা কতখানি অন্যের ওপর ঈর্ষা তৈরি করছি। অথচ সহিষ্ণুতা গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে— ক্ষমা করার চর্চা, বোঝার চেষ্টা, সময় দেওয়া, অন্যের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া— এসবের মধ্য দিয়ে।

সমাজে অসহিষ্ণুতা কমানোর সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে কথোপকথন। মতের ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই ভিন্নতাকে সম্মান করার চর্চা আমাদের শিখতে হবে। শিক্ষা, পরিবার, প্রশাসন, মিডিয়া— সব জায়গায় সহিষ্ণুতা বাড়ানোর উদ্যোগ জরুরি। ব্যক্তিগত সম্পর্কেও আমাদের গভীর মনোযোগ দরকার— অভিযোগ নয়, বোঝার চেষ্টা; প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতা; ঈর্ষা নয়, আন্তরিকতা।

আজ অসহিষ্ণুতা শুধু ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই— এটি সমাজের প্রতিটি কোষে ছড়িয়ে পড়ছে। এই প্রবণতা যদি রোধ না করা যায়, তাহলে সামাজিক শান্তি, গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য এবং মানুষের মানসিক সুস্থতা— সবই হুমকির মুখে পড়বে। সহিষ্ণুতা দুর্বলতার লক্ষণ নয়; বরং সভ্যতার শক্তি। আমাদের সম্মিলিত চর্চার মাধ্যমেই সহিষ্ণুতাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে— নিজের ভিতরে, সমাজের ভিতরে, ভবিষ্যতের ভিতরে।

*(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)*

## আজ



**১৯৫১**
আজকের দিনে প্রয়াত হন চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।



**১৯২৫**
সুরকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জন্ম আজকের দিনে।

## আলোচিত



যদি এসআইআর না করতে দিতাম, তা হলে ভোট না করে ওরা রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করত। বুঝেছেন অমিত শা'র চালাকি? আমরা অত বোকা নই বাবুমশাই, গোদিভাই! আমরা করব, লড়ব। আমরা জিতে দেখাব। আমাদের ভাতে মারা যাবে না। সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া যাবে না।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

## ভাইরাল/১



দু'দিনের সফরে ভারতে এসেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তাঁর আসার আগে বারাণসীতে তাঁকে অভ্যর্থনার দৃশ্য ভাইরাল। টেবিলে পুতিনের ছবি রেখে কয়েকজন মহিলা প্রদীপ জ্বালিয়ে, ভক্তিমূলক গান করে 'বরণ' করছেন। পাশে পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে কয়েকজন।

## ভাইরাল/২



কেমন আছো? 'আজ ভালো আছি।' বৃন্দাবনের প্রেমানন্দ মহারাজের সঙ্গে সাবলীল ভঙ্গিমায় কথা কৌতুকাভিনেতা রাজপাল যাদবের। রাজপালের কথা শুনে হেসে কুটোপাটি মহারাজ। তাঁর 'সেন্স অফ হিউমার'-এর প্রশংসা শোনা গেল মহারাজের গলায়। আপ্লুত রাজপাল নিজেও।

জনমন
জনমত

## উন্নয়নের নামে নষ্ট জনগণের করের টাকা

সিমেন্ট, ইট, বালি, পাথর একবার জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারলেই উন্নয়ন। সারা বাংলাজুড়ে এই উন্নয়নের ধারা বহাল রয়েছে। বাদ পড়েনি উত্তরবঙ্গের ছোট্ট অথচ খুব সুন্দর শহর ময়নাগুড়িও। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের আর্থিক আনুকূল্যে এবং ময়নাগুড়ি পুরসভার তত্ত্বাবধানে, বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তা তৈরির শিলান্যাস হয়ে গেল।

এই ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বেহাল রাস্তার কথা প্রায় প্রতি মাসেই উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায় লেখা হত। কারণ শেষবার এই রাস্তাটি তৈরি হওয়ার পর রাস্তার গুণগতমান এমনই ছিল যে মাত্র ৬-৭ মাসের মধ্যেই তা ভেঙে চৌচির হয়ে যায়। উন্নয়নের চাপে এই বিষয় নিয়ে এজেন্সিকে চাপ না দেওয়ায় এলাকাবাসী সহ বহু ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়া গর্ভবতী মায়েরা প্রায় চার বছর হোঁচট খেতে খেতে এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে বাধ্য হয়েছেন।

বর্তমানে বহু এলাকায় পেভার্স ব্লক দিয়ে রাস্তা তৈরি করার জন্য সরকারের একটা অদম্য ইচ্ছা চোখে পড়ছে। কিন্তু বিষয়টা হল, ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ওই রাস্তার নীচে জল সরবরাহের দুটি বড় আকারের পাইপলাইন আছে। যার সঙ্গে এলাকার প্রতিটি বাড়ির জলসংযোগও দেওয়া আছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই রাস্তাটি ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের সঙ্গে যুক্ত থাকায় রাস্তাটি দিয়ে হামেশাই ভারী যানবাহন চলাচল করে। এই কারণে মাসে ২-৩ বার জলের পাইপ ফেটে যাওয়ার রেওয়াজ আছে। পেভার্স ব্লকের রাস্তা তৈরি হওয়ার পর যদি এভাবে জলের পাইপ মাঝে মাঝেই ফেটে যায়, তাহলে কি রাস্তাটি চলাচলের উপযুক্ত থাকবে?

পরিকল্পনাহীন, বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় না করে শুধুমাত্র 'উন্নয়ন'-এর লক্ষ্যে জনগণের করের টাকা এভাবে নষ্ট হওয়ায়, আদতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়বে বলেই মনে করি।

**স্নেহাশিস চক্রবর্তী, ময়নাগুড়ি।**

## সব শিক্ষককে শাস্তি দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত নয়

৩২০০০ শিক্ষকের চাকরি আপাতত বেঁচে গেল। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর কিংবা সিবিআই প্রকৃত দোষীদের বা অযোগ্যদের শনাক্ত করতে পারেনি। সঠিক এবং প্রামাণ্য তথ্যও দিতে পারেনি। এক্ষেত্রে ডিভিশন বেঞ্চ মনে করেছে, সব শিক্ষককে শাস্তি দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত নয়। সিবিআইয়ের অক্ষমতার দায় কেন যোগ্য শিক্ষকদের ওপরে বর্তাবে? তাই হাইকোর্টের রায় সঠিক বলেই মনে হয়। এর আগে প্রায় ২৬০০০ চাকরিহারা শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও একই রায় হওয়া উচিত ছিল, পুরো প্যানেল বাতিল করা ঠিক হয়নি।

**আশিস রায়চৌধুরী, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।**

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

# ডাক্তারবাবুরা পাশে, কিন্তু শিক্ষকমশাইরা?

আরজি করের ঘটনায় চিকিৎসকরা পথে নেমেছিলেন। চাকরি হারানো শিক্ষকদের জন্য সহকর্মীরা উলটো অবস্থানে।

রাহুল দাস





পাশে।। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে চিকিৎসকরা।

কোনও সমাজের নৈতিক শক্তি পরিমাপ করতে গেলে শুধু রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা প্রশাসনের দিকে তাকালে পুরো ছবি পাওয়া যায় না, দেখতে হয় শিক্ষক সমাজকে- যারা আগামী প্রজন্মের বিবেক, যুক্তি ও ন্যায়বোধ গড়ে তোলে। সেই হিসেবে 'হীরক রাজার দেশে'-র উদয়ন পণ্ডিত কেবল এক চরিত্র নন; তিনি সত্য, প্রতিবাদ ও মূল্যবোধের এক প্রতীক। অত্যাচারী রাজশাসনের মুখোমুখি হয়েও যিনি নির্ভয়ে সত্য উচ্চারণ করেছিলেন, শিশুদের শিখিয়েছিলেন স্বাধীনভাবে ভাবতে। রাজ-রোষের পরোয়া তিনি করেননি। কিন্তু আজকের বাস্তবে দাঁড়িয়ে মনে হয়- এই উদয়ন পণ্ডিতরা যেন ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। গল্পের প্রতীকী প্রতিবিম্ব যেন সত্যি হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক-প্রশাসনিক প্রেক্ষাপটে।

২০১৬ সালের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি তার সর্বাধিক জ্বলন্ত উদাহরণ। সুপ্রিম কোর্ট পুরো প্যানেল বাতিল করে দেওয়ার পর রাতারাতি প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী চাকরি হারান। মিলেমিশে যায় 'যোগ্য-অযোগ্য'-র খেলা। চতুরতার সঙ্গে পরিস্থিতিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা কোনও উপন্যাসের কায়দায়। দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, যোগ্যতার সার্টিফিকেট-সবই মুহূর্তে ধুলোয় মিশে যায় যোগ্যদের। আন্দোলনের মাঝে, ব্রেনস্ট্রোকে সুবল সোরেনের মৃত্যু যেন সেই অবিচারের সবচেয়ে নির্মম দলিল। কিন্তু এঁদের পাশে দাঁড়ালেন কতজন সহকর্মী শিক্ষক-শিক্ষিকা? যাঁরা চাকরি হারালেন না, তাঁরা কি খুব বেশি সংখ্যায় তাঁদের সহকর্মীদের হয়ে সোচ্চার হলেন? অভিজ্ঞতা বলছে- না! দাঁড়ালেন না। মুখ খুললেন না।

এটাই সবচেয়ে উদ্বেগজনক। সমাজের মেরুদণ্ড বলে যাদের চিহ্নিত করা হয়, সেই শিক্ষক সমাজের এক বড় অংশের নীরবতা প্রশ্ন তোলে-তাদের নৈতিক অবস্থান কি সত্যিই তা-ই, যা আমরা ধরে নিতে ভালোবাসি? নাকি বাস্তবের চাপ, সুবিধা ও নিজস্ব নিরাপত্তাবোধ তাদের এতটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, সত্য উচ্চারণের শক্তিটুকুও ক্ষয়প্রাপ্ত?

এই প্রেক্ষাপটে এই রাজ্যে এসআইআর নিয়ে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক উত্তেজনা যেন আরও একটা দ্বিচারিতার প্রতিচ্ছবি। দেশের বহু রাজ্যে একই প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে চললেও পশ্চিমবঙ্গে দেখা যাচ্ছে আতঙ্ক, অভিযোগ, অসন্তোষের বিচিত্র মিশ্রণ। অধিকাংশ বুথ লেভেল অফিসাররা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই নিজেদের কাজ সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু কিছু বিএলও অসুস্থ হলে দাবি উঠছে-দায়িত্বের চাপ তাঁদের ভেঙে দিচ্ছে, যেন সাধারণ মানুষ অসুস্থ হন না। আরও আশ্চর্যের বিষয়, কিছু জায়গায় যেসব বিক্ষোভ হচ্ছে গত কয়েকদিন ধরে, সেখানে অংশগ্রহণকারীদের এক বড় অংশই স্বীকার করছে- তারা বিএলও নয়! তাদের যুক্তি, 'সহকর্মীদের জন্য পথে নেমেছি।'

সহানুভূতির এই প্রদর্শন অবশ্যই ভালো, তবে প্রশ্নটা তখনই তীব্র হয়ে ওঠে- যখন সহকর্মীরা দুর্নীতির চাপে চাকরি হারালেন, সুবল সোরেনের মতো মানুষ প্রাণ হারালেন-তখন এই সহানুভূতি কোথায় ছিল? যেখানে প্রয়োজন ছিল ন্যায়বোধের, সেখানে নীরবতা। যেখানে প্রয়োজন ছিল প্রতিবাদের, সেখানে নিরাপদ দূরত্ব। অতএব, প্রশ্ন উঠতেই পারে- এই শিক্ষক সমাজই কি আগামীর সচেতন নাগরিক তৈরির দায়িত্ব বহন করবে? যারা নিজেরাই অন্যায় দেখেও নিশ্চুপ, তারা কি নতুন প্রজন্মকে সাহস, যুক্তি আর নৈতিকতার শিক্ষা দিতে পারে? উত্তরটা বোধহয় জটিল নয়।

সবশেষে বলতে দ্বিধা নেই যে আরজি করের নিকৃষ্টতম ঘটনায় ডাক্তারবাবুরা, নার্সরা যে সাহস দেখিয়েছিলেন, জোট তৈরি করেছিলেন, কর্মবিরতির মতো পদক্ষেপ করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক সমাজ তার সিকিভাগও করতে পারল না। অথচ শিক্ষক সমাজের অবদান হওয়া উচিত ছিল আরও বেশি তীব্র।

*(লেখক অক্ষরকর্মী। তুফানগঞ্জের বাসিন্দা।)*

## শব্দরঙ্গ ■ ৪৩১০

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ১ | | ২ | ★ | ৩ | ৪ | ★ |
| ★ | | ★ | ৫ | | ★ | | ★ |
| ★ | | ★ | | ★ | ৬ | | ৭ |
| ★ | ৮ | | | ★ | ★ | ★ | |
| ৯ | ★ | ★ | ★ | ১০ | | ১১ | ★ |
| ১২ | ১৩ | | ★ | | ★ | | ★ |
| ★ | | ★ | ১৪ | | ★ | | ★ |
| ★ | ১৫ | | ★ | ১৬ | | | ★ |

**পাশাপাশি** : ১। কোকো থেকে তৈরি মাদক ৩। পুরুষ জাতীয় প্রাণী ৫। উপহার বা নজরানা ৬। দর্পণ বা আয়না ৮। রীতি বা আচরণবিধি ১০। রামায়ণের সঙ্গে এই মুনির সম্পর্ক আছে ১২। দোষ ত্রুটি ১৪। চার বেদের একটি ১৫। ভিজে হাতে-পায়ে যে ক্ষত তৈরি হয় ১৬। জ্ঞানময় সত্তা।

**উপর-নীচ** : ১। শালুক ফুল ২। ইংরেজি বছরের মাস ৪। বিচারের জন্য আদালতে দাখিল করা ৭। এই বন্য প্রাণীর পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি আছে ৯। বাঁশের কাঠি দিয়ে তৈরি পর্দা ১০। ঘোড়ার লেজ বা কাঁধের চুল ১১। গাছের কচি সবুজ পাতা ১৩। মীমাংসা বা সমাধান।

### সমাধান ■ ৪৩০৯

**পাশাপাশি** : ১। গাবর ৩। আকবর ৪। সুবল ৫। জিগমিষা ৭। কাচা ১০। তিমি ১২। আচমকা ১৪। দেয়ালা ১৫। শূর্পণখা ১৬। দাবনা।

**উপর-নীচ** : ১। গাছপালা ২। রসুন ৩। আলজিভ ৬। মিনতি ৮। চামচ ৯। পাকা দেখা ১১। মিহিদানা ১৩। আলাদা।

## বিন্দুবিসর্গ

## পথ দুর্ঘটনা

উত্তরপ্রদেশে বিয়েবাড়ি যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার শিকার হল কুলটির এক পরিবার। ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত বাকি ৬। বিহারের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁরা।



## দেহ উদ্ধার

গিরিশ পার্কের একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হল এক শিক্ষানবিশ পাইলটের ঝুলন্ত দেহ। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় পাইলটের প্রশিক্ষণ নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।



## সময় বদল

রবিবার ৭ ডিসেম্বর ওয়েস্টবেঙ্গল জুডিশিয়াল সার্ভিস প্রিলিমিনারি এগজামিনেশনের জন্য মেট্রো পরিষেবার বদল আনল কর্তৃপক্ষ। ওই দিন ব্লু লাইন ও গ্রিন লাইনে স্বাভাবিক সময়ের আগে থেকে মেট্রো চলবে।



## ধার্মিক চোর

চুরি করে জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার আগে চোর গীতার ওপর রেখে গেলেন ৫০ টাকা। পূর্ব বর্ধমানের কালনায় চোরের এই কীর্তিতে তাজ্জব স্থানীয়রা। তবে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# সম্প্রীতি বজায় রাখার বার্তা মমতার

## এসআইআর, ডিটেনশন ক্যাম্প নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ

**পরাগ মজুমদার**

**বহরমপুর, ৪ ডিসেম্বর :** বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের সদর শহর বহরমপুরের স্টেডিয়ামে সভামঞ্চ থেকে রীতিমতো ভোটের দামামা বাজিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উন্নয়ন, এসআইআর ছাড়াও আগামী নির্বাচনে বিজেপিকে মুর্শিদাবাদে শূন্য করার ডাক দিলেন তিনি। সেই সঙ্গে জেলার সাগরদিঘিতে উত্তর-পূর্ব ভারতের সব থেকে বড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হয়েছে বলে জানান মমতা। সেখানে যে সুপার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বানানো হয়েছে, তা থেকে ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। ১০ ডিসেম্বর সেই মেগা ইউনিট চালু করা হবে। এই প্রকল্প তৈরি করতে খরচ হয়েছে ৪,৫৬৭ কোটি টাকা।

এদিন মমতা জানান, এই প্রকল্পে ২৬ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে।এদিন বহরমপুর সার্কিট হাউস থেকে বেরিয়ে মমতা হাজির হন স্টেডিয়ামের সভামঞ্চে। জনতার উদ্দেশে শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়ে একের পর এক ইস্যুতে বোমা ফাটান নেত্রী। শুরুতেই এসআইআর নিয়ে রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এসআইআর নিয়ে ভয় পাবেন না। শুধু নিজেদের নথিগুলি জমা দিন। যদি এসআইআর না করতে দিতাম, তা হলে ভোট না করে ওরা রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করত।' এরপরেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র বিরুদ্ধে তোপ দাগেন মমতা। তিনি বলেন, 'আপনারা বুঝেছেন অমিত শা-র চালাকি! আমরা করব, লড়ব। আমরা জিতে দেখাব। আমাদের ভাতে মারা যাবে না। সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া যাবে না।' এসআইআর প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনকেও একহাত নেন মমতা। নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে প্রশ্ন তোলেন, 'কেন বিজেপিশাসিত রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে না? অসম, ত্রিপুরায় বাংলাদেশের সীমান্ত নেই? সেখানে কেন এসআইআর হবে না? বিজেপি ক্ষমতায় আছে বলে?' মুর্শিদাবাদবাসীর উদ্দেশে সম্প্রীতি বজায় রাখার বার্তা দেন। বলেন, 'মুর্শিদাবাদের মানুষ অশান্তি পছন্দ করেন না। সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দেবেন, এটাই নিয়ম।' সাম্প্রতিক অশান্তি প্রসঙ্গে নাম না করে বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দেন মমতা। বলেন, 'ধুলিয়ান-জঙ্গিপুরে একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময় জাকির হোসেনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। স্থানীয় কাউন্সিলরকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে বলেছিলাম, আপনারা সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিন। হিন্দুরা যাতে নির্যাতিত না হন। এই বাংলা সম্প্রীতির বাংলা। আমরা সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করি।' জেলার ভাঙনের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে কেন্দ্রকে দোষারোপ করে বলেন, 'গঙ্গা ভাঙন রোধ করা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে।'

> এসআইআর নিয়ে ভয় পাবেন না। শুধু নিজেদের নথিগুলি জমা দিন। যদি এসআইআর না করতে দিতাম, তা হলে ভোট না করে ওরা রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করত।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**



দলীয় কর্মীসভা থেকে কেন্দ্রকে হুংকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বহরমপুরে।

# ডুপ্লিকেট ভোটার ধরতে ফাঁদ কমিশনের

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর :** রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে ডুপ্লিকেট ভোটার ছেঁটে ফেলতে বিশেষ প্রযুক্তি কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিল কমিশন। এসআইআর পর্বে এরাজ্যেই প্রথম এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভোটার তালিকাকে ডুপ্লিকেট ভোটারমুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হল। ভোটে কারচুপি করতে রাজ্যের একাধিক বিধানসভায় কয়েক লক্ষ ডুপ্লিকেট ভোটার রেখে দিয়েছে তৃণমূল। সম্প্রতি এই অভিযোগ করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুধু সিইও-র কাছেই নয়, এই ইস্যুতে দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছেও দরবার করেছিল বিজেপি। সেই নিরিখে কমিশনের এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

এসআইআর পর্বে ভোটার তালিকায় সংশোধনের পরেও বিএলওদের চাপ দিয়ে ইআরওদের একাংশ ডুপ্লিকেট ভোটারদের তালিকায় রেখে দিচ্ছে। শাসকদলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেছে বাম-কংগ্রেস-বিজেপি। এসআইআরের প্রথম দফায় বিলি করা ফর্ম ডিজিটাইজড হয়ে ফেরার পর সেই তালিকা ফের খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। কোনওভাবেই যাতে তালিকায় কোনও ব্যক্তির নাম একাধিক জায়গায় না থাকে তা নিশ্চিত করতে ডি-ডুপ্লিকেশন সফটওয়্যারের সাহায্য নিচ্ছে কমিশন। বৃহস্পতিবারই এই সফটওয়্যারকে কাজে লাগিয়ে ডুপ্লিকেট ভোটারদের চিহ্নিত করা শুরু করে দিয়েছেন ইআরওরা। নিজেদের বিধানসভার মধ্যে এধরনের ডুপ্লিকেট ভোটার থাকলে তা চিহ্নিত করতে পারবেন ইআরওরা। বিধানসভার বাইরে কিন্তু একই জেলার মধ্যে হলে সেই কাজ করতে পারবেন ডিইওরা। এবং রাজ্য পর্যায়ে সন্দেহজনক ভোটারকে চিহ্নিত করতে পারবেন সিইও। কমিশনের দাবি এই বিশেষ প্রযুক্তির সাহায্যে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে ডুপ্লিকেট ভোটারদের বাদ দেওয়া সম্ভব হবে।

### সিইও দপ্তরে বিক্ষোভ বিএলও-দের

**ভরসা প্রযুক্তি**

- এসআইআর-এর গণনাপত্রের রিপোর্ট সব বিএলএ-দের নিয়ে থানায় বসে করতে হবে বিএলও-কে
- ফর্ম ফেরার পর পুনরায় যাচাই শুরু করেছে কমিশন
- তালিকায় একই ব্যক্তির নাম একাধিক জায়গায় না থাকে তা নিশ্চিত করতে ডি-ডুপ্লিকেশন সফটওয়্যারের সাহায্য নিচ্ছে

এখনও পর্যন্ত অসংগৃহীত ফর্মের সংখ্যা প্রায় ৫৩ লক্ষ। এর মধ্যে ১ লক্ষ ২২ হাজার ৩০৩ জন ডুপ্লিকেট ভোটারের খোঁজ মিলেছে। কিন্তু এর বাইরে রয়েছে প্রায় ৭ কোটি ভোটার। সেই তালিকায় ডুপ্লিকেট ভোটারদের হদিস পেতে এই প্রযুক্তি বিশেষ সহায়ক হবে বলে দাবি করেছে কমিশন। সিইও দপ্তরের লক্ষ্য ১৬ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে ডুপ্লিকেট ভোটারদের চিহ্নিত করার কাজ শেষ করা।

অসংগৃহীত এসআইআরের শীর্ষে রয়েছে কলকাতা। আবার দুই কলকাতার মধ্যে উত্তর কলকাতা প্রথম। এখনও পর্যন্ত ২৩ শতাংশের বেশি এসআইআর ফর্ম ফেরত আসেনি। সব থেকে কম পূর্ব মেদিনীপুরে। মৃতহীন যে ২২০৮টি বুথকে চিহ্নিত করেছিল কমিশন, সেই বুথের সংখ্যা এদিন কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৭-এ। বুথে কোনও মৃত নেই এই তথ্য সংশোধনের জন্যে এদিনও ফের বিএলও, ইআরওদের সতর্ক করে সিইও বলেছেন, '১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সময় পাচ্ছেন তাতে কোনওরকম ভুলভ্রান্তি থাকলে সংশোধন করে নিন। এরপরেও মৃত, অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত বা ডুপ্লিকেট ভোটারদের নাম যদি তালিকায় থাকে তাহলে তার দায়িত্ব নিতে হবে বিএলওদেরই।'

সিইওর এই সতর্কবার্তার দিনেই দপ্তরের বাইরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখিয়েছে 'বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি'। বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটে নাগাদ সিইও দপ্তরের সামনে রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে তারা। তার জেরে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়। বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়। শেষপর্যন্ত বিকেল ৪টে নাগাদ কমিটির প্রতিনিধিরা অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক দিব্যেন্দু দাসের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের দাবিপত্র পেশ করেন। মূলত, এসআইআরের সময়বৃদ্ধি, মৃত বিএলও কর্মীদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং চাকরির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।



মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের অফিসের সামনে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ বিএলও-দের। বৃহস্পতিবার কলকাতায়।

# পথে নতুনরা, নবম-দশমে বাড়ছে না শূন্যপদ

**কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর :** ফের পথে স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন চাকরিপ্রার্থীরা। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অতিরিক্ত ১০ নম্বর বাতিলের দাবিতে বৃহস্পতিবার বিধানসভা অভিযান করেন তাঁরা। তবে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। একইসঙ্গে এদিন এসএসসি জানিয়েছে, নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের জন্য কোনও শূন্যপদ বাড়ানো হবে না। শিক্ষা দপ্তর থেকে পাঠানো সংশোধিত শূন্যপদের তালিকা অপরিবর্তিতই রয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করে আগামী সোমবার প্রকাশিত হতে পারে এই স্তরের ইন্টারভিউ তালিকা। নবম-দশমের ক্ষেত্রে সকল পরীক্ষার্থীর ওএমআর শিট আপলোড করার পরিকল্পনাও করছে এসএসসি। এদিনই শুরু হয়েছে একাদশ-দ্বাদশ স্তরের কম্পিউটার সায়েন্স, বাণিজ্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ের পরীক্ষার্থীদের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া।

আদালতের জটিলতায় যথেষ্ট নাকানিচোবানি খাচ্ছে কমিশন। তাই নবম-দশমের ক্ষেত্রে শিক্ষা দপ্তর এসএসসিকে পরামর্শ দিয়েছে, অন্যান্য পরীক্ষার্থীর ওএমআর শিট দেখার জন্য নির্দিষ্ট মূল্য ধার্য করা হোক। বারবার আদালতের নির্দেশে ওএমআর দেখাতে গিয়ে খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে কমিশনের। এমনকি মোট ৫ লক্ষ ২২ হাজার ৭৯৮ জনের ওএমআর প্রকাশ করার জন্য কোনও তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে বলেই শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর। এক মাস ওয়েবসাইট চালাতে হলে যে বিপুল অঙ্কের খরচ হবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে। তাই বিকল্প পথ ভাবতে হচ্ছে এসএসসিকে। তবে নিজের ওএমআর বিনামূল্যেই দেখতে পাবেন পরীক্ষার্থীরা। এদিন কলেজ স্ট্রিট থেকে নতুন চাকরিপ্রার্থীরা মিছিল শুরু করলেও তাঁদের আটকায় পুলিশ। পরে পুলিশের মধ্যস্থতায় তাঁদের পাঁচ প্রতিনিধি বিকাশ ভবনে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কাছে স্মারকলিপি জমা দিতে যান। তাঁরা জানিয়েছেন, মন্ত্রী অনুপস্থিত ছিলেন। আধিকারিকদের কাছে স্মারকলিপি জমা দিতে অস্বীকার করেছেন তাঁরা। শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ির সামনে আন্দোলন করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা।

# ফের কমিশনকে আক্রমণ হাইকোর্টের

**কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর :** ২০২৫ সালের নতুন বিধি নিয়ে ফের তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করল কলকাতা হাইকোর্ট। এসএসসি মডেল আনসার কি-তে গরমিল সংক্রান্ত একটি মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা কমিশনের উদ্দেশে মন্তব্য করেন, 'আদালত মুখ খুলতে চায় না। তাহলে প্যান্ডোরার বাক্স খুলে যাবে।' পরিবেশবিদ্যার একটি ভুল প্রশ্ন নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বিচারপতি সিনহা বলেন, 'আপনাদের অধ্যক্ষ, আপনাদের শিক্ষক, আপনাদের পেপার সেটাররা প্রশ্ন তৈরি করেছেন। কী ধরনের শিক্ষক তাঁরা? যাঁরা প্রশ্ন তৈরি করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বিশেষজ্ঞ। তাহলে এত দ্বিধাবোধ কেন?' বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, ওই ভুল প্রশ্নে বিশেষজ্ঞের মতামত নিয়ে তা আদালতে জানাবে কমিশন। পাশাপাশি সংস্কৃতেও একটি প্রশ্ন ভুল নিয়ে মামলা দায়ের হয়েছে। ওই মামলায় বিস্ময় প্রকাশ করে বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'আবেদনকারীরা সরকার-স্বীকৃত বইয়ে যে উত্তর দেওয়া হয়েছে, সেই উত্তর দিয়েও নম্বর পাননি বলে অভিযোগ করছেন। রাজ্য সরকার স্বীকৃত বই, অথচ কমিশন ভিন্ন মন্তব্য করছে।'

পরিবেশবিদ্যায় ভুল প্রশ্ন সংক্রান্ত মামলায় আবেদনকারীদের আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত অভিযোগ করেন, 'প্রাথমিক ও চূড়ান্ত মডেল আনসার কি-র মধ্যে গরমিল রয়েছে। অথচ আবেদনকারীদের নম্বর দেওয়া হচ্ছে না।' কমিশনের যুক্তি, বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত অনুযায়ী, চূড়ান্ত মডেল আনসার কি-তে অন্য অপশনকে সঠিক উত্তর বলা হয়েছে। তাঁদের মতামত কমিশনকে মানতে হবে। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'প্রশ্ন তৈরি করেন কারা?' কমিশনের উত্তর, রুল অনুযায়ী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারপরই বিচারপতির প্রশ্ন, 'কী ধরনের প্রশ্ন সেট করেন? এবার কি আদালত বিশেষজ্ঞদের ওপরও বিশেষজ্ঞ বসাবে? একটি প্রশ্নের তিনটি সঠিক উত্তর হলে ধরে নিতে হয় প্রশ্নে গোলমাল রয়েছে।' আদালত এই বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে কি না, মন্তব্য করতেই বিচারপতি রুল নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। আদালতের পর্যবেক্ষণ. 'পেপার চেকার হিসেবে যে অধ্যক্ষদের নিযুক্ত করা হয়, তা প্রশ্নের বাইরে নয়।' তাই যে প্রশ্ন সেটআপ করা হয়েছে তা দ্রুত বিবেচনা করে কমিশনকে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে। আবেদনকারীরা অংশও নিতে পারবেন। সংস্কৃতে প্রশ্ন ভুল মামলায় রেফার করা বইগুলি সরকার স্বীকৃত কি না, তা কমিশনকে জানাতে বলা হয়েছে।

> আপনাদের অধ্যক্ষ, আপনাদের শিক্ষক, আপনাদের পেপার সেটাররা প্রশ্ন তৈরি করেছেন। কী ধরনের শিক্ষক তাঁরা? যাঁরা প্রশ্ন তৈরি করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বিশেষজ্ঞ। তাহলে এত দ্বিধাবোধ কেন? আদালত মুখ খুলতে চায় না। তাহলে প্যান্ডোরার বাক্স খুলে যাবে।
>
> **অমৃতা সিনহা**
> *বিচারপতি, কলকাতা হাইকোর্ট*



*পায়ে পড়ি বাঘ মামা...* বৃহস্পতিবার আলিপুর চিড়িয়াখানায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

# সিমেস্টার নিয়ে ব্রাত্য-শুভেন্দু সংঘাত

**কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর :** এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সিমেস্টার ব্যবস্থায় ধার্য ফি নিয়ে সংঘাতে জড়ালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার শুভেন্দু সমাজমাধ্যমে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদকে কটাক্ষ করে লেখেন, 'শিক্ষা অবৈতনিক, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কোনও না কোনওভাবে ফন্দি এঁটে ছাত্রছাত্রীদের থেকে ঠিক পয়সা উশুল করার ধান্দা করবেই করবে।' এই পোস্টকে 'অপপ্রচার' বলে দাগিয়ে দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী পালটা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)-এর ফি'র তথ্য তুলে ধরেন। তাঁর অভিযোগ, 'বিরোধী দলনেতা তাঁর চিরাচরিত ঢঙে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন।'

সম্প্রতি প্রতিটি সিমেস্টারে বসার জন্য ফি নির্ধারণ করে দিয়েছে সংসদ। উদ্দেশ্য, স্কুলগুলি যাতে পড়ুয়াদের কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত ফি চেয়ে তাদের বিভ্রান্ত না করতে পারে। সংসদের নির্দেশিকা অনুযায়ী সিমেস্টার পিছু পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ৭০ টাকা করে নিতে পারবে স্কুলগুলি। এই বিষয়টি তুলে ধরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর 'সর্বশিক্ষা অভিযান' কর্মসূচিতে বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদানের প্রসঙ্গ তুলনা রূপে তুলে ধরেন শুভেন্দু। একইসঙ্গে বলেন, 'রাজ্যে হাজার হাজার সরকারি স্কুল রাজ্য সরকারের দুর্নীতির কারণে যখন বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়, তখন মুখ্যমন্ত্রী এভাবে ফি বাড়িয়ে নিজেদের দলের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের লাভবান করে দিচ্ছেন।' আর এই লাভের ফলেই মুখ্যমন্ত্রী অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে সম্মান কিংবা জাপান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি'লিট পান বলে কটাক্ষ করেন বিরোধী দলনেতা। পালটা সিবিএসই-র ফি তালিকা তুলে ধরে তুলনা টেনেছেন ব্রাত্যও। একইসঙ্গে সংসদের বিজ্ঞপ্তি তুলে ধরে তিনি প্রমাণ দেন, সিমেস্টার ব্যবস্থায় অতিরিক্ত খরচ চালানোর জন্য সংসদকে শিক্ষা দপ্তর প্রায় ১১ কোটি টাকা বার্ষিক অনুমোদন দিয়েছে। ব্রাত্য লেখেন, 'রাজ্য সরকার বিনামূল্যেই সকলের পড়াশোনা চালায়।'

# শুভেন্দুর দাবি খারিজ কমিশনের তথ্যে

**কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর :** তিনদিনে ১ কোটি ২৫ লক্ষ নাম তোলা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। বিএলওদের একাংশকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূলের নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত সংস্থা আইপ্যাক ভোটার তালিকায় এই দুর্নীতি করেছে। এই অভিযোগ নিয়ে সম্প্রতি সিইও দপ্তরে দরবার করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু কমিশনের তথ্যই বলছে বিরোধী দলনেতার দাবি সঠিক নয়।

শুভেন্দু দাবি করেছিলেন, ২৬ থেকে ২৮ নভেম্বরের মধ্যে এসআইআর-এ বিএলওরা ১ কোটি ২৫ লক্ষ তথ্য ডিজিটাইজড করেছেন। যেটা বাস্তবে কোনওভাবেই সম্ভব নয়। ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটারদের নাম তোলা আসলে আইপ্যাকের চক্রান্ত। ওই তিনদিনে রাজ্যের ভোটার তালিকায় ডিজিটাইজড হওয়া ভোটারের সংখ্যা ৫ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে ৬ কোটি ৭৫ লক্ষে পৌঁছেছিল। আচমকা এই বৃদ্ধি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে কমিশনের অধীনে অডিট ও প্রয়োজনে সিবিআই তদন্ত দাবি করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিহার এসআইআর সূত্রে পাওয়া তথ্য বলছে, ৮ জুলাই থেকে ১১ জুলাইয়ের ব্যবধানে বিহারে ডিজিটাইজড হয়েছে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ থেকে ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ ফর্ম। শতাংশের হিসেবে যা এরাজ্যের থেকে ৮৫ শতাংশ বেশি। শুধু তাই নয়, কমিশনের তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের মতে, ১১ থেকে ১৪ জুলাইয়ের মধ্যে বিহারে বিএলওরা মোট ৫ কোটি ৭৪ লক্ষ পূরণ করা ফর্ম ডিজিটাইজড করেছেন। এর মধ্যে শুধু ১২ জুলাই ডিজিটাইজড হওয়া ফর্মের সংখ্যা ছিল ৯৩ লক্ষ। সিইও দপ্তরের এক আধিকারিকের মতে, তথ্যপ্রযুক্তি সহায়তা ও পরিকাঠামো ঠিকঠাক থাকলে তিনদিনে এরাজ্যের বিএলওরাও যথেষ্ট ভালো কাজ করতে পারতেন।

# সিইও দপ্তরের সুরক্ষা, জরুরি বার্তা দিল্লির

**স্বরূপ বিশ্বাস**

**কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর :** রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ওই দপ্তরের নিরাপত্তা একশো ভাগ নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে আগেও সতর্ক করেছিল নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবারও দিনভর বিএলও মঞ্চের বিক্ষোভ ছিল। এদিনের বিক্ষোভ ও গোলমালের রিপোর্ট দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে পৌঁছোনো মাত্রই কমিশন সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কমিশন থেকে এখানকার দপ্তরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আবারও রাজ্য প্রশাসনকে সতর্ক করা হয়। উদ্বিগ্ন কমিশনের এই জরুরি বার্তা সম্পর্কে এদিন নবান্নে এক শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিক বলেন, 'এসআইআর-এর চলতি প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্যে লাগাতার বিক্ষোভ ও গোলমাল নিয়ে এবার রীতিমতো বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ নির্বাচন কমিশন। কমিশনের জরুরি বার্তাতেই স্পষ্ট আভাস মিলেছে, রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ার কাজ কোনওমতেই পিছোতে চায় না কমিশন। তা নিশ্চিত করতে রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে জবাবদিহি করতে হবে প্রশাসনকে।'

কমিশনের জরুরি বার্তার পরই আবার টনক নড়েছে রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশের। নবান্ন সূত্রের খবর, রাজ্য মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরের বাইরে নিরাপত্তা বলয় আরও শক্ত করতে এদিনই সন্ধ্যায় প্রশাসন ও পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা জরুরি বৈঠকে বসেন। মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর ও প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের কেউই অবশ্য এ ব্যাপারে মুখ খুলতে রাজি হননি।

# 'নোটায় ভোট দেব, তবু সিপিএম-কে নয়'

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর :** কলমের এক খোঁচায় ২০২৩ সালের ১২মে চাকরি গিয়েছিল প্রাথমিকের ৩২ হাজার শিক্ষকের। তারপর দীর্ঘ আড়াই বছরের লড়াই। এরই মধ্যে কেউ হারিয়েছেন প্রিয়জনকে। চাকরি যাওয়ার টানাপোড়েনের মধ্যে দুর্বিষহ কেটেছে এক একটি রাত। অবশেষে চাকরি ফিরিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টই। কিন্তু তাঁদের এই কয়েক বছরের যন্ত্রণার দায় কে নেবে? এর নেপথ্য কারিগর হিসেবে বামেদেরই দুষছেন বামপন্থী ও বাম মনোভাবাপন্ন শিক্ষকদের একাংশ। বঞ্চিত প্রার্থীদের হয়ে মামলায় সওয়াল করেছিলেন বাম ও বিজেপিপন্থী তাবড় আইনজীবীরা। যার ফলে চাকরি বহাল থাকার পরেও বামেদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে বামপন্থী মনোভাবাপন্ন শিক্ষকদের একাংশের। কেউ বাম ঘরানার, আবার কেউ বামেদের শিক্ষক সংগঠনের অংশ। কেউ বামেদের হয়ে খেটেছেন শ্রমজীবী ক্যান্টিনে, কেউ আবার দেওয়াল লিখেছেন। কিন্তু আদালতে দাঁড়িয়ে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যদের সওয়াল বদলে দিয়েছে তাঁদের মানসিক পরিস্থিতি। যদিও বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের দাবি, 'ব্যক্তিগত স্বার্থে যাঁরা এই মন্তব্য করেন, আমি তাঁর উত্তর দিইনা। তাঁরা আদৌ বামপন্থী কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ বামপন্থীরা দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।'

দক্ষিণ ২৪ পরগনার শিক্ষক অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'আমার বাবা আরএসপি নেতা ছিলেন। ছোট থেকে বামপন্থী রীতি রেওয়াজ দেখেই বড় হয়েছি। নিজে রেভলিউশনারি ইউথ ফ্রন্ট করেছি। চাকরি যাওয়ার দু'মাসের মধ্যে বাবাকে হারিয়েছি। ওই দিনগুলি ভুলব না। ভবিষ্যতে নোটায় ভোট দেব, তবু সিপিএমকে নয়।' বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী উত্তর ২৪ পরগনার আব্বাস উদ্দীন বলেন, 'আমাদের নেতা বিকাশবাবুরা রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে গিয়ে মামলার আসল উদ্দেশ্য

### ক্ষুব্ধ বাম শিক্ষকরা

ভুলে গিয়েছিলেন। আমি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে বিশ্বাস করি। তবুও এই ব্যবহারিক কার্যকলাপের বিরোধী আমি। দলের অনেকে বিকাশবাবুকে বলেছেন, সকলকে দুর্নীতিগ্রস্ত না বলতে। কিন্তু উনি শোনেননি।'

বাবা ছিলেন লোকাল কমিটির সদস্য। অথচ চাকরি যাওয়ার পর দলীয় নেতারাই সরে যান পাশ থেকে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরামবাগের এক শিক্ষিকা বললেন, 'কতবার স্থানীয় নেতৃত্বের কাছে গিয়ে বলেছি, কিন্তু আমাদের মেনে নিতে বলেছে। কেন মানব? এটাও বুঝিয়েছি, আপনারা যা করছেন, তা ঠিক নয়। আমাকে চটিচাটা বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন ওই মতাদর্শ থেকে পুরো পরিবার সরে এসেছে।' শিক্ষক অর্পণ রায় বলেন, 'শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। যে আদর্শ নিয়ে বামপন্থীরা চলে, তার থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে এখন। তাই সরে এসেছি। সিপিএমকে আর ভোট নয়। বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য এখন পুঁজিবাদী ও বুর্জোয়াদের দাসত্ব করছেন। প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে মামলা লড়ছেন।' শিক্ষিকা মৌমিতা চক্রবর্তী বলেন, 'চাকরি বহাল থাকার পর দেখলাম সবথেকে বেশি ওনাদের কষ্ট হয়েছে। অথচ এই বামেদের শিক্ষক সংগঠনের জন্য কতবার শোকজ হয়েছি। কত লড়াই করেছি। খারাপ লাগে।' দক্ষিণ দিনাজপুরের শিক্ষিকা প্রগতি সাহার মন্তব্য, 'একজনের জন্য গোটা দলকে দুষব না। তবে যাঁরা কলঙ্কিত করেছে, তাঁদের বিরোধিতা করব।'

ইতিমধ্যেই ডিভিশন বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করছে বিকাশবাবুরা। এদিকে ক্যাভিয়েট দাখিল করার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন শিক্ষকরাও। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সাবধানি পা ফেলছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। মামলা লড়ার সিদ্ধান্ত দলীয় সাংসদের ওপর সেরেছেন মহম্মদ সেলিমরা। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক জানান, সবটাই বিকাশবাবুর ব্যক্তিগত বিষয়। তবে এতে দলের ভাবমূর্তিতে যে প্রভাব পড়তে পারে তার আশঙ্কা এড়াচ্ছেন না শীর্ষ নেতারা।

# ১৩ হাজার পথসভা করবে বিজেপি

**কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর :** প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরকে সামনে রেখে পথে নামল বিজেপি। ২০ ডিসেম্বর রানাঘাটে সভা করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তারই প্রস্তুতি হিসেবে শুক্রবার থেকে রাজ্যজুড়ে পথসভা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য বিজেপি। এদিন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা জানিয়েছেন, শুক্রবার থেকে আগামী ১০ দিন রাজ্যের ১৩০০ 'শক্তিকেন্দ্রে' ১৩ হাজার পথসভা করবে বিজেপি। শুক্রবার রাজ্যের এই কেন্দ্রগুলিতেই পথসভা করার জন্য স্থানীয় নেতৃত্বকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সভার পর বর্ষশেষের দিনকয়েক ছাড় দিয়ে নতুন বছরে ১৫ জানুয়ারির পর থেকে বিধানসভাওয়াড়ি নির্বাচনি প্রচার সভা শুরু হবে। ইতিমধ্যেই বিধানসভাওয়াড়ি ওই সভার নির্ঘণ্ট তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

তবে বিজেপির এই নির্বাচন প্রস্তুতির পথে সবথেকে বড় বাধা দলের রাজ্য কমিটি চূড়ান্ত না হওয়া। রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের পর পাঁচ মাস কেটে গেলেও কেন রাজ্য কমিটি এখনও চূড়ান্ত করা যাচ্ছে না, সেই প্রশ্ন উঠছে দলে।

# ইন্ডিগো বিপর্যয়ে ভুগছে বাগডোগরাও

খোকন সাহা

**বাগডোগরা, ৪ ডিসেম্বর :** হঠাৎ করেই দেশজুড়ে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে বিমান সংস্থা ইন্ডিগো। মঙ্গলবার থেকে এখনও পর্যন্ত সারাদেশে এই সংস্থার দু'শোরও বেশি বিমান বাতিল হয়েছে। দেরিতে ওঠানামা করছে একাধিক বিমান। ফলে গন্তব্যে পৌঁছাতে গিয়ে মহাসমস্যায় পড়তে হচ্ছে যাত্রীদের। দেশব্যাপী এই সমস্যার প্রভাব এসে পড়েছে বাগডোগরাতেও। যা নিয়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যাত্রীরা। অনেকে ইন্ডিগোর বিমানের টিকিট বাতিল করে অন্য সংস্থার বিমানে গন্তব্যে পৌঁছেছেন।

বাগডোগরা থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রোজদিন ইন্ডিগোর ১২টি বিমান ওঠানামা করে। যারমধ্যে কলকাতা-বাগডোগরা রুটে ৩টি, হায়দরাবাদ-বাগডোগরা রুটে ২টি, দিল্লি-বাগডোগরা রুটে ৩টি, বেঙ্গালুরু-বাগডোগরা রুটে ১টি, মুম্বই-বাগডোগরা রুটে ১টি, চেন্নাই-বাগডোগরা রুটে ১টি এবং দুর্গাপুর-বাগডোগরা রুটে ১টি বিমান ওঠানামা করে। এরমধ্যে বৃহস্পতিবার তিনটি বিমান বাতিল হয়েছে। বেশ কয়েক ঘণ্টা দেরিতে চলছে একাধিক বিমান। তবে রাত পর্যন্ত শুক্রবার থেকে বিমান বাতিল হবে কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানা যায়নি। বিমান বাতিল ও দেরিতে চলা নিয়ে ইন্ডিগোর বাগডোগরা বিমানবন্দরের ম্যানেজার দীপক অ্যান্টনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে বাগডোগরা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর নাভিদ নাজিম বলেন, 'এটা ইন্ডিগোর সমস্যা। অন্য উড়ান সময়মতো চলছে।'

বৃহস্পতিবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে গিয়ে দেখা গেল, সময়ে বিমান না আসা এবং বাতিল হওয়া নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ রয়েছে। জৌনুন সাংমা নামে এক যাত্রী বললেন, 'সকাল ৮টা ৪০-র বাগডোগরা থেকে কলকাতার বিমানের টিকিট কেটেছিলাম। কলকাতা থেকে আইজল যাওয়ার বিমানের টিকিটও কাটা ছিল। এখানে এসে জানতে পারলাম কলকাতার বিমান বাতিল করা হয়েছে। বাধ্য হয়ে টিকিট বাতিল করলাম।' তিনি জানান, সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ১০ থেকে ১২ দিনের মধ্যে টাকা ফেরত দিয়ে দেবে।

চিকিৎসার জন্য বেঙ্গালুরু যাওয়ার কথা ছিল ধূপগুড়ির বাসিন্দা অমিত দাসের। তিনি জানালেন, বুধবার টিকিট ছিল। বিমানবন্দরে এসে জানতে পেরেছিলেন বিমান বাতিল হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর টিকিটটি বৃহস্পতিবার করে দেওয়া হয়। বুধবার ধূপগুড়িতে ফিরে গিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার ফের ধূপগুড়ি থেকে বাগডোগরায় আসেন। তবে এদিনও বেঙ্গালুরুর বিমান বাতিল হয়েছে বলে জানানো হয় তাঁকে। পরপর দু'দিন হয়রানির শিকার হয়ে ক্ষোভ উগরে দেন অমিত। তিনি বলেন, 'বারবার গাড়ি ভাড়া করে যাতায়াত করতে হচ্ছে। ভাড়ার টাকা কে দেবে?'



> সকাল ৮টা ৪০-এর বাগডোগরা থেকে কলকাতার বিমানের টিকিট কেটেছিলাম। এখানে এসে জানতে পারলাম কলকাতার বিমান বাতিল করা হয়েছে।
>
> **জৌনুন সাংমা**
> ইন্ডিগোর যাত্রী

হয়রানির শিকার হয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতেও ইন্ডিগোর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন যাত্রীরা। ডিরেক্টর জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশনের (ডিজিসিএ) তরফে বিমানের সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করে পাইলট এবং ক্রু মেম্বারদের ডিউটির অতিরিক্ত সময় কমানোর জন্য এফডিটিএল সংশোধন করা হয়। সেই সংশোধনে বলা হয়, একজন বিমানকর্মী দিনে ৮ ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৩৫ ঘণ্টা কাজ করবে। সূত্রের খবর, এই নিয়ম কার্যকর করতে গিয়েই ফ্যাসাদে পড়েছে ইন্ডিগো। কেননা এমনিতেই কর্মীসংকটে ভুগছে সংস্থাটি।

এরই মধ্যে বুধবার বিবৃতি দিয়ে ইন্ডিগো জানায়, প্রতিকূল আবহাওয়া, প্রযুক্তিগত ত্রুটি, বিমানবন্দরের সংশোধিত কাজের সময়সূচি অর্থাৎ ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন (এফডিটিএল) সহ একাধিক কারণে এমন সমস্যা দেখা দিয়েছে। সমস্যা মেটাতে কাজ চলছে বলেও সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে।

# চিকেন নেকে এবার স্টিলের কাঁটাতার

**শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর :** বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি করিডরকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে বিএসএফ। চিকেন নেক সীমান্তে ৭৫ শতাংশ এলাকায় নিউ ডিজাইন ফেন্সিং লাগানো হয়েছে। স্টিলের ওই কাঁটাতার ১২ ফুট উঁচু। সেই ফেন্সিং কাটা যেমন শক্ত তেমনই তা টপকানো প্রায় অসম্ভব। বিএসএফের কদমতলা সদর কার্যালয়ে 'রাইজিং ডে' উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বৃহস্পতিবার যোগ দিয়ে একথা জানালেন বিএসএফের উত্তরবঙ্গের আইজি মুকেশ ত্যাগী। এদিন তিনি বলেন, 'সীমান্তে নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে প্রচুর বুলেট ক্যামেরা লাগানো চলছে। যেখানে প্রয়োজন মনে হচ্ছে, সেখানে কাঁটাতারে সেন্সর লাগানো হচ্ছে।'

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে টানাপোড়েনের জেরে উত্তরবঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া লাগানোর কাজ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। তবে সেই জট কাটিয়ে কাঁটাতার লাগানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে, ত্রিস্তরীয় কাঁটাতারের বদলে উন্মুক্ত সীমান্তে 'নিউ ডিজাইন ফেন্সিং' লাগানো হচ্ছে।

ত্যাগী বলেন, 'জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সহযোগিতা করছে। কাঁটাতার দিতে প্রায় ৫৬ কিলোমিটার এলাকায় জমি অধিগ্রহণের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। রাজ্যকে টাকাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার এলাকা আমরা অধিগ্রহণ করেছি। ২০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শেষের পথে। আরও জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।' উত্তরবঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ১০৪ কিলোমিটার এলাকায় উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে। যার মধ্যে ৪৮ কিলোমিটারের বেশি সীমান্ত নদীর তীরবর্তী হওয়ায় সেখানে কাঁটাতারের বেড়া লাগানো সম্ভব নয়। বাকি ৫৬ কিলোমিটার এলাকায় জমিজটের জেরে কাঁটাতার লাগানো যাচ্ছিল না।

### জীবন সিংহকে শিয়াল বলে তীব্র কটাক্ষ উদয়নের

# মমতার সভা বয়কটের ডাক

গৌরহরি দাস

**কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর :** এবার কোচবিহারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা বয়কট করার ডাক দিলেন কেএলও সুপ্রিমো জীবন সিংহ। বৃহস্পতিবার একটি ভিডিও বার্তায় তিনি বিষয়টি ঘোষণা করেন। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আগামী ৯ ডিসেম্বর কোচবিহারে রাসমেলা মাঠে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা রয়েছে। তার পাঁচদিন আগে কেএলও সুপ্রিমোর এমন ঘোষণায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও মমতার সভা বয়কট করা নিয়ে জীবনের এমন হুংকারকে একেবারেই গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল। ঘাসফুলের দাবি, ওই ঘটনার পিছনে বিজেপির হাত রয়েছে। বিজেপি তাঁকে দিয়ে যা বলাচ্ছে, তিনি তাই বলছেন।

এদিকে, এই ঘটনায় জীবনকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তিনি বলেন, 'ওঁর নাম জীবন সিংহ। কিন্তু উনি আসলে শিয়াল। হুক্কা হুয়া করে ছোট বনের মধ্যে থাকে। ওঁর ক্ষমতা থাকলে রাস্তায় বেরিয়ে রাজনীতির কথা বলুক। মানুষকে কাছে টানার চেষ্টা করুক।'

ভিডিওয় জীবন বলেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সরকার কোচবিহারে রাজবংশী, কামতাপুরিদের জায়গাতেই রাজবংশীদের নিজের সভা করতে দেন না। পুলিশ দিয়ে নির্যাতন চালায়, অত্যাচার করে। রাজবংশী-কামতাপুরিদের বাড়িঘর ভাঙচুর করে, আগুন লাগিয়ে দেয়। রাজবংশীদের খুনও করে।' এছাড়া মমতা কেবল রাজবংশীদের ও কোচবিহার রাজ্যের বিরোধিতাই করেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তাই তাঁর বক্তব্য, 'রাজবংশীদের জায়গায় মমতা জনসভা করবেন আমরা তা কোনওভাবেই মেনে নিতে পারি না। আমরা তাঁর জনসভা বয়কট করলাম। কোচ রাজবংশী, কামতাপুরি সকলের কাছে আমার আবেদন আপনারা কেউ মুখ্যমন্ত্রীর এই জনসভায় অংশগ্রহণ করে তাঁকে সহযোগিতা করবেন না।'

এদিকে, বিষয়টিকে একেবারেই পাত্তা দিতে নারাজ উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তিনি বলেন, 'জীবন সিংহের কোনও মূল্য আছে বাজারে? কেউ ওঁর কথা শুনবে? কোনও রাজবংশী মানুষ ওঁর কথায় কর্ণপাত করবেন না। দলে দলে মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় উপস্থিত হবেন। তার মধ্যে রাজবংশীদের সংখ্যাই বেশি হবে।'

এদিকে, মমতাকে তোপ দেগে জীবন আরও বলেন, 'মমতা চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন রক্ত দেবেন, জীবন দেবেন, তাও আলাদা রাজ্য হতে দেবেন না। আমরাও তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে বলছি, আমরা রক্ত দিয়ে কামতাপুর রাজ্য তৈরি করবই। আমরা বীর ছিলা রায়ের বংশধররা মমতার কাছে মাথা নত করব না।'

এদিকে তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'জীবন সিংহের এইরকম মন্তব্যের কোনও গুরুত্ব নেই। তিনি বিজেপির মদতপুষ্ট হয়ে কথা বলছেন। রাজ্য সরকারকে রাজবংশী বিরোধী তকমা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এসব করে কোনও লাভ নেই। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজবংশীদের স্বার্থে বহু কর্মসূচি রূপায়ণ করেছেন।' তাঁর মতে, রাজবংশী, কামতাপুরি থেকে শুরু করে হিন্দু, মুসলমান সহ সকল শ্রেণির মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে রয়েছেন। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি)-ও প্রায় একই কথা বলেছেন। তাঁর দাবি, অসম সরকার ওঁকে গৃহবন্দি করে রেখেছে। ফলে হিমন্ত বিশ্বশর্মা যা বলবেন, সেই ক্যাসেটই বাজাবে।

অন্যদিকে, আগামী ৯ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর জনসভাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক স্তরে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। তৈরি হচ্ছে তৃণমূলও। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার কেএলও সুপ্রিমোর ভিডিও বার্তা নিয়ে রাজনীতিতে গুঞ্জন শুরু হল।

**মমতার প্রসঙ্গে**

> আমরা মমতার জনসভা বয়কট করলাম। কোচ রাজবংশী, কামতাপুরি সকলের কাছে আমার আবেদন, আপনারা কেউ মুখ্যমন্ত্রীর এই জনসভায় অংশগ্রহণ করে তাঁকে সহযোগিতা করবেন না।
>
> **জীবন সিংহ**
> কেএলও প্রধান

**জীবনের প্রসঙ্গে**

> ওঁর নাম জীবন সিংহ। কিন্তু উনি আসলে শিয়াল। হুক্কাহুয়া করে ছোট বনের মধ্যে থাকেন। ওঁর ক্ষমতা থাকলে রাস্তায় বেরিয়ে রাজনীতির কথা বলুক। মানুষকে কাছে টানার চেষ্টা করুক।
>
> **উদয়ন গুহ**
> উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী



*ঐতিহ্যের কাশ্মীরি শিকারা এবার ভোপালে। বৃহস্পতিবার। -পিটিআই*

# সাসপেন্ড হুমায়ুন, কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীকে

*প্রথম পাতার পর*

'সব ধর্মেই কুলাঙ্গার থাকে, গদ্দার থাকে। বিজেপি এদের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে যোগাযোগ রাখে। টাকা দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা ফান্ডিং করায়। তা হবে না। নির্বাচনের আগে টাকা খেয়ে কেউ কেউ সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি করে, এরা দেশের শত্রু। পচা শামুকদের সরিয়ে দেবেন। একটা ধান পচে গেলে সরিয়ে দিতে হয়, নাহলে সব ধান পচে যায়। কিছু পোকামাকড় থাকবেই, কিন্তু এদের আমরা সরিয়ে দিই। তেমনই এদেরও সরিয়ে দিন।' হুমায়ুন দীর্ঘদিন ধরেই নানা মন্তব্য করে বিতর্ক তৈরি করছিলেন।

কয়েকবার দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি তাঁকে শোকজ ও সতর্কও করে। কিন্তু তিনি থামেননি। সভা শুরুর আগেই তাঁকে দল থেকে সাসপেন্ড করার ঘোষণা করা হলে বিধায়ক সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থল ছাড়েন। তাঁর দাবি, দল তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে এই বিষয়ে এখনও চিঠি দেয়নি। বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর প্রস্তাবিত নতুন রাজনৈতিক দল ২৯৪টি আসনের মধ্যে ১৩৫টি আসনে লড়াই করবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। হুমায়ুনের উদ্দেশ্যে ফিরহাদ বলেন, 'তিনি তো ভরতপুরের বিধায়ক। হঠাৎ বেলডাঙ্গায় মসজিদ করতে চাইছেন কেন? আসলে ওই স্পর্শকাতর এলাকায় তিনি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি করে বিজেপিকে সাহায্য করতে চাইছেন।' পালটা হুমায়ুনের উত্তর, 'যে ফিরহাদ হাকিম আমাকে সাসপেন্ড করেছেন, তাঁকে আমি নেতাই মানি না।' হুমায়ুনের হুঁশিয়ারি, 'তোলাবাজ-সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দল তৈরি করব। বেলডাঙ্গায় বাবরি মসজিদ তৈরি আটকানোর ক্ষমতা কারও থাকলে রুখে দেখাক। শুধু হেনস্তা নয়, আমি খুনও হতে পারি, নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হলে হাইকোর্টে যাব।'

বাবরি মসজিদ তৈরির এই প্রস্তাব সংবিধানবিরোধী বলে অভিযোগ তুলে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। চলতি সপ্তাহে মামলাটি শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি অপূর্ব সরকার বলেন, 'গোটা বিষয়টির ওপর রাজ্য নেতৃত্ব নজর রেখেছিল। সবটাই তাদের সিদ্ধান্ত।' হুমায়ুনকে ২০১৫ সালেও দল থেকে ৬ বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছিল। নির্দল প্রার্থী হিসেবে ২০১৬ সালে রেজিনগরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি পরাজিত হন। তারপর কংগ্রেসে ফিরে যান। আবার ২০১৯ সালে লোকসভা ভোটে বিজেপিতে যোগদান করে মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হয়েছিলেন। আবার ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূলে ফিরে রেজিনগরের বদলে ভরতপুরে প্রার্থী হয়ে বিধায়ক পদ পান।

এদিকে, ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা সরব হয়েছে। কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর চরিত্রই হল কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরালে পাজি। এই হুমায়ুনকে ব্যবহার করেই মুখ্যমন্ত্রী ভোটে আমায় হারিয়েছিলেন। এখন ও বোঝা হয়ে গিয়েছে বলে ছুড়ে ফেলে দিলেন।' বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের কথায়, 'পুরোটাই নাটক। এর আগে যখন হুমায়ুন হিন্দুদের কেটে ভাসিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন তখন মুখ্যমন্ত্রী কেন চুপ ছিলেন? উনি এখানে বাবররাজ কায়েম করতে চাইছেন।'

# 'সবুজের হাতছানি' নিয়ে তৎপরতা

**শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর :** 'সবুজের হাতছানি' নিয়ে ফের নড়েচড়ে বসেছে উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগম। ঘোষণার সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও এই পরিষেবা শুরু না হওয়ায় বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। তবে এবার পরিষেবা চালু করতে তৎপর হয়েছে নিগম। সেইমতো বুধবার নিগমের অবসরপ্রাপ্ত দুজন কর্মীকে নিয়ে 'সবুজের হাতছানি' পরিষেবা নিয়ে একটি বৈঠক করেন শিলিগুড়ি ডিভিশনের কর্তারা। বৃহস্পতিবার রুটের তালিকা নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন নিগমের শিলিগুড়ি ডিভিশনের কর্তারা। তালিকায় থাকা ছ'টি রুটে পরিষেবা শুরু করতে সবুজ সংকেত দিয়েছে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। এমনকি সবুজের হাতছানির জন্য একটি নন-এসি বাসও দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নিগমের শিলিগুড়ির ডিভিশনাল ম্যানেজার সৌভিক দে বলেন, 'একদিনের ট্যুর, এক রাত-দু'দিনের ট্যুর হিসেবে ইতিমধ্যেই কয়েকটি রুট ঠিক হয়ে গিয়েছে। দ্রুতই এই পরিষেবা চালু করার চেষ্টা করছি।' একদিনের রুট হিসেবে রাখা হয়েছে শিলিগুড়ি-ঝালং, শিলিগুড়ি-বিন্দু ও শিলিগুড়ি রকি আইল্যান্ড রুট। এক রাত-দু'দিনের রুট হিসেবে ঠিক করা হয়েছে শিলিগুড়ি-লাভা, শিলিগুড়ি-জলদাপাড়া ও শিলিগুড়ি-জয়ন্তী। যাত্রী হিসেবে একটি রাফ ভাড়াও ঠিক করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে ঠিক করা হয়েছে, একদিনের ট্যুরে ভাড়া থাকবে এগারো থেকে বারোশো টাকার মধ্যে। অন্যদিকে, এক রাত-দু'দিনের ট্যুরে ভাড়া থাকবে দু'হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকার মধ্যে।

## পৃথিবীর পাঠশালা

### ৪ কোটি ৬০ লক্ষ টন হাইড্রোজেন আবিষ্কার



ফ্রান্সের মোসেল অঞ্চলের মাটির নীচে ৪ কোটি ৬০ লক্ষ টন প্রাকৃতিক হাইড্রোজেন-এর এক বিশাল ভাণ্ডার আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। গ্রিন বা গ্রে হাইড্রোজেনের চেয়ে আলাদা এই 'সাদা হাইড্রোজেন' প্রাকৃতিকভাবে মাটির নীচে পাওয়া যায়, যার জন্য শিল্প উৎপাদনের প্রয়োজন হয় না। এটি একটি কম খরচের, শূন্য-কার্বন জ্বালানি উৎস। আনুমানিক ৯,২০০ কোটি ডলার মূল্যের এই ভাণ্ডারটি বিশ্বের বার্ষিক গ্রে হাইড্রোজেন উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশি জ্বালানি সরবরাহ করতে পারে এবং তা পরিবেশের কোনও ক্ষতি না করেই। এই আবিষ্কার বিশ্বব্যাপী জ্বালানি কৌশল বদলে দিতে পারে। ফ্রান্স এখন ক্লিন এনার্জি অর্থনীতিতে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত।



### বডি বিল্ডার থেকে ট্রান্স মডেল

বেলা লংগুইনহো একজন ট্রান্সজেন্ডার মডেল এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার। তিনি নিজের রূপান্তরের গল্প অকপটে তুলে ধরেন। নিয়মিত ছবি ও ভিডিও পোস্ট করেন তাঁর অতীত আর বর্তমানের। যা তাঁর শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়। 'বেলা' হওয়ার আগে তাঁর নাম ছিল 'জে'। তখন তিনি ছিলেন একজন বডি বিল্ডার। সময়ের সঙ্গে তিনি নিজের আসল পরিচয় মেনে নেন এবং তা প্রকাশ্যে জানাতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। এখন বিশের কোঠায় থাকা বেলা তাঁর অনলাইন উপস্থিতি ব্যবহার করে অনুপ্রাণিত করেন তাঁর মতোই আরও পাঁচজনকে। তাঁর এই জয়যাত্রা প্রমাণ করে, নিজের প্রতি সৎ থেকে সাহসের সঙ্গে জীবনযাপন করা সম্ভব।



### ক্যানসার ধরতে প্রস্রাব পরীক্ষা

এখন থেকে প্রস্রাব পরীক্ষা করেই ক্যানসার নির্ণয় করা যাবে। বিজ্ঞানীরা একটি নতুন প্রস্রাব পরীক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, যা প্রস্রাবে থাকা ক্যানসার সম্পর্কিত অণুগুলি চিহ্নিত করে অগ্ন্যাশয় এবং প্রস্টেট ক্যানসার দ্রুত শনাক্ত করতে পারে। প্রস্রাবে যেহেতু অনেক বিপাকীয় যৌগ শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, তাই এটি পরীক্ষার জন্য আদর্শ মাধ্যম। এই নতুন পরীক্ষার জন্য 'সারফেস-এনহ্যান্সড রমন স্ক্যাটারিং' নামের এক উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা একটি টেস্ট স্ট্রিপ এবং একটি হ্যান্ডহেল্ড স্ক্যানার তৈরি করেছেন যা প্রস্রাবের মধ্যে ক্যানসারের সূচকগুলি চিহ্নিত করে। প্রাথমিক পরীক্ষায় এই পদ্ধতিটি প্রায় ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রে ক্যানসার রোগী এবং ক্যানসারমুক্ত ব্যক্তিদের ঠিকভাবে শনাক্ত করতে পেরেছে। এই দ্রুত, সহজ এবং নির্ভরযোগ্য পরীক্ষাটি ক্যানসার শনাক্তকরণে এক বড় ধরনের অগ্রগতি।

### বিলিয়নিয়ারদের চোখে বুড়ো হওয়ার বিকল্প

এআই চালিত বার্ধক্য গবেষণা থেকে শুরু করে জিন-এডিটিং থেরাপি পর্যন্ত, বহু ধনকুবেরের আর্থিক সাহায্যে পরিচালিত কোম্পানিগুলি বার্ধক্যের গতিতে রাশ টানতে, তাকে একেবারে থামিয়ে দিতে, এমনকি উলটোদিকে ঘুরিয়ে দিতে উঠেপড়ে লেগেছে। কেউ কেউ মানুষের আয়ু বাড়ানোর জন্য জোর দিচ্ছেন কোষের পুনর্জন্ম, তরুণ প্লাজমা দেওয়া, ন্যানোমেডিসিন এবং জিনের ওপর কারিকুরি করার বিশেষ প্রযুক্তি 'ক্রিস্পার' (সিআরআইএসপিআর)-এর ওপর। এই প্রযুক্তিগুলি এখনও পরীক্ষার পর্যায়ে থাকলেও কোষের মেরামতিকে উন্নত করা এবং জৈবিক বার্ধক্যকে ধীর করার মতো আশাব্যঞ্জক লক্ষণ দেখাচ্ছে। একটি বিষয় স্পষ্ট, অ্যান্টি-এজিং বিজ্ঞান আর কল্পবিজ্ঞান নয়- এটি বাস্তবে ঘটছে। এখন প্রশ্ন হল, এটি কি শুধু সুস্থ দীর্ঘ জীবন দেবে নাকি বুড়ো হওয়াটাকেই একটা বিকল্প করে তুলবে।



# পুরোনোরাই 'নতুন' চেয়ারে

*প্রথম পাতার পর*

কাউন্সিলার সৌরভ রায় ওরফে পিয়ালকে চেয়ারম্যান এবং ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পপি বর্মন রায়কে ভাইস চেয়ারম্যান করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

দলের তরফে আসা নির্দেশ অবশ্য ভালোভাবে নেননি পুরসভার ১১ জন কাউন্সিলারের অধিকাংশই। আটজন কাউন্সিলার বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তবে পরবর্তীতে বিধায়কের মধ্যস্থতায় দলীয় নির্দেশ মেনে প্রথমে মহকুমা শাসক ও পরবর্তীতে বোর্ড অফ কাউন্সিলের সামনে পদত্যাগপত্র জমা দেন শংকর ও অমিতাভ। এদিন পুরসভার চেয়ারম্যানের ঘরে নতুন বোর্ড গঠনের সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে হেড ক্লার্ক ইন্দ্রজিৎ সিনহা ও এগজিকিউটিভ রঞ্জিত দাস ও সাতজন কাউন্সিলার উপস্থিত ছিলেন। গরহাজির ছিলেন সৌরভ ও পপি এবং ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পূরবী চক্রবর্তী। ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার নিখিল দত্ত শংকরকে চেয়ারম্যান করার প্রস্তাব দেন। এরপর শংকর নিজে অমিতাভকে ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে প্রস্তাব দেন। উপস্থিত সকলে তাতে সম্মতি জানান। ৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিশেষ কাজের জন্য সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও ফোনে নিজের সমর্থন জানান। ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুমি দে চেয়ারম্যান পদে শংকরকে এবং শংকর ভাইস চেয়ারম্যান পদে অমিতাভকে শপথবাক্য পাঠ করান।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান শেষ হতেই হইচই পড়ে যায় পুরসভা থেকে তৃণমূলের অন্দরে। দলবিরোধী কাজের অভিযোগ তোলা হয় চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে। সভায় উপস্থিত পুরসভার কাউন্সিলাররা অবশ্য দাবি করেছেন, পুরসভা ও দলের স্বার্থেই তাঁরা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কাউন্সিলার বিশ্বজিৎ সরকার ও নিখিল দত্ত জানিয়েছেন, হঠাৎ করেই চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পরিবর্তন করা হলে উন্নয়ন ব্যাহত হবে। এছাড়াও আসন্ন বিধানসভা ভোটে পুর এলাকার ভোটারদের মধ্যে বিরূপ প্রভাব পড়বে। দলের কথা চিন্তা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান পদে শপথ নেওয়ার পর শংকর নির্দেশ অমান্যের প্রশ্ন এড়িয়ে বলেন, 'অধিকাংশ কাউন্সিলারের সিদ্ধান্তের কারণেই আমি আবার দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছি। সকলকে নিয়েই পুর এলাকার উন্নয়নের পাশাপাশি সংগঠন বাড়াতে গুরুত্ব দেব।' দলের প্রস্তাবিত চেয়ারম্যান সৌরভ বলেন, 'দলের তরফে চেয়ারম্যান পদের জন্য আমার নাম পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশ মানা হয়নি। এই দলবিরোধী কাজের বিষয়টি ইতিমধ্যে দলের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে। দল পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।' গরহাজির পূরবী বলেন, 'দলীয় নির্দেশ উপেক্ষিত হয়েছে। তাই পুরসভার কাউন্সিলারদের বসার ঘরে থাকলেও শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ছিলাম না।' আগামী মঙ্গলবার কোচবিহারে আসছেন দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে এমন ঘটনায় চরম অস্বস্তিতে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব। এদিন দলের কোচবিহার কমিটির সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিককে ফোনে পাওয়া যায়নি। জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন জানিয়েছেন, বিষয়টি তাঁর জানা নেই। তিনি দলগতভাবে খোঁজ নিচ্ছেন।

# নারী লাঞ্ছনায় পরিবার একাকার

*প্রথম পাতার পর*

বিহার ও নেপাল থেকে যে সমস্ত মহিলারা শিলিগুড়িতে এসেছেন, তাঁদের অধিকাংশেরই ভাগ্যে এমন বঞ্চনা জুটেছে। শিলিগুড়ির মতো বড় শহরে যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে ভাবুন আরও ছোট শহরগুলোতে আসা বিহারি বা নেপালি তরুণীদের কী দুরবস্থা! শাসক ও বিরোধী কোনও পার্টির নেতাদের কাছেই এমন খবর ছিল না, তাঁরা সবাই এখন এতটা জনবিচ্ছিন্ন।

অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুনদের জোর করে নির্দিষ্ট কোনও কারণ ছাড়া পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিদেশে। আর দেশে ঘরের অভ্যন্তরে রেখে যাবতীয় অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে লক্ষ্মীদের কাছ থেকে। নারী দিবস ও নারী স্বাধীনতা নিয়ে এত লেখালেখির কোনও মানে আছে তাহলে? বহু সাধারণ ভারতীয় মহিলা আজ বিখ্যাত সেলেব নারীদের সোশ্যাল মিডিয়ায় অকারণ গালাগাল দিয়ে নিজস্ব তৃপ্তি পেতে পারেন। কেউ অশ্লীল রিলস বানাতে পারেন নিঃসংকোচে। আজকের মেয়েদের স্বাধীনতা কি তা হলে শুধু এসবই?

আমাদের বাংলায় বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে যত লেখালেখি হচ্ছে, যত হইচই করছেন কেন্দ্রের বাবুরা, তার এক ফোঁটা হইচই হচ্ছে না নেপাল থেকে আসা হিন্দু অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে। কারণ দুর্বোধ্য। বেআইনি অনুপ্রবেশকারীরা অনুপ্রবেশকারীই। সে মুসলিমই হোক, হিন্দুই হোক। শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদার, রাজু বিস্ট, শংকর ঘোষরা বেআইনি অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যতটা সোচ্চার, বেআইনি পথে আসা নেপালিদের নিয়ে আদৌ নন। অথচ শিলিগুড়ি সহ পাহাড়ের বিভিন্ন শহরে নেপালি অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা প্রচুর। তা নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা নেই কেন?

শিলিগুড়িতে বিহার বা নেপাল থেকে আসা মহিলাদের অধিকার যেমন নির্লজ্জভাবে নাকচ করে দিচ্ছে পরিবারের পুরুষ, এরকম পরিস্থিতি কলকাতা, মালদা, আসানসোল বা বর্ধমানে হতেই পারে। রাজ্য সরকারের উচিত এ ব্যাপারে বিস্তৃত খোঁজ নেওয়া। এসআইআর-এর দৌলতে অর্চনা বা লক্ষ্মীদের ভোটার কার্ডটি হতে পারে। তবে সমাজে তাঁদের যা প্রাপ্য, তার পুরোটা কি তাঁরা পাবেন? সমানাধিকার কি ফিরিয়ে দেবে বাড়ির পুরুষ?

সোনালিকে, সোনালিদের রাতের অন্ধকারে অসম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে যেভাবে মুখ পুড়ল ভারতের, তারপরে কোনও অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে কথা বলার অধিকার নেই কেন্দ্রীয় সরকারের। গোটা বিশ্ব হাসবে! আমেরিকা সহ ইউরোপের বেশ কিছু দেশ এখন এভাবে দাদাগিরি দেখাচ্ছে। নিজের দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে অনুপ্রবেশকারীদের। সেখানে কখনও শোনা যায়নি যে নিজের দেশের লোকদেরই ভুল করে অন্য দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কখনও শোনা যায়নি, ভোট পাওয়ার লক্ষ্যে সব পার্টি কোনও না কোনও সময় অন্য দেশের মানুষকে নাগরিকত্বের কার্ড দিয়ে দেয়।

সোনালির ঘটনাটা প্রথম নয়, শেষও নয়। এর আগে অসমের হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকার অনেক ভারতীয় মুসলিমকে পাঠিয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশে। গত মে মাসে অসমের বরপেটায় ১৪ জন ভারতীয়কে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়ে দেয় স্থানীয় পুলিশ। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভারত সরকার ভারতীয়দেরই সমস্যায় ফেলে দিচ্ছে বেশি। বিবিসিকে এক ইন্টারভিউতে ৫৮ বছরের সোনা বানু বলেছিলেন, 'পুলিশ ও বিএসএফ আমাকে বন্দুকের মুখে ঠেলে দিয়েছে। আমি মশা আর জোঁকে ভরা জঙ্গলে হাঁটুজলে দুইদিন খাবার ও জল ছাড়াই কাটিয়েছি'!

বাংলাদেশে তাঁদের জায়গা হয় জেলে! তারপর ফেরত পাঠানো হয় ভারতের গ্রামে। এই অপমান, এই যন্ত্রণা কি তাঁদের প্রাপ্য ছিল? ছিল না। তেমনই শিলিগুড়ির গৃহবধূদের ওরকম অপমানও প্রাপ্য নয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিষ বাংলায় এখনও নেই। সেই বিষ যদি বিহার বা নেপাল থেকে এসে ছড়ানো হয়, তাহলে শুরুতেই সেই বিষদাঁতগুলো ভেঙে দেওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় সরকারই তো আমাদের শিখিয়েছে, 'বিষধর'-দের আশ্রয় দিয়ে কোনও লাভ হয় না।

সরকারকে কোথায় পাব আমরা?

এখন যাঁর জন্মশতবর্ষ বাংলায় হইচই করে পালন হচ্ছে, সেই সলিল চৌধুরী কবে তাঁর বিখ্যাত গানে বলে গিয়েছেন, ''সবাই বলছে দায়ী সরকার/কিন্তু তাকে চিনতে পারা দরকার/ ভাবি, ধরে আচ্ছা করে প্যাঁদাই/কিন্তু কিছুতেই তাকে চিনতে পারি না/আসল কথা বলতে মানা/ ওই শুয়োরের বাচ্চাদের ডানা/ (আরে রোজ গজাচ্ছে, আমি নিজের চোকে দেকেছি!)/ কিন্তু উড়ে যায়, তাই ধরতে পারি না''

ওরা উড়ে যাক যেখানে খুশি। সোনালি-লক্ষ্মীরা ডানা মেলে উড়ে যাক স্বাধীনতার মানচিত্রে।

# সিদ্ধান্ত খারিজ

*প্রথম পাতার পর*

৬৪ পাতার রায়ে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রতারণা, ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে অসফল প্রার্থীরাও মামলা করতে পারেন। তাই মামলাটি প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা না থাকার যুক্তিতে খারিজ করে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। আদালতের যুক্তি, মেয়াদ উত্তীর্ণ একটি প্যানেলের ওয়েটিং লিস্টে থাকা প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা যায় না। মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে নিয়োগও করা যায় না। এতে সংবিধানের ১৪ ও ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ন্যায় ও সমানাধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। আদালতের মতে, রাজ্য সরকার ২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইনের যুক্তি খাড়া করে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করলেও এই সিদ্ধান্ত একতরফা ও বিধিবদ্ধ নিয়ম লঙ্ঘনকারী। ২০১৯ সালের ১১ ডিসেম্বর প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। নিয়মানুযায়ী নতুন শূন্যপদ নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূরণ করতে হয়। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে ওই রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সরকার এমন নীতি নিতে পারবে না যা অসাংবিধানিক, স্বেচ্ছাচারী, নিয়মের পরিপন্থী।

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

## জরুরি তথ্য

**ব্লাড ব্যাংক**
(বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

**■ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল**

| | | |
|---|---|---|
| এ পজিটিভ | – | ৩ |
| এ নেগেটিভ | – | ১ |
| বি পজিটিভ | – | ৩ |
| বি নেগেটিভ | – | ২ |
| এবি পজিটিভ | – | ২ |
| এবি নেগেটিভ | – | ২ |
| ও পজিটিভ | – | ১ |
| ও নেগেটিভ | – | ১ |

**■ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল**

| | | |
|---|---|---|
| এ পজিটিভ | – | ২ |
| এ নেগেটিভ | – | ০ |
| বি পজিটিভ | – | ১ |
| বি নেগেটিভ | – | ০ |
| এবি পজিটিভ | – | ১ |
| এবি নেগেটিভ | – | ০ |
| ও পজিটিভ | – | ৩ |
| ও নেগেটিভ | – | ০ |

**■ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল**

| | | |
|---|---|---|
| এ পজিটিভ | – | ০ |
| এ নেগেটিভ | – | ২ |
| বি পজিটিভ | – | ১০ |
| বি নেগেটিভ | – | ২ |
| এবি পজিটিভ | – | ৮ |
| এবি নেগেটিভ | – | ০ |
| ও পজিটিভ | – | ৩৫ |
| ও নেগেটিভ | – | ২ |

## রামমোহনের মূর্তি বসবে

**মেখলিগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর :** পুরসভার উদ্যোগে মেখলিগঞ্জ শহরে বসানো হবে রাজা রামমোহন রায়ের মূর্তি। মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি বলেন, 'মধ্যপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী বাংলার গর্ব রাজা রামমোহন রায়কে ইংরেজের দালাল বলে অপমান করেছেন। বিজেপির ওই মন্ত্রীকে তীব্র ধিক্কার জানাই। তাঁর কথার প্রতিবাদ করার জন্যই পুরসভার তরফে শহরে রাজা রামমোহন রায়ের মূর্তি বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

## প্রণামি গণনা

**কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর :** আগামী সোমবার থেকে আনন্দময়ী ধর্মশালায় কড়া নিরাপত্তায় রাস উৎসবের সময় মদনমোহন মন্দিরে ভক্তদের দেওয়া প্রণামি গোনার কাজ শুরু হবে। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সচিব পবিত্রা লামা বলেন, 'পর্যাপ্ত সিসিটিভি এবং পুলিশের নজরদারিতে প্রণামি গণনার কাজ করা হবে।' প্রণামি বাক্সগুলো আপাতত স্ট্রংরুমে তালাবন্ধ অবস্থায় রাখা আছে। স্ট্রংরুমে রয়েছে পুলিশি পাহারা।

## বিক্ষোভ মিছিল

**তুফানগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর :** অল ইন্ডিয়া কিষান খেতমজদুর সংগঠনের নেতৃত্বের উপর হামলার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার তুফানগঞ্জ শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সান্ত্বনা দত্ত, তুফানগঞ্জ-১ ব্লক সম্পাদক অশ্বিনীকুমার বর্মন প্রমুখ।

*দিনহাটার গ্রাম এলাকার এক নদীতে প্রি-ওয়েডিং শুট।*

# প্রাক-বিয়ের ফোটো শুটে নয়া ট্রেন্ড

# সত্যি প্রেমের পটভূমি

বর্তমান বিয়ের ট্রেন্ডিং ফোটোশুটে প্রাধান্য পাচ্ছে ছেলেমেয়ের প্রেম জীবনের বাস্তব গল্প। আর পাঁচ-দশ মিনিটের ফোটোশুটে উঠে আসছে সেই গল্প। এরফলে পাহাড়, পর্বত, অরণ্যের চাইতে স্থানীয় ধানখেত থেকে চায়ের দোকান বা পুরাতন মন্দিরে ছড়িয়ে থাকা অতীত উঠে আসছে ফোটোশুটের পটভূমিতে, অলোকপাত করলেন **প্রসেনজিৎ সাহা**

### ▼ বাস্তব গল্প

দিনহাটা শহরের বাসিন্দা শান্তনু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল দিনহাটারই রিম্পা সাহার। আট বছরের সম্পর্ক পরিণতি পায় বিবাহবন্ধনে। তবে, এই দীর্ঘ আট বছরের সম্পর্ক কীভাবে বিবাহবন্ধনে পরিণতি পেল তার কথা জানাতে চাইছিলেন শান্তনুরা। আর তাই তাঁদের বিয়ের ফোটোশুটের বিষয় হিসেবে তাঁদের জীবনের সেই গল্পই ফুটে ওঠে। তাঁদের প্রথম দেখা হওয়ার স্থান বলতে সেই বাস থেকে রাজবাড়ি, ফুচকার দোকান সবটাই উঠে এসেছে তাঁদের এই ফোটোশুট ও ভিডিও শুটে। আসলে এই চিন্তাধারা এখন শুধু শান্তনুর নয়, বর্তমান বিয়ের ট্রেন্ডিং ফোটোশুটে এভাবেই প্রাধান্য পাচ্ছে ছেলেমেয়ের প্রেম জীবনের বাস্তব গল্প।

### ▼ পছন্দের ধারণা

দিনহাটার শহরের ফোটোগ্রাফার অরিন্দম সরকার কথায় কথায় জানালেন, একটা সময় ছিল যখন ফোটোশুট বলতেই দূরের পাহাড়, পর্বত, কিংবা চা বাগান বা অরণ্যে গিয়ে শুট করা বোঝাত। এখন অবশ্য সেই ধারণা বদলাচ্ছে। সেক্ষেত্রে অবশ্য পথ দেখাচ্ছেন গ্রাহকরাই। তাঁদের পছন্দের ধারণা থেকেই ফোটোশুটের ধারণাও বদলাচ্ছে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই নিজেদের জীবন কাহিনী তুলে ধরতে পছন্দ করছেন পাত্রপাত্রীরা।

*দিনহাটা শহরে এক ফুচকার দোকানে প্রাক-বিবাহ ফোটো শুটের মুহূর্ত।*

কখনও তাঁদের প্রথম প্রেমের গল্প কিংবা তাঁদের প্রথম দেখার গল্প বলছেন। কখনও আবার প্রেম থেকে বিয়ের পরিণয় পর্যন্ত জীবন কাহিনী ফুটে উঠছে ফোটোশুট বা ভিডিও শুটে। সেক্ষেত্রে ফোটোশুটে গল্প অনুযায়ী জায়গা ও উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে। গল্পে বাসের কথা থাকলে সেটাও যেমন শুটিংয়ে থাকছে, তেমনি যদি ফুচকা খাওয়ার কোনও কথা থাকে তখন সেই শুটে ফুচকার দোকানও ব্যবহৃত হচ্ছে।

### ▼ সিনেমা ফেল

আরেক ফোটোগ্রাফার স্বাধীন সাহার কথায়, বর্তমান সময়ে ফোটোশুটের পাশাপাশি প্রচলিত রয়েছে প্রিওয়েডিং শুটের। সেক্ষেত্রে চুক্তি অনুযায়ী পাঁচ থেকে দশ মিনিটের একটা ভিডিও শুট হয়ে থাকে। আগে আমরা কাল্পনিক গল্পকে ভিত্তি করে সেই ভিডিও শুট করতাম। এখন অবশ্য গ্রাহকরা তাঁদের নিজেদের প্রেমের জীবন বা প্রথম দেখার না জানা গল্পটি তুলে ধরতে চাইছেন। আর আমরা প্রিওয়েডিং ফোটোশুটে সেকথাই তুলে ধরছি। আর সেই ভিডিও নিয়ে গ্রাহকরা কখনও রিলস বানাচ্ছেন কখনও সামাজিক মাধ্যমে তাঁদের অ্যাকাউন্টে দিয়ে দিচ্ছেন। আর তা দেখছেন হাজার হাজার মানুষ। অনেক ক্ষেত্রে সেই গল্প সিনেমার গল্পকেও হার মানাচ্ছে। এবং এই গল্পের কথা শোনাচ্ছেন খোদ পাত্রপাত্রীই।

### ▼ শুরুর ঝগড়া

এরকমই এক গ্রাহক শান্তনু চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, সাধারণ যে ভিডিও ও ফোটোশুট থাকে তাতে কাল্পনিক কাহিনী থাকে। কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম নিজেদের কথা তুলে ধরব। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম নিজেদের আট বছরের প্রেমের গল্প ফোটো ও ভিডিও শুটে জানাব। সেইমতো বাসে প্রথম ঝগড়া দিয়ে শুরু। তারপর প্রেমের গল্প বিবাহতে কীভাবে পরিণতি পেল সবটাই তুলে ধরেছি আমাদের ফোটোশুটে। এরফলে বাস থেকে কোচবিহারের রাজবাড়ি সবটাই উঠে এসেছে এই ফোটো ও ভিডিও শুটে।

## কুকুর ধরতে চিঠি দিল হাসপাতাল

# পরিকাঠামো নেই, জানাল পুরসভা

**তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস**

**কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর :** হাসপাতাল চত্বর থেকে পথকুকুরদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য কোচবিহার পুরসভার দ্বারস্থ হল এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ২৭ নভেম্বর রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের এক নির্দেশিকার জেরে পুর চেয়ারম্যানকে চিঠি দিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু হাসপাতাল চত্বর কুকুরমুক্ত কবে হবে, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। কেননা, কুকুর ধরে তাদের রাখার মতো কোনও পরিকাঠামো নেই পুরসভার।

কুকুরমুক্ত রাখতে হবে হাসপাতাল চত্বর, ৭ নভেম্বর এমনই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। যার প্রেক্ষিতে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে প্রতিটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে। ২৭ নভেম্বর স্বাস্থ্য দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠিয়ে বলেছেন, হাসপাতাল চত্বর ও ওয়ার্ডে যেন কুকুরের চলাচল বা কাউকে কামড় দেওয়ার মতো ঘটনা না ঘটে। হাসপাতালের ভেতরে কুকুর ঢুকতে না পারে, সেজন্য কড়া নজরদারির কথাও বলা হয়েছে। প্রয়োজনীয় অ্যান্টি র‍্যাবিজ ভ্যাকসিন রাখা বাধ্যতামূলক বলেও স্পষ্ট করা হয়েছে ওই নির্দেশিকায়। স্বাস্থ্য ভবনের এমন নির্দেশিকার জেরে পুরসভাকে চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে জানান হাসপাতাল সুপার ডাঃ সৌরদীপ রায়। তাঁর বক্তব্য, 'নির্দেশ অনুসারে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারকে নোডাল অফিসার করা হয়েছে। তাঁর নজরদারিতে থাকবে সম্পূর্ণ বিষয়টি। এছাড়াও হাসপাতাল চত্বরে বর্জ্য যাতে না জমে, সে ব্যাপারেও পুরসভাকে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে।' চিঠি প্রাপ্তির কথা স্বীকার করে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'কুকুর সরানোর কথা বলা হলেও, বাস্তবে এধরনের কোনও পরিকাঠামো নেই আমাদের। কুকুর ধরা, তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা এবং দেখভালের জন্য প্রচুর লোকের প্রয়োজন। পুরসভায় কর্মীসংকটের মধ্যে এসব কাজ আমাদের পক্ষে করা খুবই অসম্ভব ব্যাপার। তাছাড়া রাজ্য থেকে আমার কাছে এখনও পর্যন্ত কোনও নির্দেশ আসেনি। প্রয়োজনে আমি জেলা শাসকের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলব।'

অর্থাৎ, হাসপাতাল চত্বর কুকুরমুক্ত করা যে অসম্ভব, তা স্পষ্ট। বৃহস্পতিবারও হাসপাতাল চত্বরে কুকুরের দলকে দেখা গিয়েছে। যদিও এমন ঘটনা নতুন নয়। এই হাসপাতালে সবসময়ই কুকুরের অবাধ বিচরণ। অস্ত্রোপচারের পর হাসপাতাল চত্বরে ফেলে রাখা দেহাংশ মুখে নিয়েও কুকুরকে ছোটাছুটি করতে দেখা গিয়েছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদে ওই খবর প্রকাশিত হয়েছে। এমন ঘটনায় অস্বস্তি ও আতঙ্কে থাকেন হাসপাতালে চিকিৎসা করতে আসা রোগী ও তাঁদের পরিজনরা।

*এমজেএন মেডিকেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে কুকুর। ছবি : জয়দেব দাস*

**দপ্তরের নির্দেশ**

■ হাসপাতাল চত্বর কুকুরমুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ স্বাস্থ্য দপ্তরের

■ স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশ পেয়ে পুরসভাকে চিঠি এমজেএন মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের

■ নজরদারি সহ সমস্ত বিষয় দেখতে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারকে নোডাল অফিসারের দায়িত্ব

## বাজার সংস্কার

**কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর :** সংস্কার করা হচ্ছে ভবানীগঞ্জ বাজারের সবজি ও মাছ বাজার। বৃহস্পতিবার সকালে সেই কাজের উদ্বোধন হয়। পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ভাইস চেয়ারপার্সন আমিনা আহমেদ সহ অন্য কাউন্সিলাররা উপস্থিত ছিলেন।

বহুদিন ধরেই ওই বাজার সংস্কারের দাবি উঠেছিল। জানা গিয়েছে, সবজি বাজার ও মাছ বাজারে নতুন করে পেভার্স ব্লক, বসার বেদিগুলোর উপর অ্যান্টি স্কিট টাইলস বসানো হবে। যাতে মৎস্য বিক্রেতাদের কাজের পর সেই জায়গা পরিষ্কার করতে সুবিধা হয়। এছাড়াও বাজারে প্রয়োজন অনুসারে আলোর ব্যবস্থা ও নর্দমা সংস্কার করা হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, এই কাজ করতে ৪২ লক্ষ টাকা লাগবে। এর আগেও ভবানীগঞ্জ বাজারে পেভার্স ব্লক বসানো হয়েছিল। সেসময় সেখানে নিম্নমানের কাজ ও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। পরবর্তীতে খুব দ্রুত ওই জায়গাগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ায় একটু বৃষ্টি হলেই পেভার্স ব্লকের থেকে জলকাদা ওপরে ছিটকে উঠত। ফলে ক্রেতাদের খুবই সমস্যার মধ্যে পড়তে হত। তারপর থেকেই সেই জায়গা সংস্কারের দাবি ওঠে।

## ফব'র মিছিল

**কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর :** নিয়মিত বিমান পরিষেবা চালু রাখা সহ বেশকিছু দাবিতে কোচবিহারে মিছিল করল ফরওয়ার্ড ব্লক। বৃহস্পতিবার কোচবিহার শহরে দলের জেলা কার্যালয় থেকে মিছিলটি বের হয়ে শহর পরিক্রমা করে। নেতৃত্ব দেন দলের জেলা সভাপতি দীপক সরকার।

## শিল্পমেলা শুরু

**তুফানগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর :** বৃহস্পতিবার নিউটাউন ক্লাবের পরিচালনায় শিল্পমেলার সূচনা হল। এদিন তুফানগঞ্জ কলেজের দ্বিতীয় মাঠে মেলার উদ্বোধন করেন ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার গৌতম সরকার। উপস্থিত ছিলেন নিউটাউন ক্লাবের সম্পাদক তাপস রায়।

*নো পার্কিং জোনে যাত্রী তোলা। বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা পোস্ট অফিস মোড়ে।*

# ট্রাফিক বিধি না মানায় শঙ্কা

**বিশ্বজিৎ সাহা**

**মাথাভাঙ্গা, ৪ ডিসেম্বর :** মাথাভাঙ্গা শহরে ট্রাফিক পুলিশের নির্দেশ অমান্য করে বাস, মিনিবাস থেকে শুরু করে ডিজেল অটো, ই-অটো, টোটো— সব ধরনের যানবাহনই যেন নিয়মভঙ্গের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। আর এই বিশৃঙ্খলার জেরে শহরের সাধারণ মানুষকে প্রতিদিনই পড়তে হচ্ছে দুর্ভোগে। শহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মোড়— পোস্ট অফিস মোড়, শনি মন্দির মোড়, চৌপথি কলেজ মোড়— সবক'টাই নো পার্কিং জোন হিসেবে চিহ্নিত। তবুও সকাল-সন্ধ্যা ব্যস্ত সময়ে সেখানে যানবাহনের দীর্ঘ লাইন। যাত্রী ধরতে গিয়ে কেউ রাস্তার মাঝেই গাড়ি থামিয়ে দেয়, কেউ আবার হঠাৎ বাঁক নেয়— ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা যেন প্রতিনিয়ত লুকিয়ে থাকে।

সবচেয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতি দেখা যায় এনবিএসটিসি বাস টার্মিনাসের গেটের সামনে। যেখান দিয়ে সরকারি বাস রাস্তায় নামে, সেই সংকীর্ণ গেটের মুখেই দাঁড়িয়ে থাকে একাধিক বেসরকারি বাস। একটু ভুল হলেই বড়সড়ো দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। শহরতলির পঞ্চানন মোড়ও একইভাবে দিন-দিন বিপজ্জনক হয়ে উঠছে, কারণ ডিজেল অটো, টোটো ও ই-অটোগুলির দাপটে সেখানে রাস্তা প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে থাকে।

মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা সুমন সাহা বলেন, 'গাড়িগুলো এমনভাবে দাঁড়ায় যে হাঁটারও জায়গা থাকে না। প্রতিদিন এভাবে পথ চলা সত্যিই কষ্টকর।' এ প্রসঙ্গে ট্রাফিক ওসি তেনজিং ভুটিয়া জানিয়েছেন, 'নো পার্কিং জোনে গাড়ি দাঁড় করানো রোধে নিয়মিত অভিযান চলছে। বৃহস্পতিবারও তিনটি ই-অটোকে দীর্ঘক্ষণ আটক রেখে চালকদের সতর্ক করা হয়েছে।'

> সমস্যাটি গুরুতর। ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করে শৃঙ্খলা বাড়াতে পদক্ষেপ করা হবে।
>
> **প্রবীণ সরকার**
> *চেয়ারম্যান, মাথাভাঙ্গা পুরসভা*

যদিও ই-অটোচালক শীতলকুচির ইমরান হোসেন, বড়মরিচার আলমগির মিয়াঁ ও শিবপুর চৌপথির পঙ্কজ পাল বলেন, যেখানে নো পার্কিংয়ের জন্য আমাদের আটক করা হয়েছে সেখানে নো পার্কিং জোন লেখা কোনও সাইনবোর্ড নেই তাই বুঝতে পারিনি। এদিকে, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবীণ সরকার স্বীকার করেছেন, 'সমস্যাটি গুরুতর। তিনি বলেন, ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করে শৃঙ্খলা বাড়াতে পদক্ষেপ করা হবে।'

# আধুনিক বাড়িতেও ঐতিহ্যের চালন-কুলো

**অমৃতা দে**

**দিনহাটা, ৪ ডিসেম্বর :** মেয়ের বিয়ে। তাই প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস ভালো করে দেখে কিনে নিতে হবে। নিয়মে একটুও ত্রুটি রাখা চলবে না। তাই বাজার করতে বেরিয়ে রেখা পাল একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাগে রাখা তালিকাটি বের করে মেলাতে লাগলেন। মনোযোগ দিয়ে তা দেখে আবার হাঁটতে লাগলেন বিশেষ একটি দোকানের দিকে। যে দোকানটির সামনে থামলেন সেখানে সার দিয়ে সাজানো রয়েছে নানা রঙের নানা নকশার কুলো। সঙ্গে রয়েছে বাঁশের চালন। দোকানদারকে মেয়ের বিয়ে জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কুলো আর চালন বেছে দিতে বলে রেখা জানালেন, 'যতই আধুনিক যুগ হোক না কেন, বিয়ের কেনাকাটায় কুলো আর চালন থাকতেই হবে। কোনও শুভ অনুষ্ঠানই এগুলি ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না।'

বিয়ের মরশুমে দিনহাটার চওড়াহাট বাজারে প্লাস্টিক বা স্টিলের হাজার রকম আধুনিক জিনিসের ভিড়েও বাঁশের চালন আর কুলোর গুরুত্ব অনেক। বাজারের আরেক দোকানে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে কথা বলছিলেন গৌরাঙ্গ বসাক। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি এই চালন-কুলোর ব্যবসা করছেন। তাঁর বক্তব্য, 'অনেক জিনিসের কেনাবেচায় তারতম্য হয়, কিন্তু চালন আর কুলো বিক্রি সারাবছর চলে। কোনও দিন বিক্রি কম হয় না। যে কোনওরকম পুজো, বিয়ে বা অন্যান্য শুভ অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে ধান ঝাড়াই অবধি সবেতেই ওই দুটি জিনিসের খোঁজ পড়ে।' তাঁর দোকানে বিভিন্ন মাপের কুলো আর চালন সাজানো রয়েছে। দাম মাত্র একশো টাকা থেকে শুরু। তবে নকশা, বাঁশের গুণমান ও আকার অনুযায়ী দাম বাড়ে।

এদিন বাজারে গিতালদহ থেকে এসেছিলেন পাইকারি বিক্রেতা মৃণালকান্তি ঘোষ। তাঁর হাতে ছিল বড় বস্তা, ভিতরে বেশ কয়েক ডজন কুলো ও চালন। তিনি জানালেন, এখন ধান ঝাড়াইয়ের সময় চলছে। গ্রামের মানুষের কুলোর প্রয়োজন হবে। তাই এই সময় চাহিদা আরও বেড়ে যায়। আবার চওড়াহাট বাজারেই আরও একটু এগোতেই দেখা গেল, বিয়ের জন্য নানা নকশা আঁকা বিশেষ কুলো-চালনের বিক্রিও চলছে জোরকদমে। দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে ব্যবসায়ী আনন্দ পাল অবশ্য বললেন, 'শুধু বিয়ে নয়, যে কোনও পুজো, গৃহপ্রবেশ, নামকরণ সহ সবকিছুর জন্যই কুলো-চালন লাগে। তাই বছরের সব সময়ই বিক্রি সমান থাকে।' দিন বদলাচ্ছে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আধুনিক হচ্ছে পৃথিবী। তবে কিছু জিনিস আজও বাঙালির সংস্কৃতি, আবেগ ও আচার-অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অংশ। বাঁশের তৈরি চালন ও কুলো তার মধ্যে অন্যতম। ফলে এই দুই ঐতিহ্যবাহী সামগ্রী বাঙালি ঘরে আজও অটুট।

মোরা চলব একসঙ্গে... পুতিনকে নিয়ে ৭ লোককল্যাণ মার্গে নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে।

### আলিঙ্গন-করমর্দন-এক গাড়িতে সফর

# মোদি-পুতিন সখ্যে দৃঢ় ভারত-রুশ মৈত্রী

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর :** 'কুছ তো লোগ ক্যাহেঙ্গে, লোগো কা কাম হ্যায় ক্যাহেনা...'

মস্কোর থেকে তেল কেনা নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রক্তচক্ষু ও শুল্ক তোপের মধ্যেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভারতের মাটি ছুঁল রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিমান। নয়াদিল্লির পালাম বিমানবন্দরে তাঁকে লাল কার্পেট পেতে স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী যে ব্যক্তিগতভাবে পালাম বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকবেন সেই খবর অবশ্য সরকারিভাবে ছিল না ক্রেমলিনের কাছে। রাশিয়ার সরকারি বার্তায় জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে নিজে উপস্থিত থাকবেন পালাম বিমানবন্দরে এ সম্পর্কে তাদের কাছে আগাম কোনও বার্তা ছিল না, এটা তাদের কাছে একটা মধুর চমক। এই মুহূর্তে শুধুমাত্র রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনই নয়, তাঁর সঙ্গে ভারতে উপস্থিত আছেন রাশিয়ার সরকারের একাধিক মন্ত্রী ও শীর্ষ আধিকারিকরাও। বিমান থেকে নেমে আসতেই পুতিনের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রথমে করমর্দন তারপর উষ্ণ আলিঙ্গনে স্বাগত জানান মোদি।

রুশ প্রেসিডেন্টের আতিথেয়তায় পালাম বিমানবন্দরে বিশেষ সাংস্কৃতিক নৃত্য পরিবেশন ও মনোমুগ্ধকর আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর মোদির সঙ্গে একটি সাদা ফরচুনারে চেপে কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ৭ লোককল্যাণ মার্গের বাসভবনে পৌঁছোন পুতিন। সেখানেই দুই রাষ্ট্রনেতা নৈশভোজের বৈঠকে বসেন। প্রসঙ্গত, এর আগে চিনে এসসিও বৈঠকে যোগ দিতে গিয়ে পুতিনের সঙ্গে তাঁর বুলেটপ্রুফ লিমুজিনে চড়েছিলেন মোদি। সেই প্রসঙ্গে ভারতে আসার আগে একটি সংবাদমাধ্যমকে রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে গাড়িতে চেপে ভ্রমণ করাটা আমারই ভাবনা ছিল। আমাদের বন্ধুত্বের প্রতীক ছিল ওই সফর।' বৃহস্পতিবার মোদির সাদা ফরচুনারে পুতিনের সফরের পর

> আমার বন্ধু প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ভারতে স্বাগত জানাতে পেরে আমি খুব খুশি। আজ সন্ধ্যায় এবং আগামীকাল আমাদের মধ্যে আলাপচারিতার ব্যাপারে অপেক্ষা করছি। ভারত-রুশ বন্ধুত্ব একটি সময়োত্তীর্ণ মৈত্রী যা আমাদের জনসাধারণকে দারুণভাবে উপকৃত করেছে।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

বন্ধুত্বের সেই বৃত্তটাই যেন সম্পূর্ণ হল।

পুতিনকে ভারতে স্বাগত জানিয়ে মোদি এক্সে লিখেছেন, 'আমার বন্ধু প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ভারতে স্বাগত জানাতে পেরে আমি খুব খুশি। আজ সন্ধ্যায় এবং আগামীকাল আমাদের মধ্যে আলাপচারিতার ব্যাপারে অপেক্ষা করছি। ভারত-রুশ বন্ধুত্ব একটি সময়োত্তীর্ণ মৈত্রী যা আমাদের জনসাধারণকে দারুণভাবে উপকৃত করেছে।' বাস্তবিকই তাই। ঠান্ডাযুদ্ধের সময় থেকে ইউক্রেন যুদ্ধ-যাবতীয় ঝড় সামলে নয়াদিল্লি-মস্কো সখ্যের বাঁধন ক্রমশ মজবুত হয়েছে। মোদি-পুতিন ব্যক্তিগত সম্পর্ক সেই বাঁধনকে আরও দৃঢ় করেছে।

এদিকে পুতিনের ভারতে আসার আগে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সংসদের বাইরে অভিযোগ করেন, 'বাজপেয়ী জমানায়, মনমোহন সিংয়ের জমানায় বিরোধী নেতাদের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাতের পুরোনো পরম্পরা চালু ছিল। কিন্তু এখন যদি ভারতে বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানরা আসেন কিংবা আমি বিদেশে যাই তাহলে সরকার আমার সঙ্গে দেখা করতে বারণ করে দেয়। শুধু সরকার নয়, আমরাও ভারতের প্রতিনিধিত্ব করি।'

রাহুলের এই বক্তব্য অবশ্য খণ্ডন করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক। একটি সূত্র জানিয়েছে, রাহুল গান্ধি বিরোধী দলনেতা হওয়ার পর থেকে অন্তত চারজন বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। রাহুল বিরোধী দলনেতা হওয়ার পর ২০২৪ সালের ১০ জুন বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ওই বছর ২১ অগাস্ট মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম, চলতি বছরের ১৮ মার্চ নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুক্সোন এবং গত ১৬ সেপ্টেম্বর মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী নবীনচন্দ্র রামগুলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কেন্দ্র জানিয়েছে, বিদেশি অতিথিরা সরকারের বাইরে আর কার সঙ্গে দেখা করবেন সেটা তাঁরা ঠিক করেন। সরকারের সেখানে কোনও ভূমিকা নেই।

# নিজামের প্রাসাদ স্বাগত জানাবে ভ্লাদিমির পুতিনকে

**নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর :** ২৩তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে বৃহস্পতিবার দু-দিনের সফরে ভারতে এলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এই সফরে দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য সহ বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক চুক্তি হওয়ার কথা। কিন্তু সেই সবের মাঝেই পুতিনের এই সফরের অন্যতম আকর্ষণ দিল্লির হায়দরাবাদ হাউস। কারণ, এটি শুধু একটি বৈঠকের স্থান নয়, ভারতের ঐশ্বর্যশালী ইতিহাসের এক জীবন্ত দলিল।

হায়দরাবাদের শেষ নিজাম মীর উসমান আলি খানের দিল্লির প্রাসাদটিই বর্তমানে হায়দরাবাদ হাউস হিসেবে পরিচিত। তিনি ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের সবথেকে ধনী ব্যক্তি। ১৯২০-র দশকে হায়দরাবাদ হাউস তৈরি করতে খরচ হয়েছিল ১৭০ কোটি টাকা। হিরেমুক্তোর মালিক নিজাম চেয়েছিলেন ভাইসরয়ের ভবনের কাছাকাছি একটি জমকালো প্রাসাদ তৈরি করতে। সেই ইচ্ছাপূরণ করতে এগিয়ে আসেন ব্রিটিশ স্থপতি এডউইন লুটিয়েন্স। তৈরি করেন প্রজাপতি আকৃতির প্রাসাদটি। এর মাঝখানে রয়েছে গম্বুজ, দু'দিকে ছড়ানো ডানা— দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যের নিদর্শন বয়ে চলা ৩৬ কক্ষের হায়দরাবাদ হাউস ছিল সেই সময়কার নয়াদিল্লির সবচেয়ে রাজকীয় প্রাসাদ।

স্বাধীনতার পর প্রাসাদটি ভারত সরকারের হাতে আসে। ১৯৭৪ সাল থেকে এটি বিদেশমন্ত্রকের অধীনে। একসময় প্রাসাদ ছিল রাজকীয়তার প্রতীক, আজ তা বিশ্ব কূটনীতির শক্তিশালী মঞ্চ। বিল ক্লিনটন, জর্জ ডব্লিউ বুশ থেকে শুরু করে ভ্লাদিমির পুতিন— সবাই এসেছেন এই ঐতিহাসিক প্রাঙ্গণে। নিজামের ব্যক্তিগত সম্পদ এখন ভারতের কূটনৈতিক ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছে। যে ভবন একসময় নিজামের চরম ঐশ্বর্যের প্রতীক ছিল, আজ সেই ১, অশোকা রোডস্থিত ৩৬ কক্ষের, হায়দরাবাদ হাউস আন্তর্জাতিক কূটনীতির কেন্দ্র।

### ১০ লাখির রাজকীয় ঠিকানা

**নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর :** আইটিসি মৌর্য হোটেলের প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুইট এখন রাজধানীতে অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। 'চাণক্য স্যুইট' নামে পরিচিত। এখানেই দু'দিন থাকবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। স্বভাবতই হোটেলের চারপাশে নিরাপত্তাকর্মীদের ভিড়। বিলাসবহুল এই রাজকীয় ঠিকানার প্রতি রাতের ভাড়া ১০ লাখ টাকা। ৪,৬০০ বর্গফুটের স্যুইটটিতে বিশ্বের তাবড় রাষ্ট্রনায়কেরা থেকেছেন। এখানে রয়েছে দুটি শোওয়ার ঘর, একটি বসার ঘর, অফিস স্পেস, ১২ আসনের ডাইনিং রুম, মিনি স্পা ও জিম।

দেওয়ালগুলি সিল্কের প্যানেলে মোড়া। তাতে রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা। এখানে থেকেছেন বিল ক্লিনটন, জো বাইডেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো বিশ্বনেতারা। স্বভাবতই চাণক্য স্যুইটের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। পুতিনের আগমন উপলক্ষ্যে গোটা হোটেলটিকে দুর্গের মতো কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে।

# বিএলও'র মৃত্যু, সুপ্রিম নিশানায় রাজ্যগুলি

**নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর :** ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের কাজের চাপে দেশজুড়ে বিএলও-দের মৃত্যুমিছিল কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান-সর্বত্রই ছবিটা এক। লাগাতার বিএলও আত্মহত্যার জন্য বিরোধীরা নির্বাচন কমিশনকে কাঠগড়ায় তুলেছে। বিএলওদের মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করল শীর্ষ আদালত। কিন্তু বিএলও-দের উদ্বেগজনক পরিস্থিতির জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিকেই দায়ী করেছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ।

তাদের পর্যবেক্ষণ, 'এসআইআরের কাজে যেখানে ১০ হাজার লোককে নিয়োগ করা হয়েছে, সেখানে আরও ৩০ হাজার লোককে নিয়োগ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কাজের চাপ কমতে পারে বিএলও-দের।' যে সমস্ত বিএলও কাজে অব্যাহতি চেয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন, বিশেষ করে যাঁরা অসুস্থ বা অন্য কারণে যাঁরা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন, তাঁদের ছুটি মঞ্জুর করার পাশাপাশি বিকল্প বিএলও নিয়োগ করতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত বলেছে, যদি ভোটের কাজে অতিরিক্ত কর্মীর প্রয়োজন হয়, তাহলে রাজ্য সরকার সেই কর্মী জোগান দিতে বাধ্য। যদি ওই স্বস্তিটুকু দেওয়া না হয়, তাহলে বিএলও-রা আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন।



**যা নির্দেশ**

- এসআইআরের কাজে ১০ হাজার লোককে নিয়োগ করা হয়েছে, সেখানে আরও ৩০ হাজার লোককে নিয়োগ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কাজের চাপ কমতে পারে বিএলও-দের
- বিএলওরা অসুস্থ বা অন্য কারণে যারা অসুবিধার জন্য কাজে অব্যাহতি চাইলে তাঁদের ছুটি মঞ্জুর করতে হবে
- প্রয়োজনে নতুন বিএলও নিয়োগ করতে হবে

তামিল অভিনেতা বিজয়ের দল টিভিকের তরফে বিএলও-দের মৃত্যু নিয়ে কমিশনকে দায়ী করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিল। তারা অভিযোগ করেছিল, কমিশন জোর করে বিএলও-দের ওপর কাজ চাপাচ্ছে। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৩২ নম্বর ধারাকে হাতিয়ার করে ভয় দেখানো হচ্ছে। ওই ধারায় কর্তব্যে গাফিলতি ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট বিএলও-র ২ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। টিভিকের অভিযোগ, এই আতঙ্কেই বিএলও-দের মৃত্যু হচ্ছে, অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। মৃতদের অনেকেরই বয়স ৩৫ থেকে ৪০ বছর। তাঁদের আইনজীবীর সওয়াল, উত্তরপ্রদেশে বিএলও-দের বিরুদ্ধে ৫০ মামলা দায়ের হয়েছে। টিভিতে এসব দেখানো হচ্ছে। তাতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন বিএলও-রা। কমিশনের আইনজীবী অবশ্য টিভিকের অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে পালটা অভিযোগ করেছেন। প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, বিএলও-রা রাজ্য সরকারের কর্মী, কমিশনের নয়। কাজের জন্য আরও লোকের প্রয়োজন হলে রাজ্য নিয়োগ করতে বাধ্য।

# সংসদে তামাক শুল্ক বিল পাশ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর :** সংসদে পাশ হয়ে গেল 'কেন্দ্রীয় আবগারি (সংশোধন) বিল, ২০২৫'। তামাক ও সংশ্লিষ্ট পণ্যের ওপর উচ্চ আবগারি শুল্ক আরোপের জন্য এই বিল আনা হয়। বৃহস্পতিবার শীতকালীন অধিবেশনের চতুর্থ দিনে সেই বিলে অনুমতি দিয়েছে সংসদ। জিএসটি ক্ষতিপূরণ সেস শেষ হওয়ার পর এই নতুন শুল্ক কার্যকর হবে। বিলটি লোকসভায় বুধবারই পাশ হয়েছিল।

এদিন অধিবেশনের শুরুতে বিরোধী শিবিরের মধ্যে স্পষ্ট ফাটল চোখে পড়ে। একদিকে তৃণমূল সাংসদরা বাংলার বকেয়ার দাবিতে বিজয় চক থেকে সংসদ পর্যন্ত হেঁটে প্রতিবাদ করেন। অন্যদিকে কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দল সংসদের মকরদ্বারের সামনে দিল্লির দূষণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে।

রাজ্যসভায় বিল নিয়ে আলোচনার জবাবে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানান, তামাক চাষের পরিবর্তে কৃষকদের অন্যান্য লাভজনক ফসল চাষে উৎসাহিত করা হচ্ছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ সহ ১০টি রাজ্যে ১ লক্ষ একরের বেশি জমিতে এই পরিবর্তন চলছে।

সংসদজুড়ে এদিন রাজনৈতিক নাটকীয়তা ছিল চরমে। বিল আলোচনার সময় নির্মলা বাংলার বকেয়া প্রসঙ্গে বলেন, রাজ্যকে প্রচুর অর্থ দেওয়া হয়েছে এবং তৃণমূল সাংসদদের বকেয়া সংক্রান্ত দাবিগুলি সত্য নয়।

অর্থমন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রতিবাদে তৃণমূল সাংসদরা 'পয়েন্ট অফ অর্ডার' উত্থাপন করতে চান। কারণ তাঁদের অভিযোগ, অর্থমন্ত্রী ভুল তথ্য দিচ্ছেন সংসদকে। কিন্তু চেয়ারম্যান তাঁদের অনুমতি না দেওয়ায় বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল সাংসদরা। এই ঘটনায় তৃণমূলের সঙ্গে ডিএমকে, সপা এবং আপের সাংসদরাও ওয়াকআউট করেন। তৃণমূলের অভিযোগ, এইসময় কংগ্রেস সাংসদরা নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিলেন।

লোকসভায় স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সেস বিল আলোচনার সময় তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় এবং অর্থমন্ত্রীর মধ্যে ভাষা নিয়ে তর্জা শুরু হয়। অর্থমন্ত্রীর হিন্দিতে দেওয়া বক্তব্য নিয়ে সৌগত রায় আপত্তি জানিয়ে বলেন, 'আমরা বাঙালি, আমরা এতটা হিন্দি বুঝি না।'

জবাবে নির্মলা বলেন, অনুবাদ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সদস্যরা যে কোনও ভাষায় বক্তব্য শুনতে পারেন। সৌগত পালটা বলেন, 'আমরা বাঙালি এবং বাঙালিই থাকব।' সভাপতি তখন তাঁকে সতর্ক করে বলেন, 'আপনি বাঙালি, কিন্তু হিন্দি সম্পর্কে এভাবে বলতে পারেন না।'



তুঝে দেখা তো... লন্ডনের একটি অনুষ্ঠানে পর্দার রাজ-সিমরন জুটি।

# আমেরিকা থেকে ফেরত ৩০০০

**নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর :** বেআইনিভাবে বসবাসের অভিযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতীয় নাগরিকদের বহিষ্কারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর জানান, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মোট ৩,২৫৮ জন ভারতীয় নাগরিককে মার্কিন সরকার দেশে ফেরত পাঠিয়েছে।

তিনি জানান, ২০০৯ সাল থেকে চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১৮,৮২২ জন ভারতীয় নাগরিককে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে ফেরত পাঠানোর ঘটনা অবৈধ অভিবাসন এবং মানব পাচারের মতো গুরুতর সমস্যাগুলির ওপর নতুন করে আলোকপাত করেছে।

বিদেশমন্ত্রী বলেন, সরকার নির্বাসিত নাগরিকদের প্রতি মানবিক আচরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছে কড়া ভাষায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের ক্ষেত্রে হাতকড়া বা শিকল ব্যবহারের মতো অমানবিক আচরণের বিষয়ে ভারত তার আপত্তির কথা জানিয়েছে।

# জেহাদি সাহিত্য নিষিদ্ধ অসমে

**গুয়াহাটি, ৪ ডিসেম্বর :** জঙ্গিবাদের মূলে আঘাত করল অসম সরকার। চরমপন্থা ও জঙ্গিবাদে তরুণ সমাজকে মগজধোলাই করার চক্রান্ত রুখতে কড়া পদক্ষেপ করেছে হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকার। সবরকমের জেহাদি সাহিত্য প্রকাশ, মুদ্রণ, বিক্রি ও ডিজিটালভাবে প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস)-র ৯৮ ধারা প্রয়োগ করে নির্দেশ জারি করা হয়েছে। গোয়েন্দা রিপোর্ট ও সাইবার নজরদারি থেকে জানা গিয়েছে, জেহাদি সংক্রান্ত লেখাপত্র, ডকুমেন্ট ও ডিজিটাল কনটেন্টগুলি রাজ্যের তরুণ, তরুণীদের উগ্রপন্থায় প্ররোচিত করছে। জঙ্গিবাদের আদর্শগত প্রবাহ বন্ধ করে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখাই সরকারের মূল উদ্দেশ্য। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে অবিলম্বে সরকারি নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

# লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে খালেদাকে

**ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর :** চিকিৎসকদের পরামর্শে বিএনপির চেয়ারপার্সন তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতের পর কিংবা শুক্রবার ভোরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে। বৃহস্পতিবার ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে সাংবাদিকদের একথা জানান খালেদার চিকিৎসক এজেডএম জাহিদ হোসেন। পরে বিএনপির মহাসচিব গুলশানের দলীয় কার্যালয়ে জানান, কাতারের আমিরের পাঠানো এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হবে দলনেত্রীকে।



বিএনপির একটি সূত্রের খবর, খালেদার সঙ্গে লন্ডনে যাবেন তাঁর পুত্রবধূ সৈয়দা শামিলা রহমান, চিকিৎসক এজেডএম জাহিদ হোসেন, চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা মোহাম্মদ এনামুল হক চৌধুরী সহ মোট ১৪ জন। খালেদার চিকিৎসক জানিয়েছেন, মেডিকেল বোর্ডের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ও তাঁর বর্তমান শারীরিক অবস্থার ভিত্তিতে তাঁকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত ১২ দিন ধরে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন খালেদা জিয়া। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও বিপদ পুরোপুরি কাটেনি বলে জানা গিয়েছে। বুধবার খালেদা জিয়াকে দেখতে গিয়েছিলেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

# ভারত-মার্কিন চুক্তি

**নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর :** প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সফর শুরুর আগেই ঐতিহাসিক প্রতিরক্ষা চুক্তি হয়ে গেল ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। গুরুত্বপূর্ণ ওই চুক্তির ফলে ভারতীয় নৌসেনার হাতে আসছে ২৪টি অত্যাধুনিক এমএইচ-৬০ আর সি-হক হেলিকপ্টারের দীর্ঘমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ কবচ। এর মূল্য ৭,৯৯৫ কোটি টাকা। মার্কিন বিদেশমন্ত্রক এক্স হ্যান্ডেলে বিষয়টি উল্লেখ করেছে। ভারতীয় নৌসেনার শক্তিবৃদ্ধিতে চুক্তিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে ভারত মহাসাগরে চিনের মোকাবিলায় নজরদারি আরও বাড়াতে পারবে নৌবাহিনী। পুতিনের সফরে ভারতের লক্ষ্য এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে আলোচনা। তার আগেই আমেরিকার সঙ্গে বড় মাপের চুক্তি প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের কৌশলগত ভারসাম্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রেও বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ।

লকহিড মার্টিন নির্মিত হেলিকপ্টারগুলি দীর্ঘকালীন অপারেশনের পক্ষে উপযুক্ত। চুক্তিতে রয়েছে, কপ্টারের খুচরো যন্ত্রাংশ সরবরাহ, রক্ষণাবেক্ষণের সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের মেরামত ও প্রতিস্থাপন সবই দেবে আমেরিকা। এই হেলিকপ্টার নৌসেনার সামুদ্রিক ক্ষমতা বাড়াবে। ডুবোজাহাজ-বিধ্বংসী যুদ্ধ, সারফেস-বিধ্বংসী মিশন, নজরদারি ও উদ্ধার অভিযানে ব্যাপকভাবে কার্যকর এই হেলিকপ্টারগুলি।

# প্রয়াত সুষমার স্বামী স্বরাজ

**নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর :** চলে গেলেন মিজোরামের প্রাক্তন রাজ্যপাল স্বরাজ কৌশল। প্রয়াত কেন্দ্রীয়মন্ত্রী সুষমা স্বরাজের স্বামীর মৃত্যু হয়েছে বৃহস্পতিবার। বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। বিশিষ্ট আইনজীবীর কন্যা, নয়াদিল্লির বিজেপি সাংসদ বাঁশুরি স্বরাজ বাবার মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান। তিনি জানিয়েছেন, বুকে ব্যথা হওয়ায় তাঁকে চটজলদি এইমসে নিয়ে যাওয়া হয়। তাতে কোনও কাজ হয়নি। বাঁশুরি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'বাবা, তোমার চলে যাওয়া আমার কাছে গভীরতম বেদনা। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তুমি এখন শান্তিতে মায়ের সঙ্গে মিলিত হচ্ছো। তোমার স্নেহ, সারল্য, নিয়মশৃঙ্খলা, দেশাত্মবোধ ও অপরিসীম ধৈর্য আমার জীবনের আলো। সেই আলো কোনওদিন নিভে যাবে না।'

# শয়ে-শয়ে বিমান বাতিলে নাভিশ্বাস যাত্রীদের

### নয়া বিধিনিষেধের ধাক্কায় জেরবার ইন্ডিগো পরিষেবা

**নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর :** দিনের পর দিন শয়ে শয়ে বিমান বাতিল। গোটা নভেম্বর ধরলে বাতিলের সংখ্যা ১,২৩২। বদল বহু উড়ানের সময়সূচিতেও। এর জেরে দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু সহ দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরে চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন যাত্রীরা। বুধবার প্রায় ২০০টিরও বেশি উড়ান বাতিল হওয়ার পর বৃহস্পতিবারও নতুন করে অন্তত শ'তিনেক বিমান নির্ধারিত সময়ে উড়তে পারেনি বা বাতিল করতে হয়েছে। লাগাতার বিমান পরিষেবা বিপর্যয়ের জেরে হাজার হাজার যাত্রী ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছেন।

নজিরবিহীন সমস্যার মূলে একটি নতুন বিধি। সম্প্রতি বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা নতুন 'ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন' বা এফডিটিএল নির্দেশিকা জারি করে। বিমানচালক ও কেবিন ক্রুদের কাজের সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার কথা মাথায় রেখে নতুন এই কঠোর বিধিগুলি চালু করা হয়েছে। এতে কর্মীদের দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাজের সময় কমানো হয়েছে এবং বাধ্যতামূলক বিশ্রামের সময় বাড়ানো হয়েছে, যা মূলত বিমানকর্মীদের সুরক্ষা এবং সামগ্রিক বিমান নিরাপত্তার কথা ভেবেই করা হয়েছে।



**উড়ান বিভ্রাটের কারণ**

- **নতুন নিয়ম :** নিয়ন্ত্রক সংস্থার নতুন 'ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন' বিধি, যা বিমানচালক ও কর্মীদের কাজের সময় কমিয়ে দিয়েছে এবং বিশ্রামের সময় বাড়িয়েছে
- **কর্মীর অভাব :** নতুন নিয়ম মেনে পরিষেবা দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত কর্মী ইন্ডিগোর হাতে নেই
- **কঠোর রোস্টার :** ইন্ডিগোর 'টাইট রোস্টার' এবং 'অপারেশনাল কাঠামো', যা নতুন নিয়মের সঙ্গে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ
- **সমন্বয়ের অভাব :** কর্মীর কাজের সময় পালটে যাওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে কর্মীদের রোস্টার পুনর্বিন্যাস করতে না পারা

কিন্তু এই নতুন নিয়ম মেনে চলতে গিয়েই সমস্যায় ইন্ডিগোর মতো সংস্থা। খুব কম খরচে বিমান পরিষেবা দেয় ইন্ডিগো। এই পরিষেবা দিতে গিয়ে কঠোর সময়সূচি-ভিত্তিক অপারেশনাল মডেল অনুসরণ করতে হয় সংস্থাকে। তাদের কর্মীদের রস্টার বা কাজের তালিকা সাধারণত খুবই 'আঁটসাঁট' হয়, যাতে বিমানকর্মীদের বিশ্রাম নেওয়ার সময় থাকে ন্যূনতম।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ইন্ডিগোর এই 'টাইট রস্টার' বা কঠোর কর্মপ্রক্রিয়ার কারণেই সংস্থা বেকায়দায় পড়েছে। নতুন ও নিরাপত্তা-কেন্দ্রিক এফডিটিএল বিধি মেনে চলতে গিয়ে তাদের তড়িঘড়ি বিপুল সংখ্যক অতিরিক্ত বিমানচালক ও ক্রুর প্রয়োজন, যা এই মুহূর্তে সংস্থার হাতে নেই। পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী না থাকাতেই ইন্ডিগোকে বাধ্য হয়ে ফ্লাইট বাতিল করতে হচ্ছে। এই অব্যবস্থা হাজার হাজার যাত্রীর গুরুত্বপূর্ণ সফর ও পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে।

দেশজুড়ে বিমান চলাচলে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটার কারণে গ্রাহকদের অসুবিধার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন ইন্ডিগোর সিইও পিটার এলবার্স। তিনি বলেন, 'আমরা আমাদের গ্রাহকদের (দৈনিক প্রায় ৩.৮০ লক্ষ) কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা রক্ষা করতে পারিনি। এর জন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।'

# আত্মঘাতী আইটি কর্মী

**বেঙ্গালুরু, ৪ ডিসেম্বর :** দুই পড়শি, পুর আধিকারিকদের হয়রানি ও ঘুষের জুলুমে আত্মঘাতী হলেন বেঙ্গালুরুর বছর ৪৫-এর প্রাক্তন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। এমনই অভিযোগ। পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

বৃহস্পতিবার নাল্লুরাহাল্লির এক নির্মীয়মাণ বাড়িতে মুরলী গোবিন্দ রাজু নামে ওই তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ মিলেছে। পরিবারের অভিযোগ, পুর আধিকারিকরা তাঁর ওপর জমি, বাড়ি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে লাগাতার মানসিক অত্যাচার চালাচ্ছিলেন। হয়েছে আর্থিক অত্যাচারও। মৃতের স্ত্রী, দুই সন্তান ও মা রয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া ১০ পাতার সুইসাইড নোটে মুরলী লিখেছেন, 'একটি নির্মাণ সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে আমার দুই পড়শি শশী, ঊষা নাম্বিয়ার ও গ্রেটার বেঙ্গালুরু অথরিটির (জিবিএ)-র আধিকারিকরা আমার কাছে ২০ লক্ষ টাকা ঘুষ চেয়েছিলেন। টাকা দিতে না পারায় হয়রানি করা হচ্ছিল। চাপ ও হয়রানির জেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলাম।' ঘটনায় পুলিশ মামলা রুজু করেছে।

# জামিন হানি বাবুর

**মুম্বই, ৪ ডিসেম্বর :** বহু-আলোচিত এলগার পরিষদ-মাওবাদী যোগ মামলায় অভিযুক্ত দিল্লির প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক হানি বাবুর জামিন মঞ্জুর করল বম্বে হাইকোর্ট। দীর্ঘ পাঁচ বছর চার মাস ধরে তিনি বিনা বিচারে কারাগারে বন্দি ছিলেন। মূলত এই 'প্রলম্বিত কারাবাসের' যুক্তিকেই প্রাধান্য দিয়ে বৃহস্পতিবার তাঁর জামিন মঞ্জুর করে বিচারপতি অজয় এস গড়করি এবং রণজিৎ সিনহা, আর ভোঁসলের ডিভিশন বেঞ্চ।

# সুপার কাপ ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল
## লড়াই গোয়ার সঙ্গে

**ইস্টবেঙ্গল-৩ (রশিদ, সিবিলে ও সাউল)**
**পাঞ্জাব এফসি-১ (রামিরেজ-পেনাল্টি)**

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর :** মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মতো হেভিওয়েট দলকে টপকে গ্রুপ থেকে সেমিফাইনালে। ফ্লুকে নয়, যোগ্য হিসাবেই যে তাঁরা শীর্ষে থেকে নকআউটে, সেটা বোঝানোর চ্যালেঞ্জ ছিল ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের কাছে। আর সেই চ্যালেঞ্জে লাল-হলুদ বাহিনী একশোয় একশো।

গ্রুপ লিগ শেষের প্রায় এক মাস পর হচ্ছে সুপার কাপের নকআউট পর্ব। ছন্দ হারিয়ে ফেলার একটা সম্ভাবনা থাকে এরকম ক্ষেত্রে। সুখের কথা, এবার অস্কার ব্রুজোঁর দল অনেক বেশি লক্ষ্যে স্থির। বহুদিন পর যেন বদলে যাওয়া ইস্টবেঙ্গলকে দেখছেন লাল-হলুদ সমর্থকরা। এর বড় কারণ, সঠিক দল গঠন। বাকি কিছু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ডিফেন্সে কেভিন সিবিলে ও মাঝমাঠে মহম্মদ বসিম রশিদ

*ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দিয়ে লাফ কেভিন সিবিলের।*

ও আক্রমণে মিগুয়েল ফিগুয়েরার অন্তর্ভুক্তি দলের মধ্যে অসম্ভব গভীরতা ও আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে। এতটাই যে এদিন হামিদ আহদাদের চোটের ফলে স্কোয়াডে না থাকা খুব একটা সমস্যায় ফেলেনি ইস্টবেঙ্গলকে। প্রথম একাদশে ছিলেন না জয় গুপ্তাও। তাঁর জায়গা দিব্যি সামলালেন লালচুংনুঙ্গা। বাকিরাও যথাযথ বলেই শুরু থেকে চাপ রেখে খেলছিল ইস্টবেঙ্গল। যার ফসল মাত্র ৯ মিনিটের গোল। বিপিন সিংয়ের ছোট কর্নার ধরে মিগুয়েলের ক্রসে বক্সের মধ্যে হিরোশি ইবুসুকির ভুল হেডে বেরিয়ে আসা বলে রশিদের জোরালো মাপা শট একাধিক পায়ের জঙ্গল এড়িয়ে গোলে ঢুকে যায়। ভিড়ের মধ্যে মুহিত সাব্বির বল দেখতেই পাননি। এদিন নিজে গোল না পেলেও সবকয়টা গোলে মিগুয়েল অবদান রেখেছেন। তাঁর কর্নারে দর্শনীয় হেডে ২-১ করেন কেভিন।

প্রথম গোলের পর খেলা কিছুটা ঢিমেতালে চলছিল। এই সময়েই ইস্টবেঙ্গল বক্সে বিনীত রাইয়ের একটা হেড হাতে লেগে যাওয়ায় পেনাল্টি দেন রেফারি অম্বীন। ৩৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল ড্যানিয়েল রামিরেজের। এই পেনাল্টি দেওয়া থেকেই অসন্তোষ শুরু অস্কার ব্রুজোঁর। এরপর বিরতির ঠিক আগের মুহূর্তে সিবিলের গোলের ঠিক আগে চতুর্থ রেফারির সঙ্গে তর্ক করে তিনি হলুদ কার্ড দেখার পর আবার চতুর্থ রেফারির মুখের সামনে গিয়ে গোলের উৎসব পালন করতেই তাঁকে মার্চিং অর্ডার দেন রেফারি। ফাইনালেও তিনি নেই। তবে তাঁর এই না থাকার সুযোগ পরের ৪৫ মিনিটে নিতে ব্যর্থ পাঞ্জাব এফসি। সম্ভবত পাঞ্জাবের ঠান্ডা থেকে এসে গোয়ার প্রবল গরম সহ্য হয়নি লিও অগাস্টিন-নিখিল প্রভুদের। ৭২ মিনিটেই মিগুয়েলের পাস থেকে গোল করে জয় নিশ্চিত করেন সাউল ক্রেসপো। ম্যাচের শেষদিকে বেদে ওসুজি গোলমুখ খোলার চেষ্টা করলেও সফল হননি। এই নিয়ে তৃতীয়বার সুপার কাপ ফাইনালে গেল ইস্টবেঙ্গল।

এদিনের সহজ জয় ফাইনালের আগে মানসিকভাবে অনেকটা এগিয়ে দিল ইস্টবেঙ্গলকে। ফলে এফসি গোয়ার মতো হেভিওয়েট দলের কাজটা সহজ হবে না আশা করতেই পারেন সমর্থকরা। এদিন গোয়া ২-১ গোলে মুম্বই সিটি এফসি-কে হারিয়ে ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে। গোয়ার হয়ে গোল করেন ব্রাইসন ফার্নান্ডেজ ও ডেভিড টিমর। মুম্বইয়ের গোলস্কোরার ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজ।

**ইস্টবেঙ্গল ঃ প্রভসুখান, রাকিপ, আনোয়ার, সিবিলে, নুঙ্গা (জয়), মহেশ (এডমুন্ড), সাউল, রশিদ, বিপিন (বিষ্ণু), মিগুয়েল (ডেভিড) ও হিরোশি।**

*ফাইনালে ওঠার পর সেলফিতে তিন গোলস্কোরার মহম্মদ বসিম রশিদ, কেভিন সিবিলে ও সাউল ক্রেসপো। বৃহস্পতিবার ফতোরদায়।*

## রোমাঞ্চিত সাউল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর :** সুপার কাপ ফাইনালে উঠে রোমাঞ্চিত ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক সাউল ক্রেসপো। তবে কাজ এখানেই শেষ নয়। কথাটা সাউল নিজে যেমন মাথায় রাখছেন, তেমনই মনে করিয়ে দিচ্ছেন সতীর্থদেরও। ফাইনালের মঞ্চটা তাঁর কাছে নতুন নয়। ২০২২-'২৩ মরশুমে ওডিশা এফসি-র হয়ে প্রথমবার সুপার কাপ জয়। পরের মরশুমে সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। সেই দলেও ছিলেন সাউল। শুধু ছিলেনই না, ফাইনালে গোলও করেছিলেন তিনি। ওই চ্যাম্পিয়ন দলের বিদেশিদের মধ্যে সাউলই একমাত্র ফুটবলার যিনি এবারও ইস্টবেঙ্গল দলে রয়েছেন। কাজেই লাল-হলুদ সমর্থকদের চাহিদার কথা তাঁর কাছে অন্তত অজানা নয়।

জানেন, এইটুকুতেই খুশি হবে না ইস্টবেঙ্গল জনতা। পাঞ্জাব এফসি-কে সেমিফাইনালে হারানোর পর মাঠে দাঁড়িয়েই সাউলকে বলতে শোনা গেল, 'আরও একটা ফাইনালে খেলব আমরা। সেজন্য রোমাঞ্চিত। ফাইনালের গুরুত্ব আমরা জানি। বিশেষত সমর্থকদের জন্য ট্রফিটা জিততেই হবে।' ফাইনালের প্রতিপক্ষ তখনও নিশ্চিত হয়নি। তবে সাউল জানিয়ে দিলেন, প্রতিপক্ষ যেই হোক, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নন। বরং নিজেদের নিয়ে ভাবছেন তাঁরা। পাঞ্জাবের বিপক্ষে জয়টা এতটাই আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেডের। সাউলের কথায়, 'ফাইনালের প্রতিপক্ষকে নিয়ে ভাবছি না। আমরা তৈরি।'

**বন্দরনগরীতে পৌঁছে গেল দুই দল**

# কোচ গম্ভীর-কোহলির কাছে কৃতজ্ঞ রুতুরাজ

**ভাইজ্যাগ, ৪ ডিসেম্বর :** ভরসা দেখিয়েছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। মাঠে ব্যাটিংয়ের সময় তাঁকে সাফল্যের দিশা দিয়েছিলেন বিরাট কোহলি।

গম্ভীর-কোহলির ভরসা ও আস্থা পেলে একজন ক্রিকেটার কী করতে পারেন, গতকাল রায়পুরের মাঠে করে দেখিয়েছেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। চার নম্বরে ব্যাটিং করে একদিনের ক্রিকেটে প্রথম শতরান করেছেন। যদিও তাঁর শতরানের পরও টিম ইন্ডিয়া পরাজিতর দলে। চলতি একদিনের সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকা সমতা ফিরিয়েছে। ১-১ অবস্থায় থাকা ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের গতিপথ আপাতত ভাইজ্যাগ। বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে দুই দলই রায়পুর থেকে ভাইজ্যাগে পৌঁছে গিয়েছে। শনিবার একদিনের সিরিজের শেষ ম্যাচকে কেন্দ্র করে বন্দরনগরীতে উত্তেজনার পারদও চড়তে শুরু করেছে।

শ্রেয়স আইয়ার ফিট থাকলে হয়তো রুতুরাজের ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে জায়গাই হত না। রাঁচিতে প্রথম সুযোগে চার নম্বরে ব্যাট করে হতাশ করেছিলেন রুতুরাজ। রায়পুরে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের আসরে ছবিটা বদলে গিয়েছে। রুতুরাজের সঙ্গে বিরাটও শতরান করেছিলেন। কিন্তু ভারত জেতেনি ম্যাচ। বোলারদের ব্যর্থতার পাশে জঘন্য ফিল্ডিংয়ে মুখ পুড়েছে টিম ইন্ডিয়ার। রাতের সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে রুতুরাজ

*তৃতীয় ওডিআই খেলতে ভাইজ্যাগ পৌঁছে গেলেন বিরাট, রোহিতরা।*

বলেছেন, 'বিরাট ভাইয়ের সঙ্গে ব্যাটিংয়ের স্বপ্ন ছিল আমার। সেই স্বপ্নপূরণ হয়েছে। বিরাটভাই অনেক পরামর্শ দিয়েছে, সাহায্য করেছে ব্যাটিংয়ের সময়। যা আমার চিরকাল মনে থাকবে।' শুধু বিরাটভাই নন, রুতুরাজে আস্থা রেখেছিলেন কোচ গম্ভীরও। সিরিজ শুরুর আগে তাঁকে জানিয়েছিলেন, যাই হয়ে যাক, তিনি চার নম্বরেই ব্যাটিং করবেন। অতীতে চার নম্বরে ব্যাটিংয়ের বেশি অভিজ্ঞতা না থাকলেও কোচের আস্থা আত্মবিশ্বাস দিয়েছিল রুতুরাজকে। তাঁর কথায়, 'গোতিভাই সিরিজ শুরুর আগে আমায় বলেছিল, যাই হোক না কেন, আমি চার নম্বরেই ব্যাটিং করব। কোচের ভরসা আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। যার প্রভাব পড়েছে ব্যাটিংয়ে।'

এদিকে, জোড়া শতরানের পরও টিম ইন্ডিয়ার ম্যাচ হারের পর সমাজমাধ্যমে বিদ্রুপের শিকার হয়েছেন জোরে বোলার প্রসিধ কৃষ্ণা। তাঁকে পাকিস্তানের হ্যারিস রউফের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, পাকিস্তানের হ্যারিস থাকলে ভারতেরও প্রসিধ রয়েছে। রায়পুরে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের আসরে দুইটি উইকেট পেলেও ৮.২ ওভারে ৮৫ রান দিয়েছেন প্রসিধ। তাঁকে বল হাতে কখনোই স্বাভাবিক ছন্দে দেখা যায়নি। তাই প্রসিধকে সরিয়ে মহম্মদ সামিকে টিম ইন্ডিয়ায় ফেরানোর দাবিও উঠে গিয়েছে নতুনভাবে।

*ব্রেন্টফোর্ডের বিরুদ্ধে গোলের পর আর্সেনালের মিকেল মেরিনো।*

## ড্র করল লিভারপুল, এগোচ্ছে আর্সেনাল

**লন্ডন, ৪ ডিসেম্বর :** দুই দশকের খরা কাটিয়ে এবার কি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ঘরে তুলবে আর্সেনাল?

লিগে অর্ধেকেরও বেশি ম্যাচ বাকি। এখনই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার সুযোগ নেই। তবে আর্সেনাল যে ছন্দে এগোচ্ছে তাতে তাদের দিকে পাল্লা ক্রমশ ভারী হচ্ছে।

বুধবার রাতে ব্রেন্টফোর্ডকে ২-০ গোলে উড়িয়ে পয়েন্ট টেবিলে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল মিকেল আর্তেতার আর্সেনাল। ১১ মিনিটে গানারদের এগিয়ে দেন মিকেল মেরিনো। ম্যাচের সংযুক্তি সময় বুকায়ো সাকার গোলে জয় নিশ্চিত করে তারা।

একইদিনে আরও একবার পয়েন্ট খোয়াল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল। স্যান্ডারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র করল আর্নে স্লটের ছেলেরা। ৬৭ মিনিটে গোল হজম করে লিভারপুল। ৮১ মিনিটে স্যান্ডারল্যান্ডের আত্মঘাতী গোলে শেষপর্যন্ত কোনওক্রমে এক পয়েন্ট ঘরে তুলল তারা। অন্যদিকে লিডস ইউনাইটেডের কাছে ৩-১ গোলে হেরে গেল চেলসি।

# গোলাপি বলে রঙিন টক্কর স্টার্ক-রুটের

**ইংল্যান্ড-৩২৫/৯**
**(প্রথম দিনের শেষে)**

**ব্রিসবেন, ৪ ডিসেম্বর :** প্রথম দিনেই জমে গেল অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড গোলাপি বলের টেস্ট। ব্যাট-বলের তুল্যমূল্য লড়াই। দিনভর সেয়ানে সেয়ানে টক্কর। হাফডজন উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে যে দ্বৈরথে নেতৃত্ব দিলেন মিচেল স্টার্ক।

জো রুটের অপরাজিত শতরানের সুবাদে পালটা জবাব ইংল্যান্ডের। দুই মহাতারকার আকর্ষণীয় টক্কর উত্তাপ ছড়াল গোলাপি টেস্টে। পারথে প্রথম টেস্ট দুইদিনেই শেষ হয়। বোলারদের একচেটিয়া দাপটের মুখে পড়তে হয়েছিল ব্যাটারদের। বৃহস্পতিবার শুরু দিনরাতের ব্রিসবেন টেস্টে ভিন্ন ছবি।

স্টার্ক বনাম রুটের উপভোগ্য ক্রিকেটীয় যুদ্ধের ফল অজি বোলারদের ঝোলায় নয় শিকার। জবাবে দিনের শেষে ৩২৫ তুলে পালটা চ্যালেঞ্জ থ্রি লায়ন্সের। টসে জিতে এদিন ব্যাটিং নেয় ইংল্যান্ড। যদিও প্রথম ওভারেই বেন ডাকেটের (০) উইকেট খোয়ায় তারা। গোলাপি বলে বরাবর বিপজ্জনক স্টার্কের ঝোলায় ইংরেজ ওপেনার।

ডাকেটকে দিয়ে শুরু। তারপর একে একে ওলি পোপ (০), হ্যারি ব্রুক (৩১), উইল জ্যাকস (১৯) সহ হাফডজন উইকেট প্রাপ্তি। যার সুবাদে বাঁহাতি পেসার হিসেবে সবাধিক উইকেট শিকারে কিংবদন্তি ওয়াসিম আক্রামকে (১০৪ টেস্টে ৪১৪ উইকেট) পিছনে ফেলে নতুন নজির স্টার্কের (১০২ টেস্টে ৪১৫ উইকেট)।

কিছুটা দুর্ভাগ্যের শিকার বেন স্টোকস (১৯)। কভারে ঠেলে দিয়ে ১ রান নিতে গিয়ে রানআউট। রুট না বলে দেন। কিন্তু ইংল্যান্ড অধিনায়ক ক্রিজে ফেরার আগে সরাসরি থ্রোয়ে উইকেট ভেঙে দেন জোশ ইনগ্লিস।

এর আগে জ্যাক ক্রলি-রুট অবশ্য স্টার্কের দাপটের মাঝে তৃতীয় উইকেটে ১১৭ রানের পার্টনারশিপ গড়েন। যার সুবাদে ৫/২ স্কোর থেকে ইংল্যান্ড পৌঁছে গিয়েছিল ১২২/২ স্কোরে। অস্ট্রেলিয়ার পাঁচ পেসারের কেউই সেভাবে বিব্রত করতে পারেননি ক্রলি-রুটকে। শেষপর্যন্ত জুটি ভাঙেন মাইকেল নেসের। ক্রলির (৭৬) আউটের পর ইনিংসে ফের ধস।

*অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম টেস্ট শতরানের পর ইংল্যান্ডের জো রুট। বৃহস্পতিবার ব্রিসবেনে।*

*৬ উইকেট নেওয়ার সঙ্গে ওয়াসিম আক্রামের রেকর্ড ভাঙলেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা পেসার মিচেল স্টার্ক।*

## গাব্বার দিনরাতের টেস্ট

রুটকে যদিও টলানো যায়নি। অস্ট্রেলিয়া সফরে সেভাবে সাফল্য নেই। সেঞ্চুরির স্বাদ পাননি কখনও। সবাধিক ৮৯। ২০২১-'২২ সালের সফরে ব্রিসবেনে যে ইনিংস খেলেছিলেন। গোলাপি বলের টেস্টের প্রথম দিনেই সেই আক্ষেপ অনেকটাই মিটিয়ে নিলেন রুট।

২৬৪ রানে নবম উইকেট পড়ার পর এগারো নম্বর ব্যাটার জোফ্রা আর্চারকে নিয়ে ৬১ রান যোগ করেন রুট। অবশ্য এরমধ্যে দুইটি ছক্কা ও একটি চারের সাহায্যে ২৬ বলে ৩২ রান করে অপরাজিত থাকেন আর্চার। আইসিসি টেস্ট র‍্যাংকিংয়ের এক নম্বর ব্যাটার রুট ৪০তম সেঞ্চুরি পূরণ করে অপরাজিত ১৩৫-এ। সবাধিক সেঞ্চুরির তালিকায় রুটের সামনে শুধু শচীন তেন্ডুলকার (৫১), জ্যাক কালিস (৪৫) ও রিকি পন্টিং (৪১)।

# ভাইজ্যাগ-দ্বৈরথ নিয়ে হুংকার বাভুমার

**রায়পুর, ৪ ডিসেম্বর :** টেস্ট সিরিজের পর এবার কি ওডিআই সিরিজ জয়ের পালা? বুধবার ৩৫৯ রানের জয়লক্ষ্যে ভারত-বধের পর সেই আত্মবিশ্বাসের ঝলক দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমার গলায়।

রাঁচিতে উত্তেজক ম্যাচে ভারত ১৭ রানে জিতেছিল। রায়পুরে গতকাল দ্বিতীয় ম্যাচে পালটা জবাবে সিরিজ ১-১ করে নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। শনিবার সিরিজের শেষ ম্যাচ ভাইজাগে। রায়পুর থেকে বন্দরনগরীর উদ্দেশ্যে উড়ে যাওয়ার আগে নির্ণায়ক যুদ্ধ নিয়ে কার্যত হুংকার বাভুমার।

বাভুমার কথায়, সিরিজ জমিয়ে দিয়েছেন। এবার লক্ষ্য শনিবারের দ্বৈরথ। ফের ভারতকে কড়া চ্যালেঞ্জে ফেলে সিরিজ জয়ই পাখির চোখ। প্রোটিয়া অধিনায়ক জানান, যে কোনও পরিস্থিতিতে লড়াই, প্রোটিয়া ব্রিগেডের মন্ত্র। ৩৫৯ বড় লক্ষ্য হলেও ঘাবড়ে যাননি তাঁরা। শেষপর্যন্ত লড়াইয়ের লক্ষ্য নিয়ে নেমেছিলেন।

### দলের কথা মার্করামের মুখে

লক্ষ্যপূরণ। টেস্ট সিরিজ জয় দলকে অক্সিজেন জুগিয়েছে। ওডিআই সিরিজে তারই প্রতিফলন। তবে কাজ শেষ হয়নি। ভাইজ্যাগের নির্ণায়ক ম্যাচ জেতা ছাড়া আর কিছু ভাবছেন না।

দুরন্ত শতরানে ম্যাচের নায়ক আইডেন মার্করামের কাছে আবার প্রতিটি ম্যাচ নতুন কিছু শেখার মঞ্চ। বলেছেন, 'প্রতি ম্যাচ থেকে শেখার চেষ্টা করছি আমরা। প্রথম ম্যাচের (রাঁচি) অভিজ্ঞতা এদিন কাজে লাগিয়েছি। শুরুর দিকে বল সুইং করবে। তাড়াহুড়োর পথে তাই হাঁটিনি। মারার জন্য সঠিক বলের অপেক্ষা করেছি। জানতাম, টিকে থাকতে পারলে এই পিচে রান আসবে।'

বাভুমার সঙ্গে শতরানের পার্টনারশিপকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। মার্করামের কথায়, 'বাভুমার সঙ্গে আমার জুটি ভিত গড়ে দেয়। দুজনেই চেয়েছিলাম নিজেদের স্বাভাবিক ব্যাটিং করতে। লক্ষ্য বড় হলেও বাড়তি কিছু করার চেষ্টা করিনি। দলের বাকিরাও ভালো খেলেছে। সবাই তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। যে মিলিত প্রয়াসের ফল এই জয়।'

## দুরন্ত হ্যাটট্রিক নেইমারের

**ব্রাসিলিয়া, ৪ ডিসেম্বর :** চোট নিয়েই দুরন্ত হ্যাটট্রিক করলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার। ব্রাজিলিয়ান লিগের ম্যাচে নেইমারের দাপটে জুভেন্তুদেকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে স্যান্টোস। ৫৬ মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। ৬৫ মিনিটে ইগর জেসুসের ক্রসে দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে যান নেইমার। ৭৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন তিনি। সামনেই ২০২৬ বিশ্বকাপ। তার আগে নেইমারের দুরন্ত পারফরমেন্স আশা জাগাচ্ছে ব্রাজিল সমর্থকদের।

## ৬০০ উইকেট নারায়ণের

**শারজা, ৪ ডিসেম্বর :** ইতিহাসের পাতায় নাম লেখালেন সুনীল নারায়ণ। প্রথম বোলার হিসাবে প্রতিযোগিতামূলক টি২০ ক্রিকেটে ৬০০ উইকেটের মালিক হলেন তিনি। ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি২০-র ম্যাচে আবু ধাবি নাইট রাইডার্সের হয়ে শারজা ওয়ারিয়র্সের টম আবেলের উইকেট নিয়ে এই মাইলফলক গড়লেন নারায়ণ। এই কৃতিত্ব অর্জনের জন্য তাঁকে বিশেষ জার্সি উপহার দেওয়া হয় নাইট রাইডার্স ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে।

# বাংলাকে জেতালেন 'ব্রাত্য' সামি

**সার্ভিসেস-১৬৫ বাংলা-১৬৭/৩ (৭ উইকেটে জয়ী বাংলা)**

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর :** তিনি উপেক্ষিত। তিনি ব্রাত্য। কিন্তু তাতে কী? মহম্মদ সামি (১৩/৪) লড়াই করতে জানেন। আর সেই লড়াইয়ের মধ্যে বরাবরই থাকে নতুন কিছু করে দেখানোর তাগিদ। সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ম্যাচে সামি আজ ফের প্রমাণ করলেন, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ও জাতীয় নির্বাচকরা তাঁকে নিয়ে যাই ভাবুন না কেন, তিনি ফেরার লড়াই চালিয়ে যাবেন। মূলত সামি ম্যাজিকে ভর করেই আজ সার্ভিসেসকে উড়িয়ে দিল বাংলা। প্রথমে ব্যাটিং করে দুরন্ত ছন্দের সামির পেস, সুইংয়ের সামনে চাপে পড়ে গিয়েছিল সার্ভিসেস। সামির পাশে আকাশ দীপও (২৭/৩) আজ দুর্দান্ত বোলিং করেছেন। সামি-আকাশের দাপটে সার্ভিসের ১৮.২ ওভারে ১৬৫ রানে অল আউট হয়ে যায়। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে করণ লাল (০) শুরুতেই ফিরলেও অভিষেক পোড়েল (২৯ বলে ৫৬) ও অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের (৩৭ বলে ৫৮) দাপটে ২৯ বল বাকি থাকতে ৭ উইকেটে ম্যাচ জিততে সমস্যা হয়নি বাংলার।

বাংলার জার্সিতে লাল বলের রনজি ট্রফি থেকে জাতীয় দলে ফেরার মূল লড়াইটা শুরু করেছিলেন সামি। রনজির প্রথম পর্বের পর মুস্তাক আলির আসরে সাদা বলের ক্রিকেটেও সামির সেই লড়াই চলছে। আজ সামির বোলিং দেখার জন্য মাঠে অজিত আগরকারদের কেউ হাজির ছিলেন না। থাকলে দেখতেন, সামি আছেন সামির মতোই। তাঁর ক্রিকেট স্কিলে মরচে ধরেনি একেবারেই। গতি, সুইংয়ের পাশে বল রিভার্স করানোর স্কিলটাও রয়েছে আগের মতোই। সঙ্গে রয়েছে পিচ থেকে বাড়তি বাউন্স আদায় করে নেওয়ার দক্ষতাও। সন্ধ্যার দিকে হায়দরাবাদ থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'সামিকে নিয়ে নতুন কিই বা বলব। রোজ নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে চলেছে ও। এরপরও জাতীয় দলে সুযোগ না পেলে বুঝতে হবে ওকে নিয়ে ভিন্ন ভাবনা রয়েছে জাতীয় নির্বাচকদের।' স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচের সেরাও হয়েছেন সামি। তাঁর দাপটে সার্ভিসেসের দখল নেওয়ার দিনই বাংলার ক্রিকেট সংসারে এসেছে সুখবর। রাতের দিকে জানা গিয়েছে, অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদের মেয়ে হয়েছে। সার্ভিসেস ম্যাচ তিনি না খেললেও বৃহস্পতিবার বেলার দিকে তিনি হায়দরাবাদ ফিরছেন। ফলে শনিবারের পুদুচেরি ম্যাচে শাহবাজের খেলা নিয়ে সমস্যা নেই।

*এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গার সঙ্গে সেলিব্রেশনে কিলিয়ান এমবাপে।*

## রিয়ালের জয়ে নায়ক এমবাপে

**মাদ্রিদ, ৪ ডিসেম্বর :** লা লিগায় তিন ম্যাচ পর জয়ের সরণিতে রিয়াল মাদ্রিদ। জয়ের কারিগর অবশ্যই ফরাসি গোলমেশিন কিলিয়ান এমবাপে। ভারতীয় সময় বুধবার রাতে অ্যাথলেটিক বিলবাওকে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে রিয়াল। জোড়া গোল ও একটি অ্যাসিস্ট করে ম্যাচের নায়ক এমবাপে। ৭ মিনিটে দুইজনকে কাটিয়ে একক প্রচেষ্টায় রিয়ালকে এগিয়ে দেন তিনি। ৪২ মিনিটে এমবাপের থেকে বল পেয়ে হেডে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গা। ৫৯ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে দূরপাল্লার শটে দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি করে যান ফরাসি গোলমেশিন। আপাতত এই ম্যাচ জিতে ১৫ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগের দ্বিতীয় স্থানে রিয়াল মাদ্রিদ। সমসংখ্যক ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে বার্সেলোনা।

# রোকোর সঙ্গে পাঙ্গা নিও না, হুমকি শাস্ত্রীর

**নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর :** রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির হয়ে এবার ব্যাট হাতে আসরে নেমে পড়লেন রবি শাস্ত্রী। শুধু ব্যাটিং বললে ভুল হবে, রীতিমতো বিস্ফোরক মেজাজে ব্যাট ঘোরালেন। রোকোর সমালোচকদের প্রতি সোজাসাপটা হুমকি, সতর্কবার্তা প্রাক্তন হেডকোচের। বিরাট-রোহিতদের ভুল করেও খোঁচাতে যেও না, ভ্যানিশ হয়ে যাবে!

২০১৭ থেকে ২০২১-লম্বা সময় ভারতীয় দলের হেডকোচের দায়িত্ব সামলেছেন শাস্ত্রী। সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল অধিনায়ক বিরাটের সঙ্গে কোচ শাস্ত্রীর সম্পর্কের রসায়ন। আজও তা অটুট। বরাবর বিরাটের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এদিন মুখ খুললেন রোকোকে নিয়ে চলতি টানাপোড়েন, বিতর্ক নিয়ে। নাম না বললেও ১৯৮৩ সালের বিশ্বজয়ী শাস্ত্রীর মূল লক্ষ্য বর্তমান কোচ গৌতম গম্ভীর, নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার। সতর্কবাণী, বিরাটদের খোঁচানোর ফল ভালো হবে না। ব্যক্তিগত অভিসন্ধি পূরণের জন্য অনেকে রোকোকে কোণঠাসা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আদপে তাঁরা নিজেদের পায়েই কুড়ুল মারছে।

২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে খেলতে ইচ্ছুক বিরাট-রোহিত। যদিও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, নির্বাচক কমিটির ভাবনা এর বিপরীত। যুক্তি,

### বিরাটদের পাশে হরভজনও

২ বছর রোকোকে 'বয়ে' বেড়ানো ভুল হবে। তরুণদের দিকে নজর দেওয়া উচিত। যদিও মাঠের পারফরমেন্সে উলটো কথা বলছে। বুড়ো হাড়ে ভেলকি দেখাচ্ছেন বিরাট-রোহিতরাই। এসব করে বেড়াচ্ছে। তাদের সবাইকে বলতে চাই, ওরা (বিরাট, রোহিত) যদি সুইচ অন করে সঠিক বোতাম টিপে দেয়, তখন পালিয়েও কূল পাবেন না। স্রেফ ভ্যানিশ হয়ে যাবেন।'

যেদিকে ইঙ্গিত করে এক পডকাস্টে শাস্ত্রী বলেছেন, 'বিরাট, রোহিত হল ওডিআই ক্রিকেটের দৈত্য। ওদের মতো তারকাদের ভুল করেও খোঁচাতে যাবেন না। কেউ কেউ একই সুর হরভজন সিংয়ের গলাতেও। প্রাক্তন অফস্পিনারের দাবি, এখনও অনেক ক্রিকেট বাকি দুজনের মধ্যে। কিন্তু তারপরও চাপ তৈরি হচ্ছে। আর এটা করছে তাঁরা, যাঁরা ক্রিকেটীয় সাফল্যে বিরাটদের ধারেকাছে আসে না। অবাক গৌতম গম্ভীর সহ ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের অবস্থানেও। রোকোর ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে কেন এত দোলাচল তৈরি করা হচ্ছে, বোধগম্য নয় ভাজ্জির।

৪১৭ টেস্ট উইকেটের মালিক হরভজন বলেছেন, 'আমাদের মাথায় ঢুকছে না। এই পরিস্থিতি কেন হচ্ছে, কোনও সদুত্তরও নেই আমার কাছে। অতীতে আমার অনেক সতীর্থের সঙ্গে এসব হয়েছে, যা দুর্ভাগ্যজনক। এনিয়ে আলোচনা করতেও আমার বাধে। তবে এটুকু বলব, কোহলি যেভাবে খেলছে, সেটা আমি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছি। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, যাদের কোনও সাফল্য নেই, তারাই কিনা বিরাটদের ভাগ্য ঠিক করবে?'

রোকোকে নিয়ে হরভজন আরও বলেছেন, 'দুইজনে বরাবর রান করে এসেছে। ব্যাটার, লিডার হিসেবে ওদের অবদান অনস্বীকার্য। এখনও সমান তালে চালিয়ে যাচ্ছে। দলের তরুণ প্রজন্মের কাছে উদাহরণ তৈরি করছে। এর জন্য বিরাট, রোহিতের প্রশংসা প্রাপ্য। সাবাস রোকো।'

# ডব্লিউপিএলের প্রস্তুতি শুরু রিচার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর :** মাঠে নেমে পড়লেন। হাতে তুলে নিলেন ব্যাট। শুরু করে দিলেন নেটে ব্যাটিং চর্চা।

মহিলাদের বিশ্বকাপ জয়ের পর কেটে গিয়েছে এক মাস। মাঝের সময়ে বিশ্বজয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটারদের জীবনই বদলে গিয়েছে। সেই দলে রয়েছেন বাংলার প্রথম বিশ্বকাপজয়ী রিচা ঘোষও। পুরস্কারের বন্যায় ভেসে যাওয়ার মাঝে গতকালই রাজ্য পুলিশের ডিএসপি পদে চাকরিও পেয়ে গিয়েছেন শিলিগুড়ির রিচা।

বৃহস্পতিবার দুপুরে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে আগামীর লক্ষ্যে অনুশীলন শুরু করে দিলেন তিনি। প্রথমে নেটে নকিং করলেন কিছুটা সময়। পরে নিলেন থ্রো ডাউন। আর সবশেষে ব্যাট হাতে নেটে নেমে ফিরে পেতে চাইলেন নিজের ক্রিকেটীয় ছন্দ। জানা গিয়েছে, রিচা শিলিগুড়িতে নয়, রাজ্য পুলিশের চাকরি করবেন কলকাতাতেই। রিচার কথায়, 'বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকে অনুশীলন করা হয়নি। আজ নেমে পড়লাম মাঠে। সামনেই মহিলাদের আইপিএল রয়েছে। সেই লক্ষ্যে অনুশীলন শুরু করে দিলাম। শুধু মহিলাদের আইপিএল কেন, জাতীয় দলের জার্সি গায়ে ফের মাঠে নামার লক্ষ্যেও অনুশীলন শুরু করলাম আজ।' রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলেন রিচা। আরসিবি তাঁকে রিটেইন করেছিল এবার। ৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা মহিলাদের আইপিএলে এবার কিছু করে দেখাতে চান রিচা। তাঁর কথায়, 'বিশ্বজয়ের আগে ও পরের ছবিটা আলাদা। এখন আমাদের নিয়ে বিশাল প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। সেই প্রত্যাশাপূরণের দায়িত্বও এখন আমাদের। আসন্ন মরশুমে সেরাটা দেওয়ার লক্ষ্যে আমি তৈরি।'

*যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে অনুশীলনে রিচা ঘোষ। বৃহস্পতিবার।*

## কলেজ ফুটবল আজ থেকে

**ঘোকসাডাঙ্গা, ৪ ডিসেম্বর :** কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের দুইদিনের ৮ দলীয় আন্তঃ কলেজ ফুটবল ঘোকসাডাঙ্গা বীরেন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে শুক্রবার শুরু হবে। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, বীরেন্দ্র মহাবিদ্যালয় ছাড়াও খেলবে এবিএন শীল কলেজ, কোচবিহার কলেজ, শীতলকুচি কলেজ, বাণেশ্বর সারথীবালা মহাবিদ্যালয়, নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়, মাথাভাঙ্গা কলেজ ও তুফানগঞ্জ কলেজ।

## মহকুমা ক্রিকেট লিগ শুরু আজ

**তুফানগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর :** মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগ শুক্রবার শুরু হবে। সংস্থার সচিব চানমোহন সাহা জানিয়েছেন, সংস্থার মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে নামবে নিউ প্রগতি সংঘ ও বিবেকানন্দ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন।

*ম্যাচের সেরার পদক গলায় ঋতু বড়ুয়া। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত*

## জয়ী কোচবিহার

**বালুরঘাট, ৪ ডিসেম্বর :** অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের একদিনের আন্তঃ জেলা ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার কোচবিহার ৬ উইকেটে বর্ধমানের বিরুদ্ধে জিতেছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে বর্ধমান টসে জিতে ৩২.৫ ওভারে ১১২ রানে অল আউট হয়। তানিয়া ঘোষ ২১ রান করে। পিয়ালী রায় ও শ্রেয়া সরকার নিয়েছে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করে ম্যাচের সেরা ঋতু বড়ুয়াও (১০/২)। জবাবে কোচবিহার ৩১.২ ওভারে ৪ উইকেটে ১১৫ রান তুলে নেয়। ঋতু ৩০ রানে অপরাজিত থাকে। ধ্রুতি রায়ের অবদান ২৯।

উত্তরের খেলা

## বড় জয় জলপাইগুড়ির

**মালদা, ৪ ডিসেম্বর :** সিএবি-র আন্তঃ জেলা মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৮ একদিনের ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি ৮ উইকেটে মুর্শিদাবাদকে হারিয়েছে। টসে জিতে মুর্শিদাবাদ ২৮ ওভারে ৬৬ রানে গুটিয়ে যায়। রোহিনী আনসারি ২০ রান করে। ম্যাচের সেরা আরাত্রিকা দে ৭ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। জবাবে জলপাইগুড়ি ১৭.৩ ওভারে ২ উইকেটে ৬৭ রান তুলে নেয়।

*ম্যাচের সেরা হয়ে অগ্নিশেখর মিত্র। ছবি : দেবদর্শন চন্দ*

## জিতল ২০০৬

**কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর :** জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার ২০০৬ ব্যাচ ৭ উইকেটে হারিয়েছে ২০২৫ ব্যাচের প্রাক্তনীদের। ২০২৫ প্রথমে ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ৯৮ রান করে। জিৎ বর্মন ৭৪ রানে অপরাজিত থাকেন। ২০০৬ জবাবে ৯.১ ওভারে ৩ উইকেটে জয়ের রান রান তুলে নেয়। তাপস মল্লিক ৩৭ রান করেন। ম্যাচের সেরা অগ্নিশেখর মিত্র ৫ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন।